চমক ভরা
ধনতেরস
২৬ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর
(আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

# প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 283 Issue ● 23 October, 2021, Saturday ● ৫ কার্তিক, ১৪২৮, শনিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ১০ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

# অকালে নিথর হলো সাংবাদিক ব্রতীনের প্রাণ

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** ছেলের মৃতদেহের সামনে বসে আছেন মা। গত ২-৩ সপ্তাহ আগে মাকে নিয়ে শহরে এসেছিলেন ছেলে। মায়ের চোখের ছানি অপারেশন করাতে। এখনো কালো চশমা পরে আছেন মা। শুক্রবার নিজের ছেলের নিথর দেহের সামনে, সেই চশমা পরেই বসেছিলেন বয়স্কা মা। কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন---'আমাকে চোখের অপারেশন করে নিয়ে এলি। আজকে তুই নিজেই এভাবে আমার সামনে শুয়ে আছিস'? একটু দূরেই বসা স্ত্রী। ১২ বছরের মেয়েটি সামান্য দূর থেকে দাঁড়িয়ে তার বাবার নিথর দেহ দেখছে। মা কাঁদতে কাঁদতে বলছেন---'আমাকে তুই কেমন সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে গেলি, ব্রতীন? আমি এই বুড়ো বয়সে কী নিয়ে বাঁচবো'? নিজের একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে দিশেহারা মায়ের কান্নার আওয়াজ তখন আশেপাশে রীতিমতো অনুকম্প তৈরি করেছে। স্বামীর দুই পা ধরে কাঁদছেন স্ত্রী। তখন অন্য এক মহিলা সুপারি কাটার সরতা নিয়ে ব্রতীনের স্ত্রী'র দুই হাতের দুটো শাঁখা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এই দৃশ্য দেখে কিশোরী মেয়েটি তখন মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো। এমন অনেকগুলো খন্ড শোক-দৃশ্যে বিদায় নিলো প্রতিবাদী কলম, পিবি-২৪ ও কলমের শক্তি পত্রিকার তেলিয়ামুড়া প্রতিনিধি ব্রতীন ভট্টাচার্য। তেলিয়ামুড়ার নেতাজিনগরে নিজেদের একতলা

বাড়ি ব্রতীনদের। দালান-পাকা বাড়ি। মা-বাবার একমাত্র ছেলের শখ ছিলো, বাড়ি বানালে তার রঙ সাদা হবে। ছেলের পছন্দেই মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সারা বাড়ির রঙ সাদা করিয়েছিলেন। একমাত্র ছেলের আবদার বলে কথা।

শুক্রবার শেষবারের মতো সেই বাড়িতে এলো ছেলে। তবে নিথর হয়ে। প্রাণহীন। মৃত্যুতেও সাদা রঙটি পিছু ছাড়েনি ব্রতীনকে। সাদা

ধুতির মধ্যে মোড়ানো ছিলো ব্রতীনের নিথর দেহ। দীর্ঘ ৫ দিন হাঁপানিয়াস্থিত টিএমসিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকার পর, শুক্রবার ভোরে ডাক্তারদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ প্রমাণ করে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করলেন তরুণ সাংবাদিক ব্রতীন ভট্টাচার্য। 'প্রতিবাদী কলম', কলমের শক্তি এবং পিবি-২৪'র সাংবাদিক ব্রতীনের প্রয়াণে এদিন সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। খবরটি উক্ত তিন প্রতিষ্ঠান-পরিবারের কাছে এসে পৌঁছুতেই, সহকর্মীদের মধ্যে এক অবর্ণনীয় অভাববোধ কাজ করতে শুরু করে। গত এক সপ্তাহ আগে পর্যন্তও, নিয়ম করে খবর সংগ্রহে যুক্ত ছিলেন ব্রতীন। তেলিয়ামুড়ার প্রতিনিধি ব্রতীন মৃত্যুকালে নিজের বাবা-মা, স্ত্রী এবং ১২ বছর বয়সী এক কন্যাসন্তানকে রেখে গেছেন। সাংবাদিক ব্রতীনের প্রয়াণে শুক্রবার প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সম্পাদক অনল রায় চৌধুরী গভীর শোক ব্যক্ত করেন। তিনি ব্রতীনের মা-বাবা এবং আত্মীয় পরিজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা ব্যক্ত করে বলেন---'বলতে গেলে, ব্রতীন আমার সন্তানের বয়সী। মা-বাবাকে রেখে এ বয়সে একটি সন্তানের প্রয়াণ কতটা মর্মান্তিক হতে পারে, একজন পিতা হিসাবে আমার হৃদয় তা অনুভব করতে পারে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ব্রতীনের এই প্রয়াণ যাতে কোনওভাবেই তার বয়স্ক মা-বাবাকে শোকে তছনছ না করে দেয়। উনারা যাতে এই শোক সহ্য করতে পারেন'। এদিন, ব্রতীনের প্রয়াণের খবর আসার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পাদক শ্রীচৌধুরী তিন প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মীদের বিকাল চারটার সময় মেলারমাঠস্থিত সংবাদ ভবনে আসতে বলেন। সেখানে প্রতি-

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## মিউনিসিপ্যালিটি!

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** নগর সরকার নির্বাচন ঘোষিত হয়েছে। প্রায় বছরখানেক আগেই তাদের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। স্টেট ইলেকশন কমিশন, তার সচিবের স্বাক্ষরিত যে প্রেস নোট দিয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, 'আর্বান লোক্যাল বডিস'-কে মিউনিসিপ্যালিটিস বলা হয়েছে। আবার আলাদা করে উল্লেখও করা হয়েছে যে রাজ্যে কুড়িটি 'মিউনিসিপ্যালিটিস' আছে। তাতে সাধারণভাবে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, নগর পঞ্চায়েত বলে যেসমস্ত নগর কর্তৃপক্ষ পরিচিত, সেগুলিকে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## বড় বদল

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২২ অক্টোবর।।** প্রশাসনে বড়সড় রদবদল হয়েছে। মোট ৩৩ জন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে, অথবা কোনও দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে বা নতুন কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আইএএস, টিসিএস ক্যাডার মিলিয়ে এই বদলি। আইএএস ক্যাডার অবশ্য একজনই। ডঃ বিশাল কুমারকে ট্যাক্সেস, পশ্চিম, সিপাহিজলা, গোমতী,

● এরপর দুইয়ের পাতায়

### মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রীদের

## সপ্তাহে তিন দিন জেলা, ব্লক পরিদর্শনের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

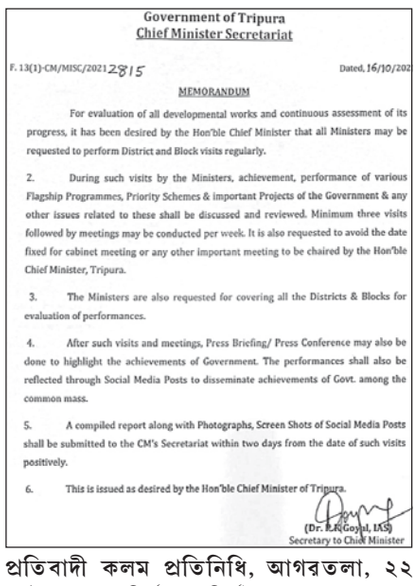

Government of Tripura
Chief Minister Secretariat

F. 13(1)-CM/MISC/2021 2815 Dated, 16/10/202

MEMORANDUM

For evaluation of all developmental works and continuous assessment of its progress, it has been desired by the Hon'ble Chief Minister that all Ministers may be requested to perform District and Block visits regularly.

2. During such visits by the Ministers, achievement, performance of various Flagship Programmes, Priority Schemes & important Projects of the Government & any other issues related to these shall be discussed and reviewed. Minimum three visits followed by meetings may be conducted per week. It is also requested to avoid the date fixed for cabinet meeting or any other important meeting to be chaired by the Hon'ble Chief Minister, Tripura.

3. The Ministers are also requested for covering all the Districts & Blocks for evaluation of performances.

4. After such visits and meetings, Press Briefing/ Press Conference may also be done to highlight the achievements of Government. The performances shall also be reflected through Social Media Posts to disseminate achievements of Govt. among the common mass.

5. A compiled report along with Photographs, Screen Shots of Social Media Posts shall be submitted to the CM's Secretariat within two days from the date of such visits positively.

6. This is issued as desired by the Hon'ble Chief Minister of Tripura.

(Dr. R.K.Goyal, IAS)
Secretary to Chief Minister

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** পুর নির্বাচনের নির্ঘন্ট বেজে গেছে। কয়েক মাস পরেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ঘন্টিও বেজে যাবে। আসন্ন নির্বাচনগুলোকে পাখির চোখ করে ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক দল। বলা ভালো, প্রকারান্তরে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবার সরাসরি ময়দানে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ও। গত ১৬ তারিখ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-এর সচিব ড. পি কে গোয়েল একটি মেমোরেন্ডাম স্বাক্ষর করেন। তাতে স্পষ্ট বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্য মন্ত্রিসভার সকল মন্ত্রীকেই একেকটি জেলা এবং ব্লক পরিদর্শনে বেরোতে হবে। প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম তিনবার জেলা এবং ব্লক পরিদর্শনে বেরোবেন মন্ত্রীরা। প্রতিটি পরিদর্শনে একেকটি দফতরের মন্ত্রী উনাদের নিজস্ব দফতরের কাজকর্মের খতিয়ান পরখ করে দেখবেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় নানা প্রকল্প, বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম ছাড়াও সরকারের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মন্ত্রীরা প্রত্যেকে। রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠকের তারিখগুলো বাদ দিয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের সূচিকে বাদ দিয়ে, প্রত্যেক মন্ত্রীকে সপ্তাহে তিনবার জেলা এবং ব্লক পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক, জেলার এবং ব্লকের প্রায় সবগুলো অঞ্চলই 'কভার' করতে হবে। একই নির্দেশনামায় বলা হয়, প্রত্যেকটি পরিদর্শন শেষে, মন্ত্রীরা সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারের বিভিন্ন প্রাপ্তির কথা তুলে ধরবেন। তাছাড়া সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েও সাধারণ মানুষকে বিস্তারিত জানাতে হবে। শুধু তাই নয়, সাংবাদিক সম্মেলনের এবং পরিদর্শনকালের প্রয়োজনীয় ছবি, সামাজিক মাধ্যমে পোস্টের স্ক্রিন শট ইত্যাদি মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে পাঠাতে হবে। সেসব পাঠাতে হবে প্রতিটি পরিদর্শনের দু'দিনের মধ্যে। এখন দেখার, মন্ত্রীরা ঠিক কবে থেকে এবং কিভাবে নিজেদের মতো করে এই সরকারি নির্দেশ পালন করেন।

## ২৫ শে ভোট ২৮ শে গণনা

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** আগরতলা পুর নিগম-সহ রাজ্যের কুড়িটি পুর ও নগর স্বশাসিত সংস্থার নির্বাচন আগামী ২৫ নভেম্বর, ২০২১ অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি হবে আগামী ২৭ অক্টোবর, ২০২১। শুক্রবার বিকেলে সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্টেট ইলেকশন কমিশনার মানিক লাল দে নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করে একথা জানান। নির্ঘন্ট অনুযায়ী মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হচ্ছে ৩ নভেম্বর, ২০২১। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করা হবে ৫ নভেম্বর, ২০২১। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ৮ নভেম্বর, ২০২১ তারিখের বিকাল ৩টার মধ্যে। ২৫ নভেম্বর, ২০২১ সকাল ৭টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হবে এবং তা চলবে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। যদি পুনরায় ভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে ২৭ নভেম্বর, ২০২১ ভোট গ্রহণ করা হবে। ভোট গণনা হবে ২৮ নভেম্বর, ২০২১।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## মোদিকে শুভেচ্ছা, অমিতের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থনা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সৌজন্যেই দেশের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক টিকাকরণ সম্ভব হয়েছে। বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। বিজেপির সদর শহরাঞ্চল জেলা সভাপতি ড. অলক ভট্টাচার্য, প্রদেশ মুখ্য প্রবক্তা সুব্রত চক্রবর্তীকে পাশে নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। দেশের প্রধানমন্ত্রীর দৌলতেই ১০০ কোটি টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা ইতিপূর্বে ছাড়িয়ে গেছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, কোভিডের টিকা আবিষ্কার থেকে শুরু করে দ্রুত ভ্যাকসিন প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কার্যত তাকে ঐতিহাসিক রূপ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে অধিক টিকাকরণের জন্য যেসব টিকা কেন্দ্র রয়েছে সেখানে স্বাস্থ্য-কর্মীরা নিরলস প্রচেষ্টা জারি রেখে এই উদ্যোগকে সফল করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। গোটা দেশের এই সাফল্যের নিরিখে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করতেই এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন ছিল। ২০২০ সালের ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ১০০ কোটি ৬১ লক্ষ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

An Initiative by Joyjit Saha
ALL IN ONE
Big Books
THINK BIG
NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY
AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY
পারুল প্রকাশনী
SINCE 1981
AGARTALA
KOLKATA
NEW DELHI
GUWAHATI
9774414298
53 Shishu Uddyan Bipani Bitan
A. K. Road Agartala 799001
সতর্কবার্তা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

## মথা'র নয়া চালে সংকটে এসটি মোর্চা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২২ অক্টোবর ।।** পাহাড় নিয়ে এবার চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী রাজ্যের শাসক দল বিজেপি'রও। চোখের সামনেই প্রবীণ বিজেপি নেতারা দেখেছেন কিভাবে পাহাড়ের দুর্গ তছনছ হয়ে গিয়েছে গণমুক্তি পরিষদের। যে পাহাড় নিয়ে এক সময় গর্ব করতো সিপিএম। উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ পাহাড়কে করে তুলেছিলো কমিউনিস্টদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে। সবার চোখের সামনেই কত সহজে পাহাড় হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে সিপিএম'র। দেখতে দেখতে আইপিএফটিও যেন পাহাড়ে নখদন্তহীন শৃগালে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় বিজেপির উপজাতি শাখা জনজাতি মোর্চা যেন পাহাড়ের কাছে নয়া পর্যটক। তিপ্রা মথা যেভাবে পাহাড়কে রাজন্য-ভক্তিতে নতজানু করেছে, এতে করে জনজাতি মোর্চার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই এখন যেন বাহুল্য হয়ে পড়েছে। আবার তিপ্রা মথা'কে অস্বীকার করা বিজেপির পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কারণ, তিপ্রা মথা'র প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ইন্ধন ছাড়া আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শুধু বিজেপি কেন যেকোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষেই রাজ্য দখল প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে কারণে-অকারণে তৃণমূল কংগ্রেসও যেমন রাজন্য-প্রীতিতে ভুগছে তেমনি বিজেপিরও প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সঙ্গে অতিরিক্ত সম্পর্ক জুড়তে চাইছে। যেখানে খোদ মুখ্যমন্ত্রীই

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## সম্প্রীতি ভাঙার চেষ্টা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের রেশ যেন এ রাজ্যে কিছুটা পড়তে চলেছে। একাংশ দুষ্কৃতিকারী রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্য বিনষ্ট করে উচ্ছৃঙ্খলতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ। শুক্রবার বাংলাদেশের নোয়াখালির জগন্নাথ মন্দিরে দুষ্কৃতিকারী হামলার পর এদিন রাতেই আগরতলার চন্দ্রপুর মসজিদে কে বা কারা মাংসপিন্ড নিক্ষেপ করেছে বলে মসজিদের সঙ্গে যুক্ত লোকজনেরা অভিযোগ করেছেন। তাদের অভিযোগ, এদিন রাত এগারোটা নাগাদ চন্দ্রপুর মসজিদের সামনে থেকে কেউ পলিথিন প্যাকেটে মোড়া এই মাংসপিন্ড মসজিদের ভেতরে ঢিল মেরে ফেলেছে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬

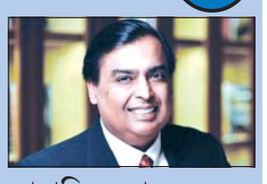

আম্বানি ও আরএসএস নেতার ফাইল পাস করাতে ৩০০ কোটির প্রস্তাব, বিস্ফোরক মেঘালয়ের রাজ্যপাল

সরকারি কর্মীরা ডিএ বাবদ কত টাকা পাবেন? দেখুন হিসাব!

কন্যাভ্রূণ হত্যায় এগিয়ে মোদির গুজরাট

## সীমান্তে গুলি

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** এক শ্রমিককে মারধরের ঘটনা ঘিরে তুমুল উত্তেজনা এয়ারপোর্ট সীমান্তে। বিএসএফ তিন রাউন্ড গুলিও ছুঁড়ে। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এয়ারপোর্ট থানার দক্ষিণ নারায়পুরের কল্যাণপাড়ায় এই ঘটনা। রাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে বসানো হয় ফ্ল্যাগ মিটিংও। বিএসএফ'র আধিকারিকরা ছাড়াও এয়ারপোর্ট থানার কর্মকর্তা এবং গ্রামবাসীদের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। আহত শ্রমিকের নাম প্রসেনজিৎ সরকার (১৮)। তার বাড়ি দক্ষিণ নারায়ণপুরে। দুর্গা চৌমুহনির একটি বাইক সারাইয়ের দোকানে কাজ করে প্রসেনজিৎ। প্রায় প্রতিদিনই রাতে কাজ সেরে সীমান্ত পথ দিয়ে বাড়ি ফেরে। যথারীতি শুক্রবারও কাজ সেরে রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। সীমান্তে তাকে থামতে বলে এক বিএসএফ জওয়ান। প্রসেনজিৎ প্রথমে বুঝতে পারেননি বলে তার দাবি। কিছু পথ এগিয়ে গেলেই বিএসএফ তাকে জোর করে আটকায়। সীমান্ত এলাকায় প্রসেনজিৎকে এক জওয়ান মারধর করে। ছাড়া পেয়ে প্রসেনজিৎ গ্রামের সবাইকে তার উপর মারধরের কথাটি জানায়। উত্তেজিত হয়ে কল্যাণপুর পাড়ার বহু গ্রামবাসী বিচার চাইতে ছুটে যান বিএসএফ জওয়ানদের কাছে। সেখানেই বিএসএফ জওয়ানদের সাথে গ্রামবাসীদের বচসা শুরু হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিএসএফ জওয়ানরা মদমত্ত অবস্থায় ছিলেন। তারা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এবং কোভিড পরিস্থিতির সন্তোষজনক উন্নতি হওয়ায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের কাছ থেকে পাওয়া এক রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সদর পুলিশ মহকুমার পূর্ব এবং পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় জারি থাকা ১৪৪ ধারা ২২ অক্টোবর, ২০২১ সকাল ৬টা থেকে প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২১/০৯/২০২১ সকাল ৬টা থেকে ৪/১১/২০২১ মধ্যরাত পর্যন্ত পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সদর পুলিশ মহকুমায় (পূর্ব এবং পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকা) ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুযায়ী যেকোন রাজনৈতিক দলের মিটিং, মিছিল, জমায়েতের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন। পশ্চিম জেলার জেলাশাসকের দফতর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

## থানার সৌজন্যে মাসুক ঘুরছে বুক ফুলিয়ে

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** অপহরণ, ছিনতাই এবং গুলি চালিয়ে হত্যার চেষ্টা মামলায় ছয় মাস ধরে মাফিয়া মাসুক মিয়া, ইয়াসিন মিয়াকে গ্রেফতার করেনি লেফুঙ্গা থানার ইন্‌সপেকটর মনমোহন দেববর্মা। তাই পুলিশ মহানির্দেশক এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন মাফিয়াদের আক্রমণের শিকার ধর্মনগরের পাথর ব্যবসায়ী গুলজার হোসেন। মামলার নম্বর লেফুঙ্গা পি এস ২৬/২০২১। প্রসঙ্গত, মাসুক মিয়া এবং ইয়াসিন মিয়া দু'জনেই শহরের দুর্গা চৌমুহনি এলাকায় খুন হওয়া দিলীপ ঘোষ হত্যাকান্ডের অন্যতম আসামি বলে অভিযোগ। পুলিশের মহানির্দেশক এবং পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো লিখিত অভিযোগে গুলজার হোসেন উল্লেখ করেছেন, ১২ মে ২০২১ইং তাকে রাজধানীর পশ্চিম থানা এলাকার একটি হোটেল থেকে তাকে অপহরণ করে মাসুক, ইয়াসিন, রাজীব সাহা ও অন্যান্য অপরাধীরা। এরপর তাকে গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয় লেফুঙ্গা থানাধীন এলাকার একটি হিমঘরের কাছে। সেখানে গুলজারের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় মাসুক,

ইয়াসিন, রাজীব ও তাদের দলবল। গুলজারের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয় এক লক্ষ সত্তর হাজার টাকা ও গলার সোনার চেইন। হত্যার জন্য মাসুক গুলজারের উপর দু'রাউন্ড গুলিও চালায়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এমন সময় গুলির আওয়াজে এক মহিলা চিৎকার করলে মাসুক, ইয়াসিনরা গাড়ি চেপে পালিয়ে যায়। এরপর বিষয়টি জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় লেফুঙ্গা থানায়। লেফুঙ্গা থানা এফআইআর নথিবদ্ধ করেই দায়িত্ব খালাস করে। আদালত থেকে প্রথম শ্রেণির বিচারক অপরাজিতা সিনহা বারবার রিপোর্ট চেয়ে পাঠালেও লেফুঙ্গা থানার ওসি এবং মামলার তদন্তকারী অফিসার মনমোহন দেববর্মা কোন রিপোর্টই পাঠাচ্ছেন না। অপরাধীদের গ্রেফতার তো দূরের কথা। তাই বাধ্য হয়ে গুলজার হোসেন ১৫ অক্টোবর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এসপি মানিক দাস এবং পুলিশ মহানির্দেশকের কাছে লেফুঙ্গা থানার নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন। পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সাথে আরও একটি বিষয় হচ্ছে এই মামলায় গুলি চালিয়ে হত্যার অভিযোগ থাকলেও লেফুঙ্গা থানা খুনের চেষ্টা এবং অস্ত্র আইনের ধারা সংযোজন করেনি এই মামলাতে। গুলজার জানাচ্ছেন, মাসুক মিয়া এবং তার স্ত্রী তুরনাহার বেগমের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## সোজা সাপ্টা

### ঘরে-বাইরে

এবার পুর ভোট। আর পুর ভোটেই শাসক বিজেপি-র সামনে ঘরে-বাইরে চ্যালেঞ্জ। এরাজ্যে কিন্তু বিধানসভা যাদের দখলে ছিল তারাও যে আগরতলা পুর নিগম দখলে নিতে পারেনি এই ইতিহাসও কিন্তু আছে। যেমন এবারের এডিসি। এবারের পুর ভোটে সবচেয়ে বেশি নজরে থাকবে আগরতলা। বিজেপি-তে যারা এখনও সংস্কারপন্থী বলে জনগণের কাছে পরিচিত তাদের আগরতলা শহরে কতটা জনভিত্তি আছে তা কিন্তু পুর নিগম ভোটে দেখা যেতে পারে। আগরতলা পুর নিগম ভোট ক্ষমতাসীন শাসক দলের কাছে ঘরে-বাইরে চ্যালেঞ্জ। সংস্কারপন্থীদের বাদ দিয়ে আগরতলা পুর নিগমের ক্ষমতা দখল কিন্তু শাসক দলের কাছে বড় চ্যালেঞ্জের। পাশাপাশি আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনে সংস্কারপন্থীদের বাদ দিয়েই যদি শাসকপন্থীরা নিগম দখল করতে পারে তাহলে কিন্তু সংস্কারপন্থীদের ফের পেছনে চলে যেতে হবে। তৃণমূল ভোটে লড়বে হয়তো। তবে সংস্কারপন্থীরা যদি শাসকের বিরুদ্ধে ঘোষিত হউক বা অঘোষিত বিদ্রোহ করে তবেই তৃণমূল যদি কিছু ভোট পায়। তবে ঘটনা হচ্ছে, এশহরে বামেরা কতটা জমি দখল করতে পারবে। হয়তো অনেকেই মনে করছেন যে, পুর ভোটে লড়াই একতরফা হবে। কিন্তু অঙ্ক তখনই সহজ হবে যখন সংস্কারপন্থীরা শাসকের পক্ষে হাত তুলবে। তবে তৃণমূল এবং বামেরা বিজেপি-র শাসক বনাম সংস্কারপন্থীদের লড়াইয়ের আশায় হয়তো থাকবে।

## সেফটি অফিসার

● **৭-এর পাতার পর** টেকনোলজি, বায়ো টেকনোলজি, অয়েল টেকনোলজি, এগ্রিকালচারেল সায়েন্স, ভেটেরিনারি সায়েন্স, বায়া-কেমিস্ট্রি, মাইক্রো বায়োলজি -- যে-কোনও একটি বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে।

## নেভিতে চাকরি

**৭-এর পাতার পর** হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/ হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন।

## আগরতলায় পরীক্ষা

● **৭-এর পাতার পর** সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার ক্ষেত্রে টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে।

## বুক ফুলিয়ে

● **প্রথম পাতার পর** আসল পেশা প্রতারণা করা। এরা নাকি ভাল ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে গুলজারের কাছ থেকে পাথর কিনতে আসে। পরে প্রথম দিকে কিছুদিন মোটা টাকার পাথর কিনে যথাযথ টাকাও পাঠিয়ে দেয় গুলজারকে। এভাবে এবছর মার্চ মাস পর্যন্ত ঠিকঠাক টাকাপয়সা মিটিয়ে ব্যবসা করে এরপর থেকেই পাথর নিয়ে টাকা না মিটিয়ে গুলজারের প্রায় সাতাশ লক্ষ টাকা গায়েব করে দেয়। টাকার তাগদা দেওয়ায় গুলজারকে আগরতলা এসে টাকা নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয় তুরনাহার এবং মাসুক মিয়া। যথারীতি আগরতলা আসার পর পোষ্ট অফিস চৌমুহনির হোটেল থেকে গুলজারকে অপহরণ করে হত্যার চেষ্টা করেছিল মাসুক মিয়া ও তার দলবল।

## ভাঙার চেষ্টা

● **প্রথম পাতার পর** ওই সময়ে মসজিদে থাকা এক যুবক প্রাকৃতিক কাজের জন্য বাইরে এলে তার সামনেই ঘটনাটি ঘটে। এরপরই ওই যুবক চিৎকার দিয়ে সবাইকে ঘুম থেকে তোলার পর সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি জানানো হয় পূর্ব থানায়। পুলিশ ছুটে এসে মাংসপিন্ডটি তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু মসজিদের সঙ্গে যুক্ত লোকজনেরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ওই কর্মকাণ্ডে। বৃহস্পতিবার এই মসজিদেই হামলা চালানোর চেষ্টা চালানো হয় বলেও সেখানকার লোকজনেরা অভিযোগ করেছেন। তাদের বক্তব্য, বাংলাদেশে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও এ রাজ্যে উভয় জনগোষ্ঠীর মানুষ একে অপরের সঙ্গে আত্মীয়ের মতোই বসবাস করছেন দীর্ঘদিন যাবৎ। এখানে কোনও সমস্যা নেই। বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিভিন্ন ধর্মমতের মানুষ যেভাবে বাংলাদেশের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে মিছিল করেছেন, সেই মিছিলে একটা অংশের মুসলিম মানুষও শামিল ছিলেন। তারাও এই ঘটনার নিন্দা জানান। একাংশ দুষ্কৃতিকারী অযথা এই জাতীয় কাণ্ড ঘটিয়ে রাজ্যকেও অশান্ত করে তুলতে চাইছে। রাজ্যে উভয় জনগোষ্ঠীর ধর্মপ্রাণ এবং শান্তিপ্রিয় মানুষ একে অপরের পাশে আগেও ছিলেন, এখনও আছেন। ফলে, দুষ্কৃতিকারীদের অপচেষ্টা সফল হবে না বলে চন্দ্রপুর মসজিদে থাকা লোকজনেরা এদিন রাতেও আরেকবার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

## মিউনিসিপ্যালিটি !

● **প্রথম পাতার পর** 'মিউনিসিপ্যালিটিটিস' বলা যাবে কিনা অথবা আগরতলার পুর নিগমও 'মিউনিসিপ্যালিটি' কিনা। যদি তাই হয়, তবে আলাদা করে 'নগর পঞ্চায়েত' কিংবা 'আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন' বলার কী দরকার আর থাকে। উল্লেখ্য যে, এখন যেগুলি মিউনিসিপ্যালিটি হিসেবে পরিচিত, তাদের অধিকাংশই একসময় নগর পঞ্চায়েত ছিল, পরে সেগুলি মিউনিসিপ্যালিটি ছিল। আবার নগর পঞ্চায়েত নামে নতুননগর কর্তৃপক্ষও হয়েছে। কয়েকদিন আগে মন্ত্রিপরিষদ এই নির্বাচনের অনুমতি দিয়েছে বলে নগর উন্নয়ন দফতর'র যে প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল সেখানেও গড়ে মিউনিসিপ্যালিটিই বলা হয়েছিল।

## সীমান্তে গুলি

● **প্রথম পাতার পর** কোনও কথাই ঠিকভাবে বলতে পারছিলেন না। বিনা কারণেই অল্প বয়সের শ্রমিককে মারধর করলো। উল্টো বিএসএফ-ই পাল্টা হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল। জওয়ানদের সঙ্গে বচসা চলার মধ্যেই শূন্যে দুই রাউন্ড গুলি করে বসে এক বিএসএফ জওয়ান। গুলির আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সীমান্ত এলাকাটি। গ্রামবাসীরা আরও বেশি করে জমায়েত হয়। খবর চলে যায় এয়ারপোর্ট থানায়ও। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখানে খবর দিয়ে আনা হয় ফটিকছড়া থেকে বিএসএফ'র এক ডেপুটি কমান্ডেন্টকেও। রাতে বিএসএফ গ্রামবাসী এবং এয়ারপোর্ট থানার ওসি মুকুলেন্দু দাস, সেকেন্ড অফিসার সুকান্ত সেন চৌধুরীর উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ। উল্টোদিকে বিএসএফ আধিকারিকরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার আবেদন করেন। যদিও গভীর রাতে আহত প্রসেনজিৎকে চিকিৎসা করানোর পর থানায় নিয়ে তার বক্তব্য লিখে রাখে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। দুই পক্ষ থেকেই মীমাংসার প্রস্তাব দেওয়ায় রাত পর্যন্ত এই ঘটনায় থানায় কোনও ধরনের মামলা হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

## বেআইনি ব্যবসা

● **দশের পাতার পর** - করে টাকা আদায় চলছে। ট্রমা সেন্টারে ব্যান্ডেজ থেকে শুরু করে সেলাইয়ের সামগ্রী নেই বলে রোগীর পরিজনদের বলা হয়। দুর্ঘটনাগ্রস্ত কোনও রোগী এলেই তাঁর হাতে গ্লাভস, ব্যান্ডেজ আনতে কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হয়। এগুলি না আনলে চিকিৎসা করতে চায় না কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী। বরং রোগীর পরিজনদের ব্যান্ডেজ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী কম টাকায় দেবেন কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী বলে থাকেন। এক ধরনের জোর করেই টাকা নেওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ট্রমা সেন্টারে যথেষ্ট পরিমাণে সামগ্রী রয়েছে। কিন্তু এগুলি বিক্রি করেই কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী নতুন ব্যবসা শুরু করেছে। এই ঘটনায় দ্রুত তদন্তের দাবি উঠেছে। কিছুদিন আগেও ফায়ার সার্ভিস এক দুর্ঘটনাগ্রস্ত যুবককে এনেছিল ট্রমা সেন্টারে। এখানে আনার পরই ফায়ার সার্ভিসকে গ্লাভস ব্যান্ডেজ এবং ইনজেকশন আনতে ব্যবস্থাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। এনিয়েই শুরু হয়েছিল ঝগড়া। এমন ঘটনা প্রতিনিয়তই চলছে। কিন্তু পুলিশ এবং স্বাস্থ্য দফতর এই বিষয়ে নজর দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। জিবিপি হাসপাতালে স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা এখন কমই ভিজিট করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পর থেকে রোগী কল্যাণ সমিতির দৌড়ঝাঁপও কমে গেছে। এরই সুযোগ নিচ্ছে কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী। তারা বেআইনি রোজগারের রাস্তা খুঁজে নিয়েছে।

## আইএসআই-এর সংশ্রবের অভিযোগ

● **ছয়ের পাতার পর** গুপ্তচর সংস্থার ড্রোন ঢুকছে বলে অভিযোগ তুলেছেন বলেও 'মনে করিয়ে দেন' পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রসঙ্গত চলতি সপ্তাহেই অমরেন্দ্র জানিয়েছেন, কংগ্রেস ছেড়ে নতুন দল গড়ে ২০২২-এর পাঞ্জাব বিধানসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে জোট করতে চান তিনি। অমরেন্দ্রর ওই প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে বিজেপি। পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা সাংবাদিক হিসেবে আরুশার পরিচিত রয়েছে। তাঁর মা প্রয়াত অখলিম আখতার সত্তরের দশকে পাক রাজনীতিতে প্রভাবশালী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। তৎকালীন সেনাশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে অখলিমকে আড়ালে 'জেনারেল রানি' নামে ডাকা হত। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর, ২০০৪ সালে পাকিস্তান সফরের সময় অমরেন্দ্রর সঙ্গে আরুশার পরিচয় হয়েছিল। তার পর নানা কর্মসূচিতে দু'জনকে এক সঙ্গে দেখা গিয়েছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে অমরেন্দ্রর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভিভিআইপি অতিথিদের আসনে ছিলেন আরুশা। নব্বইয়ের দশকে পাক নৌবাহিনীর অগুস্তা-৯০বি ডুবোজাহাজ কেনার দুর্নীতির অভিযোগেও আরুশার নাম উঠে এসেছিল। ওই দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল পাক নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মনসুরুল হককে।

## . যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ গবেষক

● **ছয়ের পাতার পর** বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই রয়েছে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (২৪), হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় (২২), দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় (১৮)। গোটা দেশের মোট ২,০৪৯ জন বিজ্ঞানীর নাম উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস জানিয়েছে, কেন্দ্র থেকে তেমন অনুদান আসে না। তার পরেও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কেন্দ্রের এই দিকে নজর দেওয়া উচিত। এরপর আরও বেশি অনুদান দেওয়া উচিত। ব্যাঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সেরও ১১৪ জন বিজ্ঞানীর নাম রয়েছে এই তালিকায়।

## সোনায় বিনিয়োগের মহা-সুযোগ

● **ছয়ের পাতার পর** নিয়ে নিতে পারেন। এই বন্ড কেনার ক্ষেত্রেও ডিজিটাল লেনদেনে জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। জানানো হয়েছে সপ্তম সভেরেন গোল্ড বন্ড ডিজিটাল মাধ্যমে কিনলে প্রতি গ্রাম সোনায় ৫০ টাকা করে ছাড় পাওয়া যাবে। এই বন্ড বিক্রি হয় ব্যাঙ্ক ও নির্দিষ্ট কিছু ডাকঘরে। এ ছাড়াও স্টক হোল্ডিং কর্পোরেশন, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ-সহ দেশের বড় এক্সচেঞ্জগুলির মাধ্যমেও তা কেনা যায়। কোনও ব্যক্তি একটি অর্থবর্ষে সর্বোচ্চ ৪ কেজি সোনা কিনতে পারেন। অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রেও পরিমাণ এক। তবে কোনও ট্রাস্ট বা ওই ধরনের সংস্থা একটি আর্থিক বছরে সর্বোচ্চ ২০ কেজি সোনার বন্ড কিনতে পারে। আয়করের নিয়ম অনুযায়ী এই প্রকল্পে পাওয়া সুদে কর ছাড় নেই। তবে মেয়াদ শেষে বন্ড ভাঙানোর ক্ষেত্রে মূলধনী লাভ করে ছাড় রয়েছে। মেয়াদের আগে তা বিক্রি করলে দিতে হবে মূলধনী লাভকর। সোনা বন্ড গচ্ছিত রেখে নেওয়া যাবে ঋণও।

## ১০ হাজার থেকে ২৫ হাজার

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** রাজ্য সরকার মহিলা নির্মাণ শ্রমিক বিবাহ যোজনায় আর্থিক সহায়তার পরিমাণ দশ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে পঁচিশ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস এই সংবাদ জানান। তিনি জানান, মহিলা নির্মাণ শ্রমিক বিবাহ যোজনায় ২০১২ সাল থেকে নির্মাণ শ্রমিক পরিবারের কন্যার বিবাহের জন্য দশ হাজার টাকা করে সহায়তা দেওয়া হতো। বর্তমান রাজ্য সরকার এই সহায়তার পরিমাণ দশ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে পঁচিশ হাজার টাকা করেছে। এতে রাজ্যের বেশি সংখ্যায় নির্মাণ শ্রমিকরা উপকৃত হবেন। তিনি জানান, এই আর্থিক সহায়তা শ্রম দফতরের নথিভুক্ত নির্মাণ শ্রমিকের পরিবারের কন্যার বিবাহের খরচ বাবদ এককালীন সহায়তা হিসেবে দেওয়া হবে। একটি পরিবারের সর্বাধিক দুই জন কন্যা এই সুবিধা নিতে পারবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও জানান, এই প্রকল্প শ্রম দফতরের অধীন ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি জানান, রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত ২২ অক্টোবর, ২০২১ থেকে কার্যকর করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রী নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। কোভিড অতিমারি পরিস্থিতিতে রাজ্যের প্রায় ৪০ হাজার নির্মাণ শ্রমিক পরিবারকে এককালীন সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন শ্রম দফতরের কমিশনার নরেশ বাবু এবং জয়েন্ট কমিশনার বৈজয়ন্ত দাস।

## সংকটে এসটি মোর্চা

● **প্রথম পাতার পর** প্রদ্যোত কিশোরের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি নভেম্বরে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত হওয়ার সময়ে এবং নয়া টার্মিনাল উদ্বোধনের সময় খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আসছেন রাজ্যে। সেই সময়েও খোদ প্রধানমন্ত্রী প্রদ্যোত কিশোরের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। এখন পর্যন্ত ঠিক রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সেই মঞ্চে প্রদ্যোত কিশোরকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে প্রয়াত মহারাজার পৌত্র হিসেবে। অবশ্য বিমানবন্দরে মহারাজা বীরবিক্রমের মূর্তি স্থাপনের সময়ে সরকারি আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যোত মাণিক্য। এবার আর তিনি সে পথে হাঁটবেন না বলেও জানা গেছে। এর মাঝেই গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে দিল্লি অভিযানে যাচ্ছে তিপ্রা মথা। খুব সম্ভবত এ মাসের ২৫ তারিখ যন্তর মন্তরে দুইদিনের অবস্থান ধর্মঘট পালন করবে মথা। এতে শুধুমাত্র রাজ্য থেকেই দুই হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি দিল্লিতে পাঠরত ছাত্রছাত্রী, শিলং-এ পাঠরত ছাত্রছাত্রী সহ আরও শ'পাঁচেক যুবক/যুবতি বিভিন্ন স্থান থেকে গিয়ে সেই ধর্মঘটে শামিল হবেন বলে জানা গেছে। দিল্লি সফরকালেও প্রদ্যোত কিশোরেরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র কাছে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করবেন। সেই সময়েও প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের সন্ধি বৈঠক হতে পারে। তবে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, তার সমর্থন সেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই থাকবে যে জাতীয় রাজনৈতিক দল লিখিতভাবে তাকে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন জানিয়ে সম্মতিপত্র দিতে পারবে। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা স্লোগানের উদ্‌গাথা বিজেপি এবার কিভাবে সেই লিখিত সম্মতিপত্র প্রদান করে তা এখন লক্ষণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এটাও ঠিক, তিপ্রা মথা'র সঙ্গে যেকোনও মূল্যে সন্ধি স্থাপনে বিজেপি উদ্‌গ্রীব। তবে তারা চিন্তিতও। চিন্তায় তাদের কপালে ভাঁজ পড়ছে এই কারণে যে, ২০১৮ সালের নির্বাচনের সময়ে সমতলকে বিজেপি প্রায় কাবু করে ফেললেও পাহাড়ে আইপিএফটির জন্য তেমনভাবে থাবা বসাতে পারেনি। পাহাড়ে যে জয় এসেছে সেই সময়ে জয় সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আইপিএফটি পাশে ছিলো বলেই। এই ক্ষেত্রে জনজাতি মোর্চার ভূমিকা প্রায় শূন্যের কোঠায়। তবে লোকসভা নির্বাচনের সময়ে আইপিএফটির সঙ্গে জোট না করে বিজেপি প্রার্থীরা যে বিশাল জয় পেয়েছেন, সেটা মূলত সম্ভব হয়েছে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করার কারণে। এতে সাংগঠনিক শক্তির কোন প্রভাব ছিলো না। সরকারের শরিক আইপিএফটিও স্পষ্ট বুঝতে পারছে তারা কিভাবে পাহাড়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। আর বিষয়টি বুঝতে পেরেই মেবার কুমার জমাতিয়ার মতো ধূর্ত নেতা জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির উদ্যোগ নিয়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের কাঁধে চড়ে পাহাড়ে প্রভাব বিস্তারের যে কৌশল নিয়েছিলো তাও প্রায় মাঠে মারা গিয়েছে রাজকীয় কৌশলে। এবার মহারাজার কল্যাণেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেতে বসেছে জনজাতি মোর্চাও। জনজাতি মোর্চার নেতৃত্ব সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার হাতে থাকলেও সংগঠন দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার হাতে। তিনিও কার্যত হাত তুলে দিয়েছেন। কারণ, গোটা পাহাড় জুড়ে এখন শুধু তিপ্রা মথা'র প্রভাব। এক্ষেত্রে জনজাতি মোর্চা শুধুমাত্র বিজেপির অঙ্গ সংগঠন হয়েই থাকতে পারে, এর বেশি কিছু নয়।

## ২৫ শে ভোট ২৮ শে গণনা

● **প্রথম পাতার পর** ওইদিন সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা শুরু হবে। ৪ ডিসেম্বর, ২০২১-এর মধ্যে সমস্ত নির্বাচনি প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করা হবে। ভোট গ্রহণের তারিখ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আগরতলা পুর নিগম-সহ ২০টি পুর ও নগর এলাকায় আদর্শ আচরণবিধি লাগু হয়ে গেছে। স্টেট ইলেকশন কমিশনার মানিক লাল দে জানান, সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুর নির্বাচনে রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তাগণ হচ্ছেন ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন অফিসার। ১৭টি মহকুমার মহকুমাশাসকগণ রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। এই মহকুমাগুলি হল- ধর্মনগর, পানিসাগর, কৈলাসহর, কুমারঘাট, আমবাসা, কমলপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, মোহনপুর, জিরানীয়া, বিশালগড়, সোনামুড়া, উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনিয়া, শান্তিরবাজার এবং সাব্রুম। আগরতলা পুর নিগমের ক্ষেত্রে ১-১৭ নং ওয়ার্ডের জন্য সদর মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমা শাসক, ১৮-৩৪নং ওয়ার্ডের জন্য সদর মহকুমার মহকুমাশাসক এবং ৩৫-৫১ নং ওয়ার্ডের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক ও সমাহর্তাকে রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। স্টেট ইলেকশন কমিশনার জানান, বর্তমানে পুর নির্বাচনের মূল নির্বাচন ক্ষেত্র ৩৩৪টি। এরমধ্যে ৮৫টি নির্বাচনি ক্ষেত্র তপশিলি জাতি এবং ৮টি তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। ১৫৭টি নির্বাচনি ক্ষেত্র মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। আসন্ন পুর নির্বাচনে মোট ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৭২ জন ভোটার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯৭৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৩ লক্ষ ৭৭৭ জন। অন্যান্য ভোটার ১৬ জন। স্টেট ইলেকশন কমিশনার জানান, পুর নির্বাচনে মোট ৭৭০টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। ভোট গ্রহণ করা হবে ইভিএম-এর মাধ্যমে। কোভিড গাইড লাইন মেনেই পুর নির্বাচন করা হবে। তিনি জানান, অবাধ ও সুষ্ঠভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই তাদের মতামত রাখার পাশাপাশি কমিশনকে সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে সমস্ত রকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ করতে আরক্ষা প্রশাসনের সঙ্গেও কমিশন আলোচনা করছে। তিনি জানান, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় প্রার্থীর সঙ্গে ৩ জন থাকতে পারবেন এবং ২টি হাল্কা যান ব্যবহার করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র অনলাইনে স্টেট ইলেকশন কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করে সশরীরে প্রার্থী রিটার্নিং অফিসারের কাছে জমা দিতে পারবেন। তবে কেউ ইচ্ছা করলে রিটার্নিং অফিসারের অফিস থেকেও মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। স্টেট ইলেকশন কমিশনার জানান, আগরতলা পুর নিগম-সহ ২০টি পুর ও নগর সংস্থার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু রাজ্যে করোনা অতিমারির জন্য নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি। যদিও কমিশনের পক্ষ থেকে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় কমিশন নির্বাচন সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়। নির্বাচনে কোভিড-১৯ গাইড লাইন মান্য করার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশন আহ্বান রেখেছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক ভোটারকে তাদের মতাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনপর্ব সুষ্ঠ, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জনগণের একান্ত সহযোগিতা কামনা করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সাংবাদিক সম্মেলনে স্টেট ইলেকশন কমিশনের সেক্রেটারী প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

## দীর্ঘায়ু কামনায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থনা

● **প্রথম পাতার পর** ৫২ হাজার ৯১৪ টি ভ্যাকসিন ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তথ্য অনুসারে এর মধ্যে প্রথম ডোজ ৭১ কোটি ০৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৫৬৪টি এবং দ্বিতীয় ডোজ ২৯ কোটি ৫২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৫০টি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একদিকে যেমন দেশকে স্বনির্ভরতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে দেশবাসীকে সুরক্ষা দেওয়ার কাজও করে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্তের জন্য এবং পদক্ষেপ সমূহের সফল বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। গত ৭ অক্টোবর পিএম কেয়ার ফান্ড থেকে ১২২২ টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট উদ্‌বোধন করা হয়েছে যার মধ্যে ২২ টি প্ল্যান্ট ত্রিপুরার। রাজ্যে ১৩৪২টি টিকাকরণ কেন্দ্র রয়েছে। প্রায় প্রতিটি গ্রামে টিকাকরণ কেন্দ্র আছে। ৪৫ ঊর্ধ্বদের প্রথম ডোজ টিকাকরণে ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।। ত্রিপুরায় মোট ৪০ লক্ষ ১০ হাজার ১০৯টি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ডোজ ২৫ লক্ষ ২ হাজার ৩৩টি অর্থাৎ ৯৫.৩৫শতাংশ ও দ্বিতীয় ডোজ ১৫ লক্ষ ০৮ হাজার ৭৬টি অর্থাৎ ৬০.২৭শতাংশ। এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, টিকাকরণের প্রথম স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়া হয় ২৪ থেকে ২৬ মার্চ এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যাতে টিকাকরণ হয় ২ লক্ষ ২৬ হাজার জনের। দ্বিতীয় স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়া হয় ২১ থেকে ২২ জুন যাতে ২ দিনে ৩ লক্ষ ৪৮ হাজার জনের টিকাকরণ হয়। তৃতীয় স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়া হয় ২১ থেকে ৩১ জুলাই যাতে ২ লক্ষ ২২ হাজার জনকে টিকা দেওয়া হয়। চতুর্থ স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়া হয় ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর যার প্রথম দিনেই ৪৪, ১৩৬ জনকে টিকা দেওয়া হয়। টিকাকরণে ৯০ শতাংশ পার করা প্রথম রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা অন্যতম ছিল এবং উত্তর-পূর্বে সবচেয়ে অগ্রণী ছিল। বিছানায় শয্যাশায়ী ও দিব্যাঙ্গজনদের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকাকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে এত বড় সাফল্য মাত্রায় পৌঁছার মতো টিকাকরণ করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, আগে বিভিন্ন রোগের টিকা বিদেশে আবিস্কার হলে ৮-১০ বছর পর সে টিকা ভারতে এসে পৌঁছুতো। আর এখন যখন ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলো কোভিডের টিকা আবিষ্কার করছিল তখন ভারতেও প্রধানমন্ত্রী স্বদেশি টিকার মাধ্যমে টিকাকরণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী এসব বিষয়গুলো তুলে ধরে আরও বলেছেন, স্বদেশী কায়দায় এই ১০০ কোটি মানুষের মধ্যে বা তার বেশি মানুষের মধ্যে টিকাকরণ করার মধ্য দিয়ে জনতার মধ্যে স্বস্তি দিতে পেরেছেন। প্রথম থেকেই ত্রিপুরায় কোভিড মোকাবিলায় বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাকে ভিত্তি করেই এগিয়ে গেছে ত্রিপুরা। মুখ্যমন্ত্র

# ধর্মীয় স্থানে ভাঙচুর

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২২ অক্টোবর।।** কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের বজরঙ বস্তিতে গাছের নীচে অবস্থিত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের একটি উপাসনালয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে সেখানে এসে বিষয়টি দেখতে পান পূজারি। রাতের অন্ধকারে ঘটনা বলে অনুমান। গাছের নীচেই বহু বছর ধরেই খোলামেলা এই উপাসনালয় চলছিল। গাছের নীচে বাঁশ-ত্রিপলের ছাউনির তলে চলে এই উপাসনালয়। খবর পেয়ে স্থানীয় লোকজন জড়ো হন এবং পুলিশের বিশাল ● এরপর দুইয়ের পাতায়

*প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছেন তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। জিরানীয়ায় সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে তিনি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার করোনা পরিস্থিতির সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। দেশে ১০০ কোটিরও বেশি টিকাকরণের তথ্য তুলে ধরে সুশান্ত চৌধুরী জানান পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতেও এই টিকাকরণ সফল হয়েছে। টিকাকরণের সাথে এই জেলাতে চাহিদামত রয়েছে অক্সিজেন প্লান্টও। আগামী দিনের পরিকল্পনার কথাও বলেন মন্ত্রী। অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকেও।*

# ওপারে পরিবহণ ধর্মঘটে স্তব্ধ স্থলবন্দর, মাছের বাজারে টান

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** পাশের দেশ বাংলাদেশের আখাউড়া এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র পণ্য পরিবহণ ধর্মঘটে নাভিশ্বাস উঠছে আগরতলা চেক পোস্ট দিয়ে ব্যবসা করা লোকজনের। বাজারে মাছের জোগানে টান পড়েছে। লাফ দিয়ে বাড়ছে দাম। প্রায় একযুগ পরে কিছু ইলিশ মাছ এসেছিল বৈধ চালানে, সেসবই বন্ধ। দিন তিনেক ধরেই ট্রাকের সারি দাঁড়িয়ে আছে সীমান্তের দুই দিকেই। কাজ নেই, দুই দেশে বন্ধ আমদানি-রফতানি। আমদানির অন্যতম জিনিস, মাছ। বাংলাদেশের মাছ না এলে সমস্যায় পড়েন ত্রিপুরার লোকজন। ফলে দোকানিদের কাছে যার যা মজুত ছিল, সবই প্রায় শেষ। দামও বাড়ছে। বাংলাদেশের পণ্য পরিবহণ বন্ধ আছে চাঁদাবাজির জুলুমের বিরুদ্ধে ধর্মঘটের কারণে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা কর্তৃপক্ষকে পরিবহণকারীরা সাতদিনের সময় দিয়ে চাঁদাবাজি বন্ধ করার আবেদন রেখেছেন, তবে তিনদিনে বিশেষ কিছুই হয়নি বলে খবর। কিছুদিন আগে ২০০০ কেজি ইলিশ এসেছিল এই সীমান্ত দিয়ে। তবে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সূত্র জানাচ্ছে, এই ইলিশের চালানের বেশিরভাগটাই বাজারের মুখ দেখেনি। সেগুলি মজুত থেকেই প্রভাবশালীদের কাছে চলে গেছে, চলে গেছে দামি হোটেলে। বাজারে সেই চোরাই-চালানে আসা বা অন্য রাজ্য থেকে আসা ইলিশই বিক্রি হয়েছে। দাম কিছুই কমেনি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে পণ্যবাহী ট্রাক থেকে চাঁদাবাজির অভিযোগে পণ্য পরিবহণ বন্ধ রেখেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রাক ও লরি শ্রমিক ইউনিয়ন। মঙ্গলবার সকাল থেকে আখাউড়া স্থলবন্দরে ভারত থেকে আমদানিকৃত মালামাল পরিবহণ করতে বন্দরে ট্রাক আসতে দিচ্ছে না ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রাক ও লরি শ্রমিক ইউনিয়ন। ফলে আখাউড়া স্থলবন্দরে আমদানিকৃত অর্ধশতাধিক ভারতীয় ট্রাক আটকা পড়েছে। প্রভাবশালী একটি চক্রের কাছে আখাউড়া বন্দরের ট্রাক চালক, মালিক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা জিম্মি আছে বলে অভিযোগ। ওই প্রভাবশালী চক্রের ১১ জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ এনে গত ৭ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে স্মারকলিপি পেশ করে জেলার ওই দুটি সংগঠন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ট্রাক-পিকআপ শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মো. সাখাওয়াত হোসেন খোকন যমুনা টেলিভিশনকে বলেন, আমরা প্রশাসনের কাছে আখাউড়া স্থলবন্দরে প্রভাবশালী চক্রের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি বন্ধ চেয়ে ৭ দিনের সময় দিয়েছিলাম। কিন্তু ওই চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় আমরা আখাউড়া স্থলবন্দরে পণ্য পরিবহণ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করেছি। যদি কোনো সমাধান না হয় তাহলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহ সারাদেশে পণ্য পরিবহণ বন্ধ রাখা হবে।

# অসুস্থ নারায়ণ

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২২ অক্টোবর।।** ত্রিপুরায় বামফ্রন্টের আহ্বায়ক নারায়ণ কর বুকে ব্যাথা নিয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হৃদযন্ত্রের সমস্যা আপাতত ধরা পড়েনি বলে খবর।

# দেবরের মারে চোখ নষ্ট বৌদির

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** দুই দেবরের মারে এক চোখ হারালেন বৌদি। আহত বৌদিকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার ডান চোখটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। আক্রান্তের নাম কানন সরকার। ঘটনা বিলোনিয়া এলাকায়। জমি সংক্রান্ত বিবাদ ঘিরে তিন ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে বহুদিন ধরেই ঝগড়া চলছে। এই ঝগড়ার জেরেই দুই দেবর তাদের বড় ● এরপর দুইয়ের পাতায়

# বরাত পেয়েও দেড় বছরে শুরু হয়নি রাস্তার কাজ

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২২ অক্টোবর ।।** এলাকার মন্ত্রী পেয়ে অধিকাংশ উচ্ছ্বাসিত ছিলেন। সবার ধারণা ছিল এখন হয়তো উন্নয়ন দ্রুত গতিতে হবে। রাস্তাঘাট উন্নত হয়ে যাবে। আর খারাপ রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে হবে না। কিন্তু মোহনপুরের বাসিন্দাদের সবার জন্য হয়তোবা সুদিন এখনও আসেনি। এমনকী খারাপ রাস্তা মেরামতের জন্য বরাত ডাকার পরও কাজ আর শুরু হয় না। এই ধরনের ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে মোহনপুর বিধানসভার হরিণাখলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দেড় বছর আগেই রাস্তা মেরামতের জন্য কোটি টাকার বরাত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজ আর হয় না। অভিযোগ উঠেছে, কাজের বরাতের বড় অংশই নাকি চাইছে প্রভাবশালী নেতার প্রজেক্টে। যে কারণে কাজও আটকে আছে। কয়েকজন গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কাজ না করেই ঠিকেদার পেতে চেষ্টা করছেন। ঠিকেদারের অংশ নিয়ে বাকিটা চলে যাবে প্রভাবশালী নেতার প্রকল্পে। এনিয়েই মোহনপুরে নতুন ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, টেন্ডার ড্রপ করে এক কোটি টাকার কাজ পেয়ে বসে আছেন এক ঠিকেদার। মোহনপুর দেবনাথ পাড়ার দেড় কিলোমিটার রাস্তার দ্রুত সংস্কার চায় এলাকাবাসীরা। মোহনপুর বিধানসভার হরিণাখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় রয়েছে। দৈর্ঘ্যে রাস্তাটি প্রায় দেড় কিলোমিটার। তৃতীয় পর্যায়ে বাম আমলে মোহনপুর ব্লক থেকে রাস্তাটি ইটের সলিং করা হয়েছিল। এলাকাবাসীও বেশ খুশি হয়েছিল। বেশ ভালোভাবে এই রাস্তা দিয়ে মানুষ চলাফেরা করেছে প্রায় সাত আট বছর। ইটের সলিং ধীরে ধীরে নষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে রাস্তাটিতে খানাখন্দে ভরে রয়েছে। সামান্য বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যায়। অ্যাম্বুলেন্স ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি তো দূরের কথা এই রাস্তা দিয়ে অন্য কোনো গাড়িই ঢুকতে চায় না আজ এক বছরের উপর। বর্তমানে বাইক, বাইসাইকেল নিয়েও চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এই রাস্তাটি। গোপালনগর, আমগাছিয়া, দেবনাথ পাড়া, হরিণাখোলা, তুলাবাগান-সহ শিবির এলাকার জনসাধারণরা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। প্রতিদিন কম করেও তিন শতাধিক লোক এবং বাইক-সহ ছোট গাড়ি এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। কিন্তু রাস্তার এই দুর্দশার কারণে ভুগছে ছাত্র-ছাত্রীসহ এলাকাবাসীরা। মোহনপুর পূর্ত দফতর থেকে রাস্তা নির্মাণের জন্য একটি টেন্ডার করা হয়। সম্পূর্ণ এই রাস্তাটির কিছু জায়গায় রিটার্নিং ওয়াল-সহ ড্রেনেজ ● এরপর দুইয়ের পাতায়

# ২৮শে হাইকোর্টের বিচারপতির শপথ

**প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২২ অক্টোবর।।** আগামী ২৮ অক্টোবর দুপুর ১টা ২৯ মিনিটে হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন টি অমরনাথ গৌড়। বর্তমানে তিনি তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের বিচারপতি। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার কোর্ট নম্বর-১ এ। হাইকোর্ট অফ ত্রিপুরার রেজিস্ট্রার জেনারেল এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

# আক্রান্ত বেড়ে ১৮

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** করোনা সংক্রমিতদের সংখ্যা আবারও বাড়ছে। শুক্রবার নতুন করে ১৮ জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। সোয়াব পরীক্ষা বাড়াতেই বেড়ে যাচ্ছে আক্রান্ত রোগী শনাক্তের সংখ্যা। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতর ২৪ ঘণ্টার মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ৩ হাজার ২১৯ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে এই সময়ে। সংক্রমণের হার ছিল .৫৬ শতাংশ। ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ১৪জন। এদিন সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে আবারও পশ্চিম জেলায় ৬জন। রাজ্যে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা পজিটিভ রোগী রয়েছেন ৯১জন। করোনা সংক্রমিত এখন পর্যন্ত ৮১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। এদিকে, দেশে ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৫ হাজার ৭৮৬ জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। মারা গেছেন ২৩১জন।

# অবরোধের ডাক আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** জাতীয় সড়ক অবরোধের ডাক দিলো প্রাক্তন জঙ্গিরা। শুক্রবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলন করে ডিপ্রাইভড রিটার্নিং মুভমেন্ট কমিটি এই ঘোষণা দিয়েছে। ২৭ অক্টোবর সকাল ৮টা থেকে শুরু হবে জাতীয় সড়ক অবরোধ। শেষ হবে ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যা ৬টায়। ১২ দফা দাবিতে এই কর্মসূচি নিয়েছে আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি সংগঠনটি। সংগঠনের নেতাদের দাবি, রাজ্যের আত্মসমর্পণকারী সব জঙ্গি সদস্যরা তাদের সঙ্গে রয়েছে। তাদের বিভিন্ন দাবিসনদ নিয়ে বহুবার আন্দোলন করেছে। কর্মসংস্থান, আর্থিক সাহায্য-সহ ১২ দফা দাবি তাদের। আগস্টে দুই দফায় ধর্নায় বসেছিলেন। মহাকরণে ডেকে তাদের সঙ্গে সরকারি আধিকারিকরা কথাও বলেন। কিন্তু কোনও প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। এই কারণে তারা জাতীয় সড়ক অবরোধের সিদ্ধান্ত নেয়। ২৭ অক্টোবর জাতীয় সড়কের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

# সুবীরাতঙ্কে বিসি নগরের একলব্য স্কুল

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা,২২ অক্টোবর ।।** বুঝা-ই মুশকিল সরকারি চাকুরে কখন কোন্ রাজনৈতিক দলের দলদাস হয়ে যায়। আজ এ রাজনৈতিক দল তো ক'দিন পরেই আরেক রাজনৈতিক দল। এভাবেই ঘন ঘন এমনভাবে জামা বদলায় যে সুযোগসন্ধানীরা তার প্রকৃত জামার রঙ কি রকম তা নিয়ে হয়তো-বা ধন্দে পড়ে যান খোদ তার অর্ধাঙ্গিনীও। এরকমই এক সুযোগসন্ধানী শিক্ষকের নাম সুবীর সেন। বর্তমানে বিসি নগর একলব্য মডেল স্কুলের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ। এই মডেল স্কুলটি এতটাই মডেল যে ডবল ইঞ্জিনের মডেল সরকারকে ফেল করিয়ে দিয়েছে কয়েক কদম। অভিযোগ, বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ সুবীরবাবু বিদ্যালয়ে তার সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে নাকি বাড়ির কাজের লোক সদৃশ আচরণ করে থাকেন। কখনও কখন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তুইতোকারিও নাকি করেন তিনি। এ নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিলেও ভয়ের চোটে কেউ কোনও কথা বলেন না। কারণ, তিনি নাকি এখন শিক্ষক সংঘের মস্ত বড় নেতা। হালে আবার বিবেকানন্দ মঞ্চেরও হোমড়া-চোমড়া এক কর্তা। এর আগে বাম আমলেও তিনি হগব নাম ধরে ছড়ি ঘুরিয়েছেন। ফলে, ওই সময়েও কেউ তার ভয়ে কথা বলতেন না। আবার এই আমলেও কেউ তার ভয়ে কথা বলেন না। বিদ্যালয়ে যিনি রান্নাবান্নার মূল দায়িত্বে তাকে দিয়েই সুবীরবাবু শৌচালয় পরিষ্কারের কাজও করান। কারণ, তার কথাই নাকি এখানে আদেশ। বিদ্যালয়ের যিনি মূল পাচক তিনি যখন শৌচালয় পরিষ্কার করে আসেন তখন খাওয়া-দাওয়া নিয়ে অনেকেই নানা ধরনের প্রশ্নও তুলেন। কিন্তু প্রিন্সিপাল ইনচার্জ আদেশ দিয়েছেন বলে কথা। এখানে কোনও না শব্দ হবে না। শুধু পাচক কেন, সুবীরবাবু পারলে তার সহকর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়েও শৌচালয় পরিষ্কারের কাজ করান। হয়তো-বা সময় সুযোগের কারণে বা লাজলজ্জা জনিত কারণে এখনও সেটা করেননি। কিন্তু এছাড়া আর যা যা করা যায় সবই তিনি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য তারই আরেক শিষ্য এমনটাই করতেন। তিনি শারীর শিক্ষক খোকন দেবনাথ। তার কুকর্ম নিয়ে গত ২৩ আগস্ট প্রতিবাদী কলম-এ বিস্তারিত খবর বেরোবার পর দফতর তাকে কুমারঘাটে ইএমআর স্কুলে বদলি করে দেন। এক খোকন দেবনাথ গেলে কি হবে? সুবীর সেন নামক যে আতঙ্ক বিদ্যালয়ে বসে ছড়ি ঘুরাচ্ছেন এতে অতিষ্ঠ সকলে।

# নেশার ব্যবসা ঘিরে উত্তেজনা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** অবৈধ কাজের অভিযোগ এনে শহরতলির লাড্ডু চৌমুহনিতে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এক বাড়িতে উঠতি বয়সী যুবক-যুবতিদের কাছে নেশা সামগ্রী বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ইতি রুদ্রপাল এবং প্রদীপ রুদ্রপাল নামে এক বাড়িতে বেআইনি ব্যবসা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এনিয়েই সালিসি সভা হয়েছে গ্রামে। গ্রামবাসীরা নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কেউই ইতি এবং প্রদীপের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না। অন্যদিকে, ইতি এবং প্রদীপের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন লাড্ডু চৌমুহনি এলাকার বাসিন্দা রতন রুদ্রপাল এবং সমীর রুদ্রপাল। তাদের নামে জিবি ফাঁড়িতে মামলাও রয়েছে। মামলাটি করেছেন ইতি রুদ্রপাল। তাদের ফাঁসিয়ে দিতেই মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। রতন এবং সমীরের পরিজনদের দাবি, ইতি এবং প্রদীপের ঘরে নেশা সামগ্রী বিক্রি

হয়। প্রায়ই উঠতি বয়সের যুবক-যুবতিরা এই বাড়িতে এসে নেশা সেবন করে। এনিয়েই তারা বাধা দেন। গ্রামবাসীরা দুই তিনবার বাধা দিলে শেষ পর্যন্ত রতন এবং সমীরের নামে হামলা করার মামলা করে বসেন ইতি। এখন মামলা তুলতে ইতি এবং প্রদীপ নাকি টাকা চাইছেন। এসব বিষয়েই এলাকার মধ্যে সালিসি সভা বসে। সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে ইতি এবং প্রদীপের সঙ্গে গ্রামবাসীরা কেউ যোগাযোগ রাখবেন না। তবে অবৈধ কাজ করলে থানায় মামলা না করে সালিসি সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়াটি বেআইনি বলেই পুলিশ মনে করছে। কেউ নেশা সামগ্রী বিক্রি করলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে। এখানে অভিযোগ করলে বিচারের ব্যবস্থা রয়েছে।

# খুনিদের গ্রেফতারের দাবিতে থানা ঘেরাও

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ২২ অক্টোবর।।** অমরপুরের মালবাসা এলাকার বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ী রঞ্জিত দাসের খুনের ঘটনা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে স্থানীয়রা। তাদের অভিযোগ, কয়েকজন মিলে রঞ্জিত দাসকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে রঞ্জিত দাসের মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পর গোটা এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। শুক্রবার সকালে তাদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে বীরগঞ্জ থানায়। শত শত মানুষ থানার সামনে এসে জড়ো হয়। তাদের দাবি ছিল একটাই, রঞ্জিত দাসের খুনিদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। গ্রামবাসীর জমায়েত দেখে খোদ পুলিশ কর্তারাও কিছুটা চাপে পড়ে যান। থানার গেট বন্ধ রেখে গ্রামবাসীদের বাইরে আটকে রাখলেও সেখানে দাঁড়িয়ে সবাই মিলে স্লোগান তুলেন। পরবর্তী সময় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বীরগঞ্জ থানায় ছুটে আসেন। তিনি গ্রামবাসীদের প্রতিনিধি দলের সাথে থানায় আলোচনা করেন। পরবর্তী সময় বাইরে এসে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক তাদের আশ্বস্ত করেন খুব শীঘ্রই এই ঘটনার অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে। তবে এখনও বোঝা যায়নি কি উদ্দেশে রঞ্জিত দাসকে খুন করা হয়েছে। গ্রামবাসীর বক্তব্য, রঞ্জিত দাস একজন সজ্জন নাগরিক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কারোর সাথে তার মতানৈক্য ছিল না। গ্রামে এমন কোনো লোক নেই যিনি বলতে পারবেন রঞ্জিতের সাথে কখনো ঝামেলা হয়েছে। তিনি সব সময় নিজের কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করতেন। তবে সবার সাথে কথা বলতেন হাসি মুখে। এই ধরনের ব্যক্তিকে কেন নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তা ভেবে পাচ্ছেন না এলাকাবাসীও। এদিনের ঘেরাও আন্দোলনের জেরে থানা চত্বরের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ কর্তারা এলাকাবাসীকে ক্ষান্ত করতে পারায় পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। তবে এলাকাবাসী জানিয়ে দিয়েছেন, যদি শীঘ্রই রঞ্জিত দাসের খুনিরা গ্রেফতার না হয় তাহলে তারা বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবেন। প্রয়োজনে গোটা গ্রামের মানুষ থানায় এসে হাজির হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা।

# প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে সারা রাজ্যে

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই/ গন্ডাছড়া/ কৈলাসহর/ কাঁঠালিয়া / উদয়পুর/ বিশালগড়/ আমবাসা, ২২ অক্টোবর।।** বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে সারা রাজ্যে এখনও প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবারও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পৃথক পৃথক কর্মসূচি সংগঠিত হয়। এদিন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ খোয়াই শাখার উদ্যোগে খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের বিআরসি হলের সামনে থেকে এক সুবিশাল র‍্যালি বের হয়। র‍্যালি থেকে আওয়াজ উঠে ধর্মীয় মৌলবাদ বিনষ্ট করতে হবে এবং হিন্দুদের বাংলাদেশে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। যারা মূর্তি ভাঙা এবং হিন্দুদের উপর অতর্কিত আক্রমণের নেপথ্যে রয়েছে, তাদেরকে অবিলম্বে চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি দিতে হবে। এই বিষয়কে সামনে রেখে খোয়াইয়ের জেলাশাসক স্মিতা মল এমএসের কাছে ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি প্রদান করে। এদিনের এই স্মারকলিপি প্রদানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের

সাংগঠনিক মন্ত্রী পূর্ণ চন্দ্র মন্ডল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের খোয়াই শাখা সম্পাদক বিজয় গোপ, অসীম আনন্দ মহারাজজি সহ অন্যান্যরা। অন্যদিকে, গন্ডাছড়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সভা সংগঠিত করা হয়। এদিন হিন্দু জাগরণ মঞ্চ গন্ডাছড়া বিভাগের উদ্যোগে বিকাল তিনটা নাগাদ সরমা পঞ্চায়েত অফিস থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে গন্ডাছড়া শহর এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। তারপর গন্ডাছড়া বাজারে এক সভায় মিলিত হয়। এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে। এদিকে, শুক্রবার ঊনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের চৌমুহনি বাজার এলাকায় বাংলাদেশ মূর্তি ভাঙচুর এবং হিন্দুদের উপর আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের যৌথ উদ্যোগে এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুধাংশু দাস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গৌতম দেব-সহ অন্যান্যরা। এই প্রতিবাদ মিছিলকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা জুড়ে বিশাল পুলিশ, টিএসআর এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে। অপরদিকে, কাঁঠালিয়া সত্যনারায়ণ সেবা মন্দির কমিটির উদ্যোগে এবং হিন্দু নাগরিক সমাজের সহযোগিতায় কাঁঠালিয়াতে এক র‍্যালি বের হয়। সোনামুড়া মহকুমার ধনপুর বিধানসভা এলাকার অন্যতম বাণিজ্যিক এলাকা কাঁঠালিয়ায় কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে প্রতিবাদ র‍্যালিটি মহার‍্যালিতে পরিণত হয়। একইভাবে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দু জাগরণ মঞ্চ বাগমা শাখার উদ্যোগে শুক্রবার এক প্রতিবাদ মিছিল হয়। মিছিলটি এদিন বাগমা বাজার থেকে শুরু হয়ে বাগমা এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় বাজারে এসে শেষ হয়। এদিন বিশালগড়ে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে দুর্গানগর থেকে চেলিখলা পর্যন্ত মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলটি দুর্গানগরে এসেই শেষ হয়। এদিন আমবাসাতেও একই ধরনের মিছিল সংগঠিত হয়।

# সর্বস্বান্ত পরিবার

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২২ অক্টোবর।।** বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ব্যবসায়ী রতন সাহার পরিবার একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। রতন সাহা'র দোকানে আগুন লাগায় সবকিছু ভস্মীভূত হয়ে যায়। ব্যবসায়ীর ক্ষয়ক্ষতি আনুমানিক ৫০ হাজার টাকার অধিক হবে। এদিন অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ছুটে যায় অগ্নি নির্বাপক দফতরের গাড়ি এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পুলিশ। আগুনের সূত্রপাত বিদ্যুৎ-এর শর্ট সার্কিট থেকে, এমনটাই দাবি মালিক-সহ অন্যান্য মানুষের। ঘটনা শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে। কাঁঠালিয়া ব্লক এলাকার দক্ষিণ মহেশপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সোনামুড়া-বিলোনিয়া বাইপাস সড়কের সংহতি সেতু সংলগ্ন বাড়ির সামনে ওই দোকান। পাড়ার লোকজন ওই দোকান থেকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী কিনে বেশ উপকৃত হয়ে আসছিল। অন্যান্য দিনের মতো সকালে দোকান মালিকের স্ত্রী ও ছেলে দোকানে বসে ব্যবসা করছিলেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ-এর শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতেই পুরো দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পণ্য সামগ্রী যা ছিল সব দাউ দাউ করে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তাদের ৫ জন সদস্যের পরিবার। এই দোকানের বিক্রির উপরই ● এরপর দুইয়ের পাতায়

# ভুয়ো বিল

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** টিএনজিসিএল'র বিরুদ্ধে আবারও উঠলো অভিযোগ। জয়নগরের বাসিন্দা সোমা বিশ্বাস জানিয়েছেন, গত ২১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাদের বাড়িতে যে গ্যাস লাইন রয়েছে সেই গ্যাস লাইনের বিল হিসেবে টিএনজিসিএল ৫২ হাজার ৭৭০ টাকা বিল ধার্য করেছে। তখন বিষয়টি সোমা বিশ্বাসদের সন্দেহ হয়। পরবর্তী সময়ে সোমা বিশ্বাসের স্বামী আইনজীবী মৃণাল কান্তি বিশ্বাস কৃষ্ণনগরস্থিত টিএনজিসিএল'র বিল প্রদান অফিসে যোগাযোগ করলে আসল কারণ বেরিয়ে আসে। মৃণাল কান্তি বিশ্বাস জানিয়েছেন, সেখানে গিয়ে তিনি বিষয়টির প্রতিবাদ করেন। তখন ওই কৃষ্ণনগরের অফিস থেকে আরও একটি বিল দেওয়া হয়। গত ২১ জুলাই থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ শুক্রবার পর্যন্ত যে বিল দেওয়া হয়েছে তাতে অর্থরাশির পরিমাণ ১৬১২ টাকা। প্রথম যে বিল ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে ২১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থরাশির পরিমাণ ছিল ৫২ হাজার ৭১০ টাকা। তিনি বিষয়টির সম্পর্কে স্পষ্টীকরণ চাইতে গেলে নতুন করে বিল দেওয়া হয়েছে। আর এদিন নতুন বিল হাতে নিয়ে তিনি ২১ জুলাই থেকে ২২ অক্টোবর পর্যন্ত যে বিল পেয়েছেন সেখানে ১৬১২ টাকা উল্লেখ রয়েছে। মৃণাল কান্তি বিশ্বাস একজন আইনজীবী। তিনি বিষয়টির সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেছেন, টিএনজিসিএল এভাবে মানুষের সাথে প্রতারণা করছে। তিনি ভোক্তা আদালতে যাবেন বলেও জানিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, সাধারণ মানুষের সাথে টিএনজিসিএল এই ধরনের ভুয়ো বিল তৈরি করে প্রতারণা করছে। মানুষ যাতে প্রতারিত না হয় তার জন্যই ভোক্তা আদালতে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানান মৃণাল কান্তি বিশ্বাস।

প্রতিবাদী কলম
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ
7085917851

আজ রাতের ওষুধের দোকান
শংকর মেডিকেল স্টোর
৯৭৭৪১৪৫১৯২

# তৃণমূলের জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** জনগণের কাছে পৌঁছে যেতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচি শুরু হয়ে গেছে। 'ত্রিপুরার জন্য তৃণমূল' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আগরতলার লেক চৌমুহনি বাজার থেকে কর্মসূচি শুরু হয়। সুবল ভৌমিক ছাড়াও এই কর্মসূচিতে শামিল ছিলেন সুস্মিতা দেব-সহ অন্যান্যরা। সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে তৃণমূলের প্রচার কর্মসূচি এদিন থেকেই শুরু হয়েছে। তাছাড়া জন সংযোগ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে তৃণমূল শিবিরের। সুবল ভৌমিক সুস্মিতা দেব জানিয়েছেন, ধর্মনগর থেকে সাব্রুম, অমরপুর থেকে কমলপুর-সহ গোটা রাজ্যেই তাদের কর্মসূচি চলবে। তিনি মনে করেন, এই কর্মসূচির মধ্য দিয়েই রাজনৈতিক বার্তা তৃণমূল শিবির পৌঁছে দিতে যায়। 'ত্রিপুরার জন্য তৃণমূল' এই স্লোগানকে সামনে রেখে প্রচারের গাড়িও রয়েছে রাজ্যে। এই প্রচারের গাড়ি করেই নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলা সফর করবেন। এদিনও আগরতলা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে পুর সংস্থার নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচার তেজি করা হয়েছে তৃণমূল শিবিরের। নির্বাচন কেন্দ্রীক ভাবনায় এই জনসংযোগ কর্মসূচি ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়ে গেছে। এদিকে আমতলির ঘটনার উল্লেখ করে এর তীব্র নিন্দা জানান তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক। তিনি এসব ঘটনার জন্য শাসক দলের দিকে আঙুল তুলেন। তিনি দাবি করেন, রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। সুবল ভৌমিকের ভাষায় এই রাজ্যেও মানুষ প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। তাছাড়া মানুষ পরিবর্তন চাইছে। ২০২৩ সালে সেই পরিবর্তন তৃণমূল করবে বলে সুবল ভৌমিক দাবি করেন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় আবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার উপর নির্মমভাবে হামলা সংঘটিত হয় বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। সুস্মিতা দেবের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল। আইপ্যাক কর্মচারীর উপরও হামলা সংঘটিত হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির কর্মীরা তার মোবাইল ছিনিয়ে নেয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সুবল ভৌমিক আমতলি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, এর মাধ্যমে আবারও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব প্রমাণ করলেন যে তিনি ত্রিপুরায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের উপস্থিতি তাদের গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে সুবল ভৌমিকরা মনে করেন, মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করতে হবে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সুস্মিতা দেব যখন 'ত্রিপুরার জন্য তৃণমূল'এর একটি গাড়িতে প্রচার চালাচ্ছিলেন, তখন তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে বিজেপি দুর্বৃত্তদের দ্বারা নির্মমভাবে আক্রমণ হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন সুবল ভৌমিক। কলকাতা থেকে ছুটে আসেন ডা. শান্তনু সেন। তিনিও ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। এদিকে তৃণমূলের তরফে সারা রাজ্যেই প্রচার কর্মসূচি শুরু হয়েছে এদিন। আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক হাওয়া গরম বলে অনেকে দাবি করেন। বর্তমান প্রেক্ষিতে এই ভোট পরিস্থিতিতে রাজ্য এবং অন্যান্য জায়গায় মানুষের অধিকার আদায়ের লড়াই তেজি করা হচ্ছে বলেও মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। আসন্ন পুর সংস্থার নির্বাচনকে সামনে রেখে চলছে প্রচার অভিযান। সামগ্রিক প্রেক্ষিতে এই প্রচার অভিযানকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুবল ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা তাদের নির্ধারিত সাংগঠনিক জেলা সফর শুরু করেছেন। আগামী কয়েকদিন এই ইস্যুতে কর্মসূচি চলবে। এদিকে, আগরতলায় পুর সংস্থার নির্বাচনকে সামনে রেখে রণকৌশলের বৈঠকও চলছে তৃণমূল শিবিরে।

## আক্রান্ত আইনজীবী, নিন্দা টিএইচআরও'র

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** প্রবীণ আইনজীবী ও ত্রিপুরা বার কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য বাসিত আব্দুল খানের ধর্মনগরস্থিত বাসভবনে দুষ্কৃতি দলের হামলা, ভাঙচুর ও ব্যাপক ক্ষতিসাধনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন (টিএইচআরও)। বৃহস্পতিবার বিকালে ধর্মনগরে বাসিত আব্দুল খানের বাসভবনে দুষ্কৃতিকারীদের সংঘবদ্ধ হামলায় জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি করেছেন টিএইচআরও সম্পাদক পুরুষোত্তম রায়বর্মণ। তিনি হামলার তীব্র নিন্দা করে নাগরিক সমাজের কাছে আবেদন করেছেন দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। দুষ্কৃতিরা আইনজীবী বাসিত আব্দুল খানের বিভিন্ন মামলার নথি নষ্ট করায় মক্কেলরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

# শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ'র তরফে গেদু মিয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন সভাপতি মুফতি তৈয়ীবুর রহমান-সহ অন্যান্যরা। তারা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশের মহানির্দেশকের উদ্দেশ্যে পাঁচ দফা দাবিকে সামনে রেখে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন। যদিও তারা সশরীরে মুখ্যমন্ত্রী এবং ডিজিপি সাহেবের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ডিজিপি সাহেব তাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় সশরীরে কথা বলতে পারেননি। সংগঠনের তরফে মুখ্যমন্ত্রী এবং ডিজিপির উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে শুক্রবার। তারা পাঁচ দফা দাবিতে উল্লেখ করেছেন, বাংলাদেশের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যেও কিছু উচ্ছৃঙ্খল জনতা হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করার চক্রান্ত করছে। সরকারকে বদনাম করার ষড়যন্ত্র করছে। তারা এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে। রাজ্যের যেসব জায়গায় ঘটনা ঘটেছে তার উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশ মহানির্দেশকের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে। পাঁচদফা দাবির মধ্যে রয়েছে—প্রশাসন ও সরকারকে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের যাবতীয় চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রমূলক ও অপ্রীতিকর কর্মকাণ্ড বন্ধ করার ব্যবস্থা করা, তদন্তক্রমে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা, উস্কানিমূলক প্রচার বন্ধ করা, গুজব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, শান্তি রক্ষায় কোথাও যদি প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে অশান্তি সৃষ্টি হয় তাহলে সরকার কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। বাংলাদেশের ঘটনায় ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানিয়েছে। রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান রেখেছেন ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ সভাপতি মুফতি তৈয়ীবুর রহমান।

## বিজন স্মরণ

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২২ অক্টোবর।।** প্রয়াত বাম নেতা বিজন ধরের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আমবাসাস্থিত সিপিআইএম ধলাই জেলা কমিটির কার্যালয়ে। সেখানে প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দলীয় নেতৃত্ব। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক পঙ্কজ চক্রবর্তী, বিজন পাল-সহ আরও অনেকেই। ভাষণ রাখতে গিয়ে পঙ্কজ চক্রবর্তী বলেন বিজন ধরের মৃত্যু দলের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। বিগত এক মাসে দল তিন জন বড় নেতাকে হারিয়েছে। যার ফলে দলের কর্মী-সমর্থকরা শোকাহত।

# শেখ হাসিনাকে চিঠি সিপিআইএমএল'র

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান রাখলো সিপিআই(এমএল)। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িক জিঘাংসা চলছে তাতে সিপিআই(এমএল) গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করছে। এদিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সিপিআই(এমএল)'র তরফে পার্থ কর্মকারের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল সহকারী হাই কমিশনারের মাধ্যমে স্মারকলিপি প্রেরণ করেছে। পার্থ কর্মকার বলেন, বাংলাদেশে হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজাকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক শক্তি হিংস্র আক্রমণ চালানোর উপলক্ষ বানিয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলো জেলাতে এই হামলা ছড়িয়ে পড়েছে ও তাতে বেশ কয়েকজন মারা গেছেন। কুমিল্লাতে দুর্গাপূজার মণ্ডপে কোরানের অবমাননা হয়েছে— এই অজুহাতে মৌলবাদীরা সাম্প্রদায়িক হামলাকে মান্যতা দেয়। যা কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মেনে নিতে পারবে না। অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি দেওয়ার যে ঘোষণা বাংলাদেশ সরকার করেছে এবং ধরপাকড় করছে তাকে দল স্বাগত জানায়। একই সাথে দল দাবি জানাচ্ছে— বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় যাতে আর নিরাপত্তাহীনতা ও প্রান্তিকীকরণের শিকার না হন তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। কোনও সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তাহীনতা ও ইজ্জত হারিয়ে বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য না হয় তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করতে হবে। এই সংকীর্ণ মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির হিংস্র বর্বর আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। মানবতা বিরোধী মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক হিংস্র শক্তিকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে। পার্থ কর্মকার আরও বলেন, সাম্প্রদায়িক হিংসায় আক্রান্ত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে এবং উপমহাদেশের সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি রক্ষায় বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলি এবং বাংলাদেশের মানুষ যেভাবে সক্রিয় হয়েছেন এবং বিবিধ কর্মসূচি সংগঠিত করছেন তাকে দল সংহতি ও অভিনন্দন জানাচ্ছে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক হিংসা ও হত্যার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে তুলতে ভারত ও বাংলাদেশের সকল শান্তিকামী মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে— এই উপমহাদেশের সমস্ত সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পরাস্ত করতে। তার পাশাপাশি পরিস্থিতি বিষয়গুলো নিয়ে বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণের কাছে সিপিআই(এমএল) বার্তা দিতে চায় এই ধরনের অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে হবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়। বাংলাদেশের এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাকে হাতিয়ার করে এই রাজ্যে সামাজিক পরিবেশকে বিষিয়ে তুলতে দেওয়া যায় না। এখানে সংখ্যালঘু মুসলমানদের অধিকার খর্ব করতে দেওয়া যায় না। কারণ নীতিগতভাবে সংখ্যালঘুদের ধর্ম, জীবন, সম্পত্তি ও অধিকার রক্ষার দায় সংখ্যাগুরুর হাতে। এই দায়দায়িত্ব পালনে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষায় সবাইকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এই বার্তা দিয়ে পার্থ কর্মকার আরও বলেন, তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত শান্তিপ্রিয় অসাম্প্রদায়িক মানুষকে সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাচ্ছে সিপিআই(এমএল)। এদিন পার্থ কর্মকার-সহ অন্যান্যরা আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনারের কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

## নাগরিক মঞ্চের ধিক্কার মিছিল

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ অক্টোবর।।** বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে সোনামুড়া নাগরিক অধিকার মঞ্চ ধিক্কার মিছিলের ডাক দিয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সংগঠনের তরফ থেকে এ কথা জানানো হয়। তারা বলেন, শনিবার বেলা ১২টা নাগাদ সোনামুড়া টাউন মাদ্রাসা সংলগ্ন ঈদগাহ থেকে ধিক্কার মিছিল শুরু হবে। পরবর্তী সময় অনুষ্ঠিত হবে সভা। ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সব অংশের মানুষকে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করার আহ্বান রেখেছেন উদ্যোক্তারা। এলাকার শান্তি সম্প্রতি বজায় রাখারও আহ্বান রেখেছে সোনামুড়া নাগরিক অধিকার মঞ্চ। বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন মঞ্চের নেতৃত্ব।

## উত্তম-মধ্যম

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** এয়ারপোর্ট রোডের নতুননগরে এক সাইকেল চোরকে আটক করে বাজারের ব্যবসায়ীরাই। নেশা সামগ্রী ক্রয় করতে বাইসাইকেল চুরি করে অভিযুক্ত জানিয়েছে। তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া একটি সাইকেলও উদ্ধার করা হয়। জানা গেছে, নতুননগর এলাকা থেকে সম্প্রতি ৫টি বাইসাইকেল চুরি হয়েছে। এই চুরির সঙ্গে এলাকারই এক যুবক জড়িত বলে পুলিশের সন্দেহ হয়। সন্দেহের বসেই আটক করা হয় অভিযুক্তকে। বাজার কমিটির জিজ্ঞাসাবাদে আটক যুবক স্বীকার করে নেয় সে তিনটি সাইকেল চুরি করেছে। চুরির সাইকেল হিমাংশুর কাছে বিক্রি করেন। পরে চুরির টাকা দিয়ে মদ এবং গাঁজা কিনে। পুলিশ তার কথামতো মদও উদ্ধার করেছে।

## প্রকম্পিত আমবাসা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২২ অক্টোবর।।** শারদীয়া দুর্গাপূজার মহাষ্টমী দিন থেকে শুরু করে টানা এক সপ্তাহেরও অধিক সময় যাবৎ গোটা বাংলাদেশ জুড়ে ধর্মীয় সংখ্যাগুরুদের একাংশ দ্বারা সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর মধ্যযুগীয় বর্বরতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ডাক দিয়ে শুক্রবার অপরাহ্নে ধলাই জেলা সদর আমবাসায় নিজেদের প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করল সনাতনী হিন্দু জনতা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আহ্বান ও ব্যবস্থাপনায় কয়েক হাজার সনাতনীর প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং প্রতিশোধের হুঙ্কারে এ যেন এক অন্য আমবাসা দেখা গেল এদিন। সনাতনী অতি সাধারণ প্রান্তিক মানুষটির মধ্যেও

● এরপর দুইয়ের পাতায়

# আমবাসায় ডঃ মানিক

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আমবাসা,২২ অক্টোবর।।** রাজধানীতে বসে রাজ্য নির্বাচন কমিশন যখন রাজ্যের পুর ও নগর নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করছে, তখন আমবাসা পুর্ত দফতরের ডাক বাংলোয় স্থানীয় নেতাদের নিয়ে ম্যারাথন বৈঠকের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো আমবাসা পুর পরিষদ দখলের প্রস্তুতি সেরে নিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ মানিক সাহা। সাথে ছিল দলের রাজ্য নেতা তথা আমবাসা পুর পরিষদের দলের নির্বাচনি পর্যবেক্ষক বলাই গোস্বামী, ধলাই জেলার প্রভারী যাদব লাল নাথ, দলের ধলাই জেলা সভাপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক পরিমল দেববর্মা। বৈঠকে উপস্থিত ছিল আমবাসা পুর এলাকায় বসবাসকারী জেলা ও মন্ডলের সকল নেতৃবৃন্দ। ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে এই নির্বাচন যে শাসক দলের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে স্থানীয় নেতাদের বিশেষ পাঠ দিলেন রাজ্য সভাপতি ডঃ সাহা। এই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় হাসিল করতে গেলে কি কি করণীয় আর কি কি বর্জনীয় তার টিপসও দিলেন তিনি। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে নিজেদের যাবতীয় মতবিরোধ আপাতত মুলতবি রেখে একসাথে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন তিনি। এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প গুলির সুফল নিয়ে মানুষের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। সেই সাথে আমবাসা পুর পরিষদের ১৫টি ওয়ার্ডের জন্য জেলা ও মন্ডল নেতৃত্ব প্রার্থী তালিকা তৈরি করে শনিবারের মধ্যেই রাজ্য দফতরে পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি। এই প্রার্থী তালিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলের পুরোনো দিনের স্বচ্ছ ও নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা এবং গত পুর নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হয়ে যারা দুর্ধর্ষ লড়াই করেছে তাদের প্রাধান্য দেওয়ার নির্দেশ দেন রাজ্য সভাপতি। এককথায় দলের দুঃসময়ের কর্মীদের সামনের সারিতে এনে তাদের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রশমনের পথেই যে দল এগোচ্ছে তা বুঝিয়ে দিলেন ড: মানিক।

# এডিএম'র দ্বারস্থ সিপিএম

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের কিছু কিছু জায়গায় কয়েকটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনার নিরিখে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর তিন সদস্যক প্রতিনিধি দল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসকের সাথে দেখা করে তারা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেছে। গোটা বিষয়গুলো নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা সিপিএম জেলা সম্পাদক রতন দাস। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছে। একশ্রেণির ধর্মীয় মৌলবাদী পরিকল্পিতভাবে পুজামণ্ডপে হামলা চালায় এবং সেই দেশের একাংশ সংখ্যালঘু জনগণের উপর আক্রমণ সংঘটিত করে। ইতিমধ্যে সিপিআই(এম) এই সম্প্রদায়িক হিংসার নিন্দা করেছে এবং বাংলাদেশ সরকার সেই দেশের শান্তি-সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখতে এবং সংখ্যালঘুদের রক্ষায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এই

আশা ব্যক্ত করেছে সিপিএম প্রতিনিধিরা। তারা তাদের তরফে রাজ্যের পরিস্থিতি উল্লেখ করে পশ্চিম ত্রিপুরা অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপিও প্রদান করেছে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক রতন দাস বলেন, মৌলবাদ এবং সম্প্রদায়িকতা দুটোই ভয়ঙ্কর। বাংলাদেশে মৌলবাদীদের দ্বারা সংঘটিত সহিংসতার পাশাপাশি ত্রিপুরায় দীর্ঘকালব্যাপী বজায় থাকা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের লক্ষ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদী অশুভশক্তি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার কয়েকটি স্থানে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর আক্রমণ, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও তাদের ধর্মীয়স্থানে আক্রমণের চেষ্টা করেছে। এসব বিষয়গুলো উল্লেখ করে রতন দাস বলেন,এটা উদ্‌বেগজনক এবং নিন্দনীয়। তিনি আরও বলেন, আগরতলা-সহ বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। আজান বন্ধ করে দেওয়া, মসজিদে আক্রমণ, কিংবা অগ্নিসংযোগের মতো চেষ্টা ঘটেছে। সিপিআই(এম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি এই উস্কানিমূলক হামলার প্রতিবাদ ও নিন্দা করছে। শুক্রবার জেলা সম্পাদকমন্ডলীর এক প্রতিনিধি দল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার এডিএম'র সঙ্গে ডেপুটেশনে মিলিত হয়ে ঘটে যাওয়া উস্কানিমূলক আক্রমণগুলি যারা সংঘটিত করেছে। তাদের চিহ্নিত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন শংকর প্রসাদ দত্ত, রতন দাস, শুভাশিস গাঙ্গুলী। প্রতিনিধি দল কোনওভাবেই যাতে সাম্প্রদায়িক অশুভশক্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট না করতে পারে তার জন্য সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনকে সজাগ সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। রতন দাস বলেন, সংখ্যালঘুদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব বজায় রাখার জন্যই এটা দরকার। এডিএম সিপিআই(এম) প্রতিনিধি দলকে এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দেন বলে রতন দাস জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, জেলা সম্পাদকমন্ডলী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকেও শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে বেশ কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ প্রশাসনের তরফেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

## আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেষ :** হঠাৎ পরিবর্তন। কর্মে কোন সুখবরে উৎসাহিত হতে পারেন। বিশিষ্টজনের সহায়তা পেলেও শত্রুপক্ষ প্রবল হতে পারে। তবে সংযম ও বুদ্ধির দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। তবে চলাফেরায় সতর্কতা দরকার।

**বৃষ :** দিনটিতে নিজের গুণে সম্মান লাভ। সংস্থাগত পরিবর্তনের শুভ ইঙ্গিত। বন্ধুজনের বিরূপতা। নানাভাবে মানসিক চাপ। মনের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ হবার যোগ আছে। নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা আবশ্যক।

**মিথুন :** ছলচাতুরি ও ক্রোধ ক্ষতির কারণ হবে। অন্যের প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব ও চিত্তের উদ্বিগ্নতা দেখা দিতে পারে। কোন নিকট আত্মীয় বিষয়ে দুর্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি।

**কর্কট :** নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমে বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাক্‌সংযমের প্রয়োজন। স্বাস্থ্য মধ্যম যাবে।

**সিংহ :** আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।

**কন্যা:** দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। বন্ধু বিচ্ছেদ, মায়ের স্বাস্থ্যহানি। মানসিক অস্থিরতা, টেনশন, অতিরিক্ত চিন্তা ও অর্থ ব্যয়, আর্থিক উন্নতি। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। বাধা বিঘ্নের মধ্যে সাফল্য।

**তুলা :** দিনটিতে বাধা ডিঙিয়ে চলতে হবে। আর্থিক উন্নতির যোগ। সন্তানের সাফল্য, শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। শরীর নিয়ে সমস্যা থাকবে। আর্থিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হবার যোগ।

**বৃশ্চিক :** আঘাতজনিত ব্যাপারে সাবধানতা দরকার। নানাভাবে মানসিক বিপর্যস্ততা। হতাশা বৃদ্ধি ও কর্মে অশান্তি। শরীর ভালো যাবে না। বিশ্বাসে আঘাত। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলে দিবাভাগে শেষ করে ফেলা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।

**ধনু :** দিনটিতে ভাগ্যোন্নতির যোগ আঝে। আর্থিক উন্নতি। শিক্ষায় সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে অশান্তি ও মানসিক অস্থিরতা। অপমান-অপবাদের যোগ। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে ঝামেলা, ধন ক্ষতি। ব্যথা-বেদনা, আঘাতজনিত ব্যাপারে সচেতনতা প্রয়োজন।

**মকর :** জটিল সমস্যা-সমাধানের যোগ। আঘাতজনিত ব্যাপারে সমস্যার যোগ। আর্থিক উন্নতি। শরীর নিয়ে সমস্যা কিছুটা থাকবে। হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ আছে।

**কুম্ভ :** কর্ম

# বিপর্যস্ত জাতীয় সড়ক

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ অক্টোবর।।** রাজ্যের লাইফ লাইন বিপর্যস্ত অবস্থায় আছে। জাতীয় সড়কে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হওয়ার ফলে পণ্যবাহী লরি চালকদের প্রাণ ওষ্ঠাগত অবস্থায়। উল্লেখ্য, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি থেকে অসমের লোয়ারপোয়া পর্যন্ত প্রায় ১০ কিলোমিটার জাতীয় সড়কের অবস্থা বেহাল হয়ে আছে। প্রতিদিন বিভিন্ন রাজ্য থেকে শত শত পণ্যবাহী লরি এই রাস্তা দিয়ে রাজ্যে প্রবেশ করে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসলেও লোয়ারপোয়া থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশদ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে লরি চালকদের কালঘাম ছুটে। অভিযোগ সড়ক সংস্কারের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্মাণ সংস্থাগুলি নিজেদের মর্জি মাফিক কাজ করছে। একটি জাতীয় সড়কের কাজ অনিয়মিত এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে চলছে বলে অভিযোগ। এক্ষেত্রে অসম সরকার এবং ভূতল পরিবহণ মন্ত্রক-সহ পূর্ত দফতরের কর্তারা হাত-পা গুটিয়ে আছেন। যার ফলে লরি চালক থেকে শুরু করে যাত্রীরা চরম হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। সড়কের মাঝপথে অর্ধনির্মিত অবস্থায় পড়ে আছে কালভার্টগুলো। তাতে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাছাড়া কালভার্টগুলোর সামনেই পুকুর-সম গর্ত সৃষ্টি হয়ে আছে। যা লরি কিংবা যাত্রীবাহী গাড়িগুলোর জন্য বিপজ্জনক। এদিকে, লরি চালকরা জানান, রাজ্যের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আসলেও তাদের যে সমস্যা হয় না তা ১০ কিলোমিটার পথ পার হতেই কালঘাম ছুটে যায়। যে কোনো সময় গাড়ি বিকল হয়ে যায় কিংবা চাকা ফেটে যায়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশার কারণে দুটি লরি রাস্তায় আটকে পড়ে আছে। তাছাড়া ওই এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় চালকরা কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন না। অপরদিকে জাতীয় সড়কের পূর্ত বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার অনুপ চক্রবর্তী জানান, অসমের পোয়ামারা থেকে ত্রিপুরার চুরাইবাড়ি পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার রাস্তার সংস্কারের জন্য ১২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ মন্ত্রক। তিনি আরও জানান, নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। তবে এতদিন বৃষ্টি থাকার কারণে কাজ করা যায়নি। অনেকেই বলছেন, এই ধরনের বক্তব্য শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো। কারণ, বিকল্প জাতীয় সড়কে বর্ষা মরসুমেই জোরদারভাবে কাজ হয়েছে।

## অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এলাকাবাসী

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২২ অক্টোবর।।** গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ এবং জুয়ার বাড়বাড়ন্তের প্রতিবাদে এবং আগাম ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে শুক্রবার গন্ডাছড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নিকট ৪টি চাকমা সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এদিন ত্রিপুরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, কারবারি পরিষদ, চাকমা যুব সংগঠন এবং তুইচাকমা সদাক পুদানি যুদা ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে এই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব সুভাষ চাকমা, রতন বিকাশ চাকমা, প্রীতি বিকাশ চাকমা, দেবপ্রিয় চাকমা প্রমুখ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দসিরাম রিয়াং তাদের দাবিগুলোর যৌক্তিকতা স্বীকার করে এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি এদিন এই বিষয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে মহকুমা এলাকার গন্ডাছড়া থানা এবং রইস্যাবাড়ি থানা দুটির ওসি'র সঙ্গেও আলোচনা করা হয়।

# খুনি গ্রেফতার

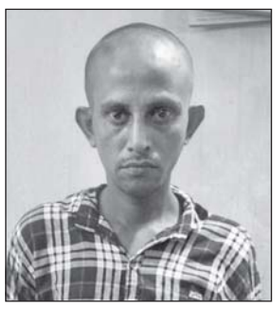

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ অক্টোবর।।** বৃদ্ধ উপেন্দ্র দেবনাথ খুনের মামলার অভিযুক্ত বিপ্লব ঘোষকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, গত বুধবার চড়িলাম চ্যাটার্জী কলোনি এলাকার উপেন্দ্র দেবনাথকে ঘুসি মেরে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত বিপ্লব ঘোষ পলাতক ছিল। শুক্রবার গোপন খবরের ভিত্তিতে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ প্রমোদনগর এলাকা থেকে অভিযুক্তকে জালে তুলে। অভিযুক্ত বিপ্লব ঘোষ অবশ্য সংবাদমাধ্যমের কাছে জানিয়েছে সে উপেন্দ্র দেবনাথকে হত্যা করেনি। রাতে ঝগড়ার সময় উপেন্দ্র দেবনাথ এগিয়ে আসলেও তার বয়সের কথা চিন্তা করে তিনি তার গায়ে হাত তুলেননি। তবে উপেন্দ্র দেবনাথের পরিবারের লোকজন প্রথম থেকেই এই মৃত্যুর জন্য বিপ্লব ঘোষকেই দায়ী করেছে। দুই পরিবারের মধ্যে অনেকদিন ধরে বাড়ির সীমানা নিয়ে ঝগড়া চলছে। বুধবার রাতে বিপ্লব ঘোষ মদমত্ত অবস্থায় উপেন্দ্র দেবনাথের বাড়ির বাউন্ডারি ভেঙে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিপ্লব ঘোষকে বাগে আনার জন্য তার ভাইকেও খবর দিয়েছিল উপেন্দ্র দেবনাথের পরিবার। একটা সময় উপেন্দ্র দেবনাথের ছেলের উপর চড়াও হয় অভিযুক্ত বিপ্লব। ঘটনাস্থলে উপেন্দ্র দেবনাথও দাঁড়িয়েছিলেন। তখনই তার শরীরে ঘুসি মারা হয় বলে অভিযোগ। ঘুসির আঘাতে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযুক্ত বিপ্লব ঘোষকে আদালতে পেশ করেছে। এদিকে, উপেন্দ্র দেবনাথের পরিবার অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

## এলাকাবাসীর হাতে আটক দুই চোর

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ অক্টোবর।।** গরু চুরি করতে এসে এলাকাবাসীর হাতে আটক দুই নাবালক। ঘটনা ধর্মনগর থানাধীন হুরুয়া পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। স্থানীয় বাসিন্দা উত্তম দাসের একটি গরু চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পথে এলাকাবাসী দুই নাবালককে আটক করে। তাদের মধ্যে একজনের বয়স ১৭ বছর, অপরজন ১৩ বছরের। শুক্রবার সন্ধ্যা আনুমানিক ৫টা নাগাদ এই ঘটনা। অভিযুক্ত দুই নাবালকের বাড়ি ভাগ্যপুর পঞ্চায়েত এলাকার সীমান্তবর্তী গ্রামে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এলাকাবাসী জানতে পারেন ভাগ্যপুর পঞ্চায়েতের জনৈক সুতলজ মিয়া তাদেরকে পাঠিয়েছে। বর্তমানে গরু-সহ দুই নাবালককে ধর্মনগর থানায় রাখা হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্তবর্তী এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

# বিষ প্রয়োগে দুটি গবাদি পশুর মৃত্যু

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২২ অক্টোবর।।** অত্যন্ত অমানবিক এবং বিবেকহীন ঘটনা ঘটল মেলাঘর থানাধীন মোহনভোগ ব্লকের অন্তর্গত কামরাঙ্গাতলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডের শফিক মিয়ার বাড়িতে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শফিক মিয়ার ছোট ভাই কাবিল মিয়ার সাথে জমি সংক্রান্ত বিবাদ চলছে। এই জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে কাবিল মিয়া তার বড় ভাই শফিক মিয়ার গরুর গামলায় জলে বিষ প্রয়োগ করে বলে অভিযোগ। আর সেই বিষাক্ত জল পান করে একটি গাভী ও একটি বাছুরের মৃত্যু হয়। এই বিষয়ে গরুর মালিক জানান, তার ছোট ভাই কাবিল মিয়া এই কাজ করেছে। তাছাড়া জমিসংক্রান্ত বিবাদ চলছে কাবিল মিয়ার সঙ্গে বড় ভাই শফিক মিয়ার। ছোট ভাই কাবিল মিয়া নাকি বড় ভাই শফিক মিয়াকে হুমকি-ধমকি প্রায় সময় দেয়। তার বড় ধরনের ক্ষতি করার কথা বলেছিলেন। এই বিষয়ে গরুর মালিক মেলাঘর থানায় একটি মামলা করেন। পুলিশ ওই ঘটনা গিয়ে প্রত্যক্ষ করেন এবং গরুর মুখ থেকে নিঃসৃত লালা রস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন বলে জানান। গরু দুটির আনুমানিক বাজার মূল্য ৯০ হাজার টাকা বলে জানা যায়।

# দুর্ঘটনায় আশঙ্কাজনক যুবতি

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২২ অক্টোবর।।** গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন ২০ বছরের পারমিতা পাল। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ মানিকভান্ডার বাজার এলাকায় মসজিদ সংলগ্ন কমলপুর-আমবাসা সড়কে এই দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী, একটি অল্টো গাড়ি পথচারী পারমিতা পালকে প্রথমে ধাক্কা দেয়। তিনি গাড়ির ধাক্কায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। পরবর্তী সময় গাড়িটি তার উপর দিয়েই চলে যায়। এতে পারমিতা পাল গুরুতরভাবে আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। তারা ঘটনাস্থলে এসে আহত যুবতিকে উদ্ধার করে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে পরবর্তী সময় তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ধলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পারমিতা পালের পরিবারের লোকজন ঘটনার খবর পেয়ে কমলপুর হাসপাতালে ছুটে আসেন। পারমিতার শারীরিক অবস্থা সংবাদ লেখা পর্যন্ত আশঙ্কাজনক।

# রাস্তা সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২২ অক্টোবর।।** রাস্তা মেরামতের দাবিতে সরব হল এলাকাবাসীরা। অনেকদিন ধরেই এই দাবি করে আসলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ। জানা যায়, মোহনপুর মহকুমাধীন গোপালনগর টিইএসবি স্কুল সংলগ্ন রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। রাস্তাটি নাথপাড়া হয় সোজা চলে গেছে বোয়ালিয়া নতুন বাজারে। মেরামত করা হলেও কাজগুলি দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এলাকাবাসীরা মোহনপুর পূর্ত দফতরের এসডিও'র নিকট দাবি রেখেছেন যে ঠিকাদারই কাজ পেয়েছেন তিনি যেন এই রাস্তার কাজ অতি দ্রুত শুরু করেন। কারণ এ রাস্তা এখন চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে। যদিও ধানিজমি এলাকায় কাজ করা না গেলেও আপাতত পূর্ত দফতর এবং ঠিকাদার নতুন বাজার এলাকা থেকে এই কাজ শুরু করা যেতে পারে বলে এলাকাবাসীর অভিমত।

# ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বাইক কিনে বিপাকে যুবক

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ অক্টোবর।।** নিজেদের মর্জিমাফিক গ্রাহকদের পকেট কেটে নিচ্ছেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। ফলে প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন গ্রাহকরা। এক যুবক সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ করেছেন। তিনি জানান, ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্সের মাধ্যমে বাইক নেওয়ার সময় কোনরকম নিয়মাবলীর কথা বলা হয়নি। বাইক কেনার পর বিভিন্ন ধরনের নিয়ম সামনে তুলে ধরা হচ্ছে ব্যাঙ্কের তরফে। বিশালগড় অফিসটিলাস্থিত ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকার ইউনুস মিয়া। তিনি ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্সের মাধ্যমে বাইক কিনেছিলেন। প্রতি মাসের ৭ তারিখ টাকা পরিশোধ করার কথা। সে সুবাদে ইউনুস মিয়া ব্যাঙ্কে চেক জমা করেছিলেন। দেখা যায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ চেক ক্লিয়ার করার নাম করে প্রত্যেক মাসে আড়াইশো টাকা কেটে নিচ্ছেন। ইউনুস মিয়া যে মাসে ব্যাঙ্কে টাকা পরিশোধ করতে পারছেনা নগদ নিয়ে এসে ৭ তারিখের পূর্বে টাকা দিতে গেলেও তার কাছ থেকে ৫০০ টাকা করে জরিমানা বাবদ প্রতিনিয়ত কেটে নিচ্ছে। সংবাদমাধ্যম-সহ ইউনুস মিয়া যখন অফিসটিলাস্থিত ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্স অফিসে প্রবেশ করেন তখন নড়েচড়ে বসেন আধিকারিকরা। তড়িঘড়ি ইউনুস মিয়ার অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা শুরু করেন।

## নির্বাচন ঘোষণা হতেই ময়দানে বিজেপি

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২২ অক্টোবর।।** রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকেই পুর ও নগর সংস্থার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পরই ময়দানে নেমে পড়েছে শাসক দল বিজেপি। শুক্রবার বিকেলে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি'র মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল থেকে স্লোগান তোলা হয় বিজেপি'র সব প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য। এদিনের মিছিলে হরিনা, জলেফা, দমদমা, বিকে পল্লী, লুধুয়া চা-বাগান, বৈষ্ণবপুর, রানিরবাজার, বটতলা-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে বিজেপি সমর্থকরা শামিল হন। তবে অনেকের মতে এদিনের মিছিলে শহর এলাকার লোকজন খুব কমই দেখা গেছে। অন্যদিকে, করোনা টিকাকরণে সরকারের সাফল্যকে স্বাগত জানিয়ে বিলোনিয়ায় বিজেপি'র উদ্যোগে মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, বিজন মজুমদার, অলক রায়, অনুপম চক্রবর্তী প্রমুখ।

# ছিনতাই হওয়া বাইক উদ্ধারে ব্যর্থ পুলিশ

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ অক্টোবর।।** বাইক ছিনতাইয়ের পনেরো দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও উদ্ধারে ব্যর্থ সোনামুড়া থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ধনপুর জগন্নাথ মন্দির এলাকার নিরীহ এক যুবকের বাড়ি থেকে দিন দুপুরে বাইক ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা। গত ৭ অক্টোবর ধনপুরস্থিত নিজ বাড়ি থেকে ইন্দ্রজিৎ ঘোষ- এর বাইকটি দুস্কৃতিকারীরা নিয়ে যায়। উল্লেখ্য, ইন্দ্রজিৎ ধনপুর নিজ বাড়িতে থাকেন না। সিপিআইএম সমর্থক ইন্দ্রজিৎ ঘোষ দুষ্কৃতিদের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকেন। ঘটনার দিন ইন্দ্রজিৎ বাড়ি এসেছে টের পেয়ে যায় দুস্কৃতিকারীরা। তখন ইন্দ্রজিতের বাড়িতে হামলা চালায়, ভাঙচুর করা হয় ঘরের আসবাবপত্রও। মারধর করা হয় ইন্দ্রজিতের বৃদ্ধ মা-বাবাকে। ইন্দ্রজিৎ দুষ্কৃতিকারীদের আঁচ পেয়ে পালিয়ে যায়। তার বাড়িতে থাকা টিআর০৭সি৭৬৪১ নম্বরের বাইকটি দুস্কৃতিকারীরা তুলে নিয়ে যায়। এদিকে ইন্দ্রজিৎ বুকে সাহস নিয়ে ঘটনার দিনই সোনামুড়া থানায় দুষ্কৃতিকারীদের নাম-ধাম দিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। দুষ্কৃতিকারীদের নাম-ধাম দিয়ে সোনামুড়া থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করলেও ১৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা তো দূরের কথা, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করারও প্রয়োজন মনে করেনি সোনামুড়া থানার পুলিশ। এদিকে ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে দুস্কৃতিকারীরা প্রতিনিয়ত খবর দিচ্ছে এক লক্ষ টাকা নিয়ে গেলে বাইকটি তারা দিয়ে দেবেন। এই কথা শুনে সোনামুড়া থানায় ইন্দ্রজিৎ ঘোষ তার বাইকের খবর জানতে চায় তখন পুলিশ নাকি ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে বলে ধনপুর গিয়ে যাতে দুষ্কৃতিকারীদের কাছ থেকে বাইকটি নিয়ে আসে। সোনামুড়া থানার পুলিশের এমন ভূমিকা দেখে ইন্দ্রজিৎ ঘোষ রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েন।


**PNIe T No-38/PROCURE/EE/RD/BSGD/SPJ/2021-22/3721 , Dated-21/10/2021**

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Bishramganj Division, Sepahijala District invites item wise separate e-tender **(both Technical and Financial bid)** for procurement of the following items from the eligible bidders in PWD form-9 Up to **30/10/2021 (3 PM)** as per following terms condition as well as DNIT.

1) Supply and installation of 20 KVA / 25 KVA / 35 KVA, 3-Phase Diesel Generator (Kirloskar or other similar reputed brand) for office of the SDM , Jampuijala,Sepahijala District.

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

Sd/- illegible
[Er. Kajal Dey]
Exeuctive Engineer
RD Bishramganj Division

**ICA-C-2488-21**

**আই.টি.আই., কমলপুরে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি**

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনস্থ দপ্তরের অধীনস্থ আই.টি.আই. কমলপুরে, বিভিন্ন পর্যায়ে ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ২০২০-২১ এবং ২০২১-২৩ইং শিক্ষাবর্ষের নিম্নে উল্লিখিত বিভিন্ন ট্রেডে এখনো কিছু আসন খালি আছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ নিতে ইচ্ছুক যোগ্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে ওয়াক-ইন পদ্ধতিতে ভর্তির জন্য পুনরায় নির্দিষ্ট নমুনায় দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে। "First Come First Serve" (আগে এলে আগে সুযোগ)-এর ভিত্তিতে এই পর্যায়ে আসন বন্টন করা হবে।

| গ্রুপ অনুযায়ী ট্রেডের নাম ও প্রশিক্ষণের সময়কাল | শূন্য আসনের সংখ্যা | | | |
|---|---|---|---|---|
| | অসংরক্ষিত (UR) | তপঃ উপজাতি (ST) | তপঃ জাতি (SC) | মোট আসন |
| Computer Operator & Programming Assistant -1yr. | 0 | 12 | 2 | 14 |
| Stenography & Secretarial Assistant (Eng)-1yr. | 0 | 10 (01 reserved for Ex Serviceman) | 5 | 15 |
| উপরোক্ত ট্রেডগুলির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ- মাধ্যমিক উত্তীর্ণ (প্রাপ্ত মোট নম্বরের শতাংশের ভিত্তিতে মেধাভিত্তিক নির্বাচন হবে) | | | | |
| Pump Operator cum Mechanic-1yr. | 9 (01 reserved for Ex Serviceman) | 13 | 5 | 27 |
| Surveyor - 2 yrs. | 1 (Reserved for Ex Serviceman) | 12 | 2 | 15 |
| উপরোক্ত ট্রেডগুলির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ- অঙ্ক ও ভৌতবিজ্ঞান/ বিজ্ঞান বিষয়-সহ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ (প্রাপ্ত মোট নম্বরের শতাংশের ভিত্তিতে মেধাভিত্তিক নির্বাচন হবে) | | | | |

১) ভর্তির নিয়মবলী শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে।
২) আবেদনপত্রের নমুনা আই.টি.আই. কমলপুরের নোটিশ বোর্ডে দেওয়া থাকবে।
৩) ইচ্ছুক প্রার্থীরা "First Come First Serve" (আগে এলে আগে সুযোগ)-এর ভিত্তিতে সমস্ত সার্টিফিকেটের original এবং self-attested xerox প্রতিলিপি (সরকার অনুমোদিত বোর্ডের Madhyamik Admit Card, Marksheet, Caste, AADHAAR, PRTC/Citizenship, Ration Card, PH, Ex-Serviceman, নিজস্ব Bank Passbook) এবং Caution money ১০০০/- (এক হাজার) টাকা নগদ, দুই কপি ছবি সহযোগে ভর্তি হতে পারবেন।
৪) এই পর্যায়ে ভর্তির সময়কাল ঃ- **২৫ অক্টোবর, ২০২১ইং** থেকে **৩০ অক্টোবর, ২০২১ইং; প্রতি কর্মদিবসের বিকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত।**
৫) ভর্তি চলাকালীন সময়ে প্রার্থীদের নির্দিষ্ট স্থানে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধ মেনে উপস্থিত থাকতে হবে।
৬) ড্রপ-আউট প্রশিক্ষণার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হয় না।
৭) মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

স্বাক্ষর ঃ ভাস্কর দেববর্মা, অধ্যক্ষ
আই.টি.আই. কমলপুর, ধলাই, ত্রিপুরা

**ICA/D-1107/21**

**Corrigendum**

The following changes are notified through this corrigendum in the E-Tender/RPF invited having tender reference no. **04/TBM/2021-22** and Tender **ID: 2021_IC_20900_1 "To manage/ run the upcoming Mechanized Bamboo Round Sticks Manufacturing units at Kumarghat Industrial Estate, Kumarghat, Unakoti District" which is** published in tripuratenders.gov.in:

| Sl. No. | Particulars | Before issue of this corrigendum | After issue of this corrigendum |
|---|---|---|---|
| 1. | Last date for submission of e-Bid | 21st October, 2021 upto 3.00 PM | 1st November, 2021 upto 3.00 PM |
| 2. | Date of opening of Bid | 22nd October, 2021 at 3.00 PM | 2nd November, 2021 at 3.00 PM (if possible) |

Other things will remain unaltered.

This corrigendum will form an integral part of the above-mentioned bid document.

Sd/- illegible
(T.K. Chakma, IAS)
Mission Director,
Tripura Bamboo Mission.

**ICA-C-2495-21**

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura invites e-tender against Press NIeT No 17/EE/PWD/KHW/2021-22 Date-08-10-2021

| Sl. No. | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION |
|---|---|---|---|---|
| 01. | DNIT No: 36/SE-II/PWD(R&B)/2021-22 | Rs. 59,77,751.00 | Rs. 59,778.00 | 08 (Eight) Months |

All details DNIT can be seen in the office of the undersigned during office hours from 16-10-2021 to 06-11-2021 upto 15.00 Hrs.
For more details kindly visit : https://tripuratenders.gov.in & pwdkhw@gmail.com
**Note:**
***NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER***

Sd/- illegible
Exeuctive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai, Tripura.

**ICA-C-2472-21**

**NOTICE INVITING TENDER**

Sealed tenders on plain paper are hereby invited by the undersigned on behalf of the Hon'ble Governor of Tripura from the bonafied, experienced, resourceful civil buildings/ contractors of Indian Nationality on plain paper having authorized license for the below mentioned works Tender paper/quotation will be received in the office of the Sub-Divisional Forest Officer, Sadar, West Tripura from **22nd October, 2021 to 6th November, 2021 in between 11:00 AM to 4:00 PM in all working** days from the bidders through Speed post/ Registered post/Registered courier service only. **Tender will be opened on the same day at 4:00 PM** if otherwise not engaged by the undersigned with urgent official works. If so, opening time & date will be intimated to the tenderer well in ahead. But hand dropping or submission will not be entertained. Tender reached to the office of the undersigned after 4:00 PM of 5th November, 2021 by any stipulated way will not be entertained at any circumstances. Tenderer or their authorized representative may also remain present during the time of opening the tender.

The undersigned reserved the right to cancel the tenders without assigning any reason in case of disputes arising out of the tender.

| SL No. | Name of work/Item | Location & Quantum of work | Specification of chain link wire mesh | Specification of RCC pillar | Ceiling cost | Earnest money (in RS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction of Chain link wire mesh fencing with RCC pillar (Spacing 2.5m x 2.5m) and C.C. work at base running including fitting & fixing work in complete shape | Kamalghat under Mohanpur Forest Range (250m) | Size 100mm x 100mm Height 1.20m SWG 8mm | 2.50m x 0.125m x 0.125m with TMT bar of 8 mm & 6 mm dia. | RS 3,23,360.00 (Rupees three lakhs twenty-three thousand three hundred and thirty only) | 10,000.00 |

(S. Debbarma, TFS)
Sub-Divisional Forest Officer,
Sadar Forest Sub-Division.

**ICA-C-2478-21**

## জানা অজানা

# ট্রোজান গ্রহাণুর উদ্দেশ্যে ছুটছে লুসি

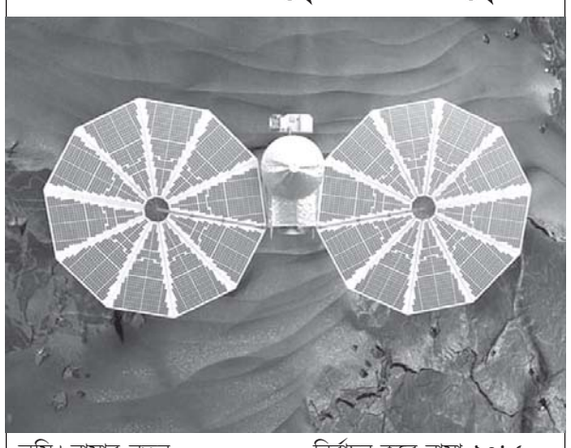

লুসি। নাসার নতুন মহাকাশযান। গত ১৬ অক্টোবর উড়ে গিয়েছে পৃথিবী ছেড়ে। লক্ষ্য তার আটটি গ্রহাণু। এর একটির অবস্থান সৌরজগতের অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট বা গ্রহাণু বেষ্টনীতে। বাকি সাতটি হলো বৃহস্পতির ট্রোজান। ১২ বছর ধরে চলবে এই অভিযান।

গ্রহাণু বেষ্টনীর অবস্থান মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝে। অসংখ্য গ্রহাণু ও অনিয়ত আকৃতির আরও লাখো বস্তু আছে এই অঞ্চলে। আছে বামন গ্রহসহ আরও নানা কিছু। ১১ থেকে ১৯ লাখের মতো ১ কিলোমিটারের চেয়ে বড় ব্যাসবিশিষ্ট গ্রহাণু আছে এখানে। ছোট ছোট বস্তু আছে অসংখ্য। সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে এরা সবাই ঘুরছে। তবে লুসি এ অঞ্চলের একটি মাত্র গ্রহাণুর পাশ দিয়ে উড়ে যাবে। ৫২২৪৬ ডোনাল্ড জোহানসন। মার্কিন জীবাশ্মবিদ ডোনাল্ড জোহানসনের নামে এর নাম। এই নামকরণের কারণটা বেশ মজার। তবে সে কথায় পরে আসছি।

লুসির পরবর্তী গন্তব্য বৃহস্পতির সাতটি ট্রোজান গ্রহাণু। "ট্রোজান" শব্দটি কি পরিচিত মনে হচ্ছে? স্বাভাবিক। ট্রয়ের যুদ্ধের আসল নাম ট্রোজান যুদ্ধ। গ্রিকরা ট্রোজান হর্স ব্যবহার করেছিল সে যুদ্ধে। চালাকি করে একটি কাঠের ঘোড়ায় ঢুকে বসেছিল গ্রিক যোদ্ধারা। ট্রয়ের যোদ্ধারা যখন সেই কাঠের ঘোড়া নিয়ে এল শহরের ভেতর, বেরিয়ে এল গ্রিক যোদ্ধারা। সে আরেক গল্প। আস্ত মহাকাব্য রচিত হয়েছে এ নিয়ে।

প্রসঙ্গে ফিরি। বৃহস্পতির কক্ষপথ ধরেই এ অঞ্চলের গ্রহাণুগুলো ঘোরে সূর্যকে কেন্দ্র করে। ৯ হাজার ৮শর বেশি গ্রহাণু আছে এখানে। তবে লুসি উড়ে যাবে কেবল সাতটির পাশ দিয়ে। উদ্দেশ্য, সৌরজগতে গ্রহ গঠনের ফসিল বা জীবাশ্মের তথ্য সংগ্রহ। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ট্রোজান গ্রহাণুগুলো মূলত সৌরজগতের প্রথম দিকে গ্রহ গঠনের সময়, গ্রহ গঠিত হওয়ার পর বাড়তি থেকে যাওয়া পদার্থ দিয়ে গঠিত। মানে, সে সময়ের চিহ্ন আছে ওতে, যেমনটা থাকে জীবাশ্মে। তার মানে, এসব গ্রহাণু নিয়ে গবেষণা করে আরও সঠিকভাবে জানা সম্ভব, কীভাবে কী হয়েছিল সে সময়। এতদিন এ অঞ্চলে আর কোনো মহাকাশযান পাঠানো হয়নি। লুসিই প্রথম যাচ্ছে।

লুসি নামকরণও সে কারণেই। হোমিনিন প্রজাতির এক নারীর কয়েকশ হাড়গোড় পাওয়া যায় আফ্রিকার ইথিওপিয়ায়, ১৯৭৪ সালে। এই জীবাশ্ম জীববিজ্ঞানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এর আবিষ্কারক জীবাশ্মবিদ ডোনাল্ড জোহানসন। সে কারণে এ মহাকাশযানটির নাম রাখা হয়েছে লুসি। মনে আছে তো, আগেই বলেছি, গ্রহাণু বেষ্টনীর ৫২২৪৬ ডোনাল্ড জোহানসন গ্রহাণুর পাশ দিয়ে এটি উড়ে যাবে। একেকটি মহাকাশ অভিযানের পেছনে থাকে দীর্ঘ প্রস্তুতি। লুসি মহাকাশযানের ধারণা নির্বাচন করে নাসা ২০১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। ২০১৭ সালে এটিকে ১৩ তম "ডিসকভারি ক্লাস মিশন" বা নতুন আবিষ্কার অভিযান হিসেবে নির্বাচন করা হয়। সেই শুরু। চারটি পর্বে, অনেকগুলো ধাপে ধীরে ধীরে তৈরি করা হয়েছে মহাকাশযানটিকে। তারপর, গত ১৬ অক্টোবর কেপ ক্যানাভেরাল থেকে এটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে। প্রায় ছেচল্লিশ ফিট দীর্ঘ এ মহাকাশযানের প্রায় ২৪ ফিট জুড়েই শুধু এর সৌরকোষ। বারো বছরের এ অভিযানে লুসিকে শক্তি যোগানোর মূল কাজ করবে এটি। আর, প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য রয়েছে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্র। কোনোটি

> লুসি। নাসার নতুন মহাকাশযান। গত ১৬ অক্টোবর উড়ে গিয়েছে পৃথিবী ছেড়ে। লক্ষ্য তার আটটি গ্রহাণু। এর একটির অবস্থান সৌরজগতের অ্যাস্টেরয়েড বেল্ট বা গ্রহাণু বেষ্টনীতে। বাকি সাতটি হলো বৃহস্পতির ট্রোজান।

গ্রহাণু পৃষ্ঠের বিভিন্ন পদার্থ, বরফ, সিলিকেট ইত্যাদির শোষণ বর্ণালী খুঁজে বেড়াবে, তো কোনোটি তৈরি করবে বিস্তারিত মানচিত্র। কোনোটি মাপবে তাদের তাপীয় জড়তা ইত্যাদি। শোষণ বর্ণালীকে বলা যায় মৌলের হাতের ছাপ। এমন অন্যন্য চিহ্ন, যা দেখে ঠিক ঠিক শনাক্ত করা যায় মৌলের নাম-পরিচয়। তাপীয় জড়তা, একটি গ্রহাণু কী হারে তাপ ধরে রাখছে ও কী হারে বিকিরণ করছে ইত্যাদি তথ্য থেকে জানা যাবে, গ্রহটির আভ্যন্তরীণ গঠন কেমন।

২০২৪ সাল পর্যন্ত লুসি পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরবে। তারপর পৃথিবীর মহাকর্ষকে কাজে লাগিয়ে ছুট দেবে গ্রহাণুদের উদ্দেশ্যে, আনুমানিক ২০২৪ সালের ১২ ডিসেম্বর। ২০২৫ সালের ২০ এপ্রিল এটি পৌঁছাবে ৫২২৪৬ ডোনাল্ড জোহানসনের কাছে। সেখান থেকে প্রথম ট্রোজান গ্রহাণু ৩৫৪৮ ইউরিবেটস-এ পৌঁছাবে আনুমানিক ২০২৭ সালের ১২ আগস্ট। এ অভিযানের সব কাজ শেষ হবে আনুমানিক ২০৩৩ সালের মার্চে।

এরপরের সময়টা বোনাস। যতদিন লুসি সক্রিয় থাকবে, ঘুরে বেড়াবে বিভিন্ন গ্রহাণুর পাশে পাশে, সংগ্রহ করবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য। তারপর জীবন ফুরিয়ে গেলে হারিয়ে যাবে অগণিত গ্রহাণুর ভীড়ে, মহাকাশের বিশালতায়।

সূত্র: নাসা, লুসি ডট এসডব্লিউআরআই ডট এডু, স্পেস ডট কম, উইকিপিডিয়া

# আম্বানি ও আরএসএস নেতার ফাইল পাস করাতে ৩০০ কোটির প্রস্তাব!

**মুম্বই, ২২ অক্টোবর।।** ফের বিস্ফোরক মেঘালয়ের রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক। আগেও কৃষক বিক্ষোভ নিয়ে উল্টো সুরে কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। সেই সঙ্গে বিজেপিকে তোপও দেগেছিলেন তিনি। আবারও কৃষি আইনের বিরুদ্ধে চলতে থাকা বিক্ষোভকে সরাসরি সমর্থন জানালেন তিনি। সেই সঙ্গে দাবি করলেন, কাশ্মীরের রাজ্যপাল থাকাকালীন আম্বানি ও এক আরএসএস নেতার দুর্নীতির ফাইল পাস করিয়ে দেওয়ার জন্য ৩০০ কোটি টাকা ঘুস দিতে চাওয়া হয়েছিল তাঁকে! ঠিক কী জানিয়েছেন সত্যপাল? তাঁর কথায়, "আমি কাশ্মীরে যাওয়ার পরে দু'টি ফাইল আমার সামনে আসে। একটিতে আম্বানি ও অন্যটিতে সঙ্ঘের এক বড় অফিসার যুক্ত ছিল। একজন মেহবুবার মন্ত্রিসভার সদস্য। অন্যজন প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আমি জানতে পেরেছিলাম ওই দুই ফাইলেই বড়সড় দুর্নীতি রয়েছে। আমাকে বলা হয়েছিল প্রতিটি ফাইলের ক্লিয়ারেন্সের জন্য আমায় দেড়শো কোটি টাকা করে দেওয়া হবে। আমি দুটোই বাতিল করে দিয়েছিলাম। আমার সেক্রেটারি আমাকে ওই অফারের কথা জানিয়েছিল। আমি ওকে বলেছিলাম, আমি পাঁচটা কুর্তা-পাজামা নিয়ে এসেছিলাম। কেবল ওইটুকু নিয়েই চলে যেতে পারি।" রাজস্থানের ঝুনঝুনুতে এক জনসভায় এমনই বিস্ফোরক দাবি জানিয়েছেন সত্যপাল। সেই বক্তৃতার ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। নিজের সাদামাটা জীবনযাপনের কথা জানিয়ে সত্যপালের সটান বক্তব্য, তিনি গরিব। সেটাই তাঁর শক্তি। আর সেই কারণেই তিনি দেশের যেকোনও শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গেই লড়াই করতে পারবেন। সেই সঙ্গে তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রশংসাও। সত্যপালের দাবি, মোদি তাঁর সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে জানিয়েছিলেন, দুর্নীতিকে মেনে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। ফাইল দু'টি ঠিক কী, তা সত্যপাল উল্লেখ না করলেও মনে করা হচ্ছে, তিনি সম্ভবত সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের স্বাস্থ্যবিমা সংক্রান্ত ফাইলটির উল্লেখ করছেন যেটি অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের সাধারণ বিমারই একটি অংশ ছিল। ২০১৮ সালের অক্টোবরে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল থাকাকালীন রিলায়েন্সের সাধারণ বিমা সংক্রান্ত একটি চুক্তি বাতিল করে দিয়েছিলেন। মনে করা হচ্ছে, এবারও সেই ফাইলটির প্রসঙ্গই তুলেছেন তিনি। সেই সঙ্গে কৃষক বিক্ষোভ নিয়েও তিনি মুখ খুলেছেন। দাবি করেছেন, যদি কৃষক বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে, তাহলে তিনি নিজের পদ থেকে সরে গিয়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত। বর্ষীয়ান সত্যপালের দাবি, "আমি কোনও অন্যায় করিনি। আর তাই আমি এটা করতে পারি, কারও তোয়াক্কা না করে।"

## গ্রেফতার ইকবাল হোসেন, স্বীকার করলেন মণ্ডপে কোরান রাখার কথা

**মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ২২ অক্টোবর।।** বাংলাদেশের কুমিল্লায় পুজো মণ্ডপে কোরান রাখার ঘটনায় আলোচিত যুবক ইকবাল হোসেনকে কক্সবাজার থেকে গ্রেফতারের কথা জানিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাত ১০টার পর তাকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছেন কক্সবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'ইকবাল নামে ওই যুবককে আমরা সৈকত এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছি। সৈকতের সুগন্ধা পয়েন্টে ঘোরাঘুরির সময় তাকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কুমিল্লার নানুয়াদিঘির পাড়ের পুজোমণ্ডপে পবিত্র কোরান রাখার কথা স্বীকার করেছেন ইকবাল হোসেন। শুক্রবার বিকালে কুমিল্লা পুলিশ লাইন্সে জিজ্ঞাসাবাদের সময় এ কথা স্বীকার করেন বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর এক আধিকারিক। তিনি বলেন, 'মণ্ডপে কোরান রাখার পর হনুমানের মূর্তি থেকে গদা সরিয়ে নেওয়ার কথাও পুলিশকে জানিয়েছেন ইকবাল। তবে কার নির্দেশে এই কাজ করেছেন, তা এখনও জানাননি। পুলিশের ওই আধিকারিক আরও জানান, গ্রেফতারের পর থেকেই ইকবাল অসংলগ্ন আচরণ করছেন। জানা গেছে, কক্সবাজার থেকে গ্রেফতার করে কুমিল্লা পুলিশ লাইনসে নেওয়ার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক ইউনিট। এর আগে, শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে ইকবালকে বহন করা পুলিশের গাড়ি কুমিল্লা পুলিশ লাইনসে পৌঁছায়। ভোর সাড়ে ৬টার দিকে কক্সবাজারের পুলিশ সুপার কার্যালয় থেকে তাকে নিয়ে আসা হয় কুমিল্লায়। এরপর সাড়ে ১২টায় তাকে পুলিশ লাইনসে হেলমেট ও বুলেট প্রুফ জ্যাকেট পরা অবস্থায় সাংবাদিকদের সামনে উপস্থিত করা হয়। কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) এম তানভীর হোসেন বলেন, 'কালো গ্লাসের একটি গাড়িতে করে কঠোর নিরাপত্তায় ইকবালকে কুমিল্লায় আনা হয়। ঘটনার রহস্য উদ্‌ঘাটনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে তাকে।'

## অমরেন্দ্র'র বিরুদ্ধে আইএসআই-এর সংশ্রবের অভিযোগ

**চণ্ডিগড়, ২২ অক্টোবর।।** নভজোৎ সিংহ সিধুর বিরুদ্ধে 'পাক যোগ' নিয়ে একাধিক বার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এ বার সেই অমরেন্দ্র সিংহের বিরুদ্ধেই পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সংশ্রবের অভিযোগ তুলল কংগ্রেস। পাঞ্জাবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুখজেন্দ্র সিংহ রণধাওয়া শুক্রবার জানিয়েছেন, অমরেন্দ্র ঘনিষ্ঠ পাকিস্তানি সাংবাদিক আরুশা আলমের সঙ্গে আইএসআই-এর যোগাযোগ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারি পর্যায়ে তদন্ত করা হবে। রণধাওয়া বলেন, "অমরেন্দ্র সিংহ নিজেই বলেছেন, পাঞ্জাবের নিরাপত্তার পক্ষে আইএসআই বিপদ। তাই আমরা আরুশার সঙ্গে আইএসআই-এর যোগাযোগ আছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত করব।" গত সাড়ে চার বছর পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন অমরেন্দ্র একাধিক বার সীমান্ত পেরিয়ে পাক

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## স্ট্যানফোর্ডের বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীর তালিকায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ গবেষক

**কলকাতা, ২২ অক্টোবর।।** আবারও সেরার শিরোপা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বসেরা বিজ্ঞানীদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯ জন গবেষক স্থান পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, তালিকায় সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সব থেকে বেশি সংখ্যক বিজ্ঞানী এখানকারই। বিজ্ঞানীদের গবেষণা সংক্রান্ত প্রকাশনার ওপর ভিত্তি করেই এই তালিকা তৈরি করে স্ট্যানফোর্ড। সারা বিশ্বের মাত্র দুই শতাংশ বিজ্ঞানীরই নাম ওঠে তালিকায়। এদেশে যাদবপুর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## উত্তরাখণ্ডে মৃত্যু বেড়ে ৬৪, আট ট্রেকারও মৃত, নিখোঁজ এখনও ২

**দেরাদুন, ২২ অক্টোবর।।** লাগাতার বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। একাধিক জায়গায় ধস নেমে প্রাণহানি। ভেঙে পড়েছে বাড়িঘর। সবথেকে খারাপ অবস্থা কুমায়ুন অঞ্চলে। মারা গিয়েছেন অন্তত ৬৪ জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এ রাজ্যের অন্তত ৮ জন ট্রেকার। এখনও দু'জন নিখোঁজ। ৭,০০০ কোটি টাকার সম্পত্তি-হানি হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে ট্রেকিং করতে গিয়েছিল বেশ কয়েকটি দল। গত একদিনে রাজ্যের উচ্চ অংশে বিচ্ছিন্ন এলাকায় তুষারধসে মারা গিয়েছেন অন্তত ১৩ জন। তাঁদের মধ্যে ৯ জন ট্রেকার রয়েছেন। এর মধ্যে বাগেশ্বর জেলার সুন্দরধুঙ্গা হিমবাহের কাছে আটকে পড়েছিল ট্রেকারদের একটি দল। সেই দলেও কয়েক জন ট্রেকারের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে, কয়েক দিন আগেই উত্তরাখণ্ডের তিনদারি অঞ্চলের কানাপাটা পাস হয়ে ট্রেকিংয়ে গিয়েছিলেন পাঁচ বাঙালি। ২০ অক্টোবর তাদের নীচে নেমে আসার কথা ছিল। কিন্তু ১৭ অক্টোবর থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হওয়ার পরই তিনদারি পাসে আটকে পড়েন তাঁরা। বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হয় ধস এবং তুষারপাত। তাতেই মৃত্যু হয় পাঁচ জনের। মৃতদের নাম বাগনানের চন্দ্রশেখর দাস, সরিৎ শেখর দাস এবং সাগর দে, রানাঘাটের প্রীতম রায় এবং ঠাকুরপুকুরের সাগর দে। বাঙালি ট্রেকারদের আরও একটি দল লামখাদা পাসে ট্রেক করতে গিয়েছিলেন। মালবাহক মিলিয়ে দলটিতে ছিলেন ১৭ জন। মঙ্গলবার ছ' জন মালবাহক আইটিবিপি-র ক্যাম্পে এসে জানান, তাঁদের দলের ১১ জন নিখোঁজ। খোঁজ শুরু করে আইটিবিপি। বুধবার তিন জনের দেহ উদ্ধার হয়। এদিন আরও দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার সৌরভ ঘোষ, বিকাশ মৈকাল এবং কালীঘাটের বাসিন্দা শিবায়ন দাস, অনিতা রাউত এবং তন্ময় তিওয়ারি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মিঠুন দারি নামে এক যুবককে উদ্ধার করেছে বাহিনী। হাসপাতালে ভর্তি তিনি। নিখোঁজ এখনও দু'জন।

কুল্লু দশেরার পর প্রভু রঘুনাথ উনার নিজের ধামে ফিরে যাচ্ছেন। প্রভু রঘুনাথ রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে শ'য়ে শ'য়ে দর্শনার্থীদের ভিড়।

# কন্যাভ্রূণ হত্যায় এগিয়ে মোদির গুজরাট বিয়ের জন্য পাত্রী পাবেন না পুরুষরা!

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর।।** নিজের সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে গলা টিপে হত্যা করেছেন মা। বুধবার পশ্চিমবঙ্গের একবালপুর নার্সিংহোমের ঘটনায় শিউরে উঠেছেন অনেকেই। তবে এমন ঘটনা আকছার গুজরাট, রাজস্থানে। কন্যাভ্রূণ হত্যায় দেশের প্রথম পাঁচ রাজ্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ। নেপথ্যে মান্ধাতার আমলের সংস্কার। কন্যাসন্তান চাই না, পুত্রসন্তান চাই। সমাজবিদরা বলছেন, এ প্রবণতা মারাত্মক। যে পথে দেশ এগোচ্ছে তাতে কয়েক বছর বাদে পাত্রী পাবেন না অনেক রাজ্যের পুরুষই। জঠরে অথবা হাসপাতালের বেডেই কন্যাসন্তানকে টুঁটি টিপে ধরে আদতে নারী-পুরুষের ভারসাম্যকে নষ্ট করে দিচ্ছেন তাঁরা। দেশের একাধিক রাজ্যে পুরুষদের থেকে মহিলার সংখ্যা ক্রমশ কমছে। হরিয়ানায় এক হাজার ছেলে পিছু মেয়ের সংখ্যা মাত্র ৮৭১। রাজস্থানে এক হাজার ছেলে পিছু মেয়ের সংখ্যা ৯৪৮। গুজরাটে এই অনুপাত আরও খারাপ। রাষ্ট্রসংঘের হিসেব বলছে, দেশে প্রতি বছর সাড়ে চার কোটি মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। যার মূল কারণ কন্যাদের প্রতি বৈরিতাপূর্ণ মনোভাব। এখনও একাধিক পরিবারে পুত্রসন্তানের প্রতি মা-বাবার অতিরিক্ত টান দেখা যায়। ফলে ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে অথবা পরে কন্যাসন্তানকে খুন করে দেয় পরিবার। যেমনটা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের একবালপুরে। নিজের সদ্যোজাতকে গলা টিপে খুন করে বছর একুশের লাভলি জানায়, শ্বশুরবাড়ি থেকে পুত্রসন্তানের চাপ ছিল। খুব বেশিদিন নয়, ২০১২ সালেও কন্যা হত্যায় সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারত ছিল এক নম্বরে। সে অবস্থা যে বদলায়নি তারই প্রমাণ বুধবারের ঘটনা। সমাজবিদ রত্নাবলী রায় জানিয়েছেন, প্রথমে একটি মেয়ে হয়েছে। তাতে খুশি নয় দম্পতি। অগুনতি পরিবারে আকছার এমনটা দেখা যায়। পুত্রসন্তানের আশায় ফের তারা সন্তানের জন্ম দেয়। দ্বিতীয় সন্তান মেয়ে হলে তাকে নিকেশ করে দেওয়া হয়। কতজন এমন মেয়ে খুন হচ্ছে? দেশজুড়ে তার একটি সমীক্ষা হয়েছে। দেখা গিয়েছে, পাঞ্জাবে প্রতি হাজারে সাড়ে তিনশো এমন কন্যাসন্তান উধাও হয়ে যায়। হরিয়ানায় তা ২৮০, গুজরাটে সাড়ে চারশো। মনোবিদ তথা সমাজকর্মী রত্নাবলী রায়ের বক্তব্য, পুত্রসন্তান বংশ রক্ষা করবে এমন ভ্রান্ত ধারণা সমাজের গভীরে ঢুকে গিয়েছে। একদিকে লাভলিনা, মীরাবাঈয়ের মতো মহিলা খেলোয়াড়রা অলিম্পিকে দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন, অন্যদিকে সমান্তরালভাবে চলে আসছে কন্যাভ্রূণ হত্যার ট্র্যাডিশন। এর জন্য দায়ী সমাজব্যবস্থা। ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতিতে নারীরা এখনও বৈষম্যের শিকার। হরিয়ানা, পাঞ্জাবে তো এটা গণহত্যার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। নতুন সমীক্ষা আরও ভয়াবহ। যেখানে দেখা যাচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে ৬৮ লক্ষ কন্যাসন্তানকে জন্মের পূর্বেই মুছে দেওয়া হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে কন্যাভ্রূণ হত্যায় দেশে প্রথম স্থান দখল করবে উত্তরপ্রদেশ।

# সরকারি কর্মীরা ডিএ বাবদ কত টাকা পাবেন?

> এবার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা ৩১ শতাংশ হারে যথাক্রমে ডিএ এবং ডিআর পাবেন।

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর।।** দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা চলছিল। অবশেষে মিলেছে সুখবর। দীপাবলির আগেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আবারও ডিয়ারনেস অ্যালোয়েন্স (ডিএ) বা মহার্ঘ ভাতা বাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে ডিয়ারনেস রিলিফও (ডিআর)। তার ফলে এবার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা ৩১ শতাংশ হারে যথাক্রমে ডিএ এবং ডিআর পাবেন। কত হবে ডিএ এবং কত বাড়বে? (7th Pay Commission DA Calculator) ধরা যাক, কোনও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর মাসিক বেসিক পে হল ২০,০০০ টাকা। এতদিন ২৮ শতাংশ ডিএ পাওয়ায় মাসে মহার্ঘ ভাতা বাবদ ৫,৬০০ টাকা পেতেন। এবার তিন শতাংশ বৃদ্ধির ফলে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ৩১ শতাংশ হারে ডিএ পাবেন। তার ফলে প্রতি মাসে ডিএ বাবদ তাঁরা পাবেন ৬,২০০ টাকা। অর্থাৎ কেন্দ্রের দীপাবলি 'উপহারের' ফলে যে কর্মীদের মাসিক বেসিক পে ২০,০০০ টাকা, তাঁরা ডিএ বাবদ ৬০০ টাকা বেশি পাবেন। (বিশেষ দ্রষ্টব্য : হিসাবের সুবিধার জন্য ২০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে)। উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মাসকয়েক আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বাড়ানো হয়েছিল। সেইসঙ্গে (ডিআর) বাড়ানো হয়েছিল অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদেরও ডিয়ারনেস রিলিফ। চলতি বছরের জুলাই থেকে তাঁরা ২৮ শতাংশ ডিএ বা ডিআর পাচ্ছিলেন। যা আগে ১৭ শতাংশ ছিল। বিভিন্ন সংগঠনের দাবি, মূল্যবৃদ্ধির সূচকের ভিত্তিতে গত বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত তিন শতাংশ, জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চার শতাংশ এবং চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত চার শতাংশ ডিএ বকেয়া ছিল। সবমিলিয়ে ১১ শতাংশ বাড়ানো ডিএ এবং ডিআর বাড়ানো হয়েছিল। সেই সময় 'এরিয়ার' বা বকেয়া না দেওয়া হলেও বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ আরও তিন শতাংশ বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে।

# সোনায় বিনিয়োগের মহা-সুযোগ সোমবার থেকে

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর।।** দীপাবলি ও ধনতেরসের আগে সপ্তম দফার সভেরেন গোল্ড বন্ড বা স্বর্ণ ঋণপত্র বিক্রি শুরু হচ্ছে ২৫ অক্টোবর, সোমবার থেকে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, এই দফায় বন্ড পাওয়া যাবে ২৫ থেকে ২৯ অক্টোবর। চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ২০২২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট চার দফায় সভেরেন গোল্ড বন্ড বিক্রি হবে। প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবর্ষে এর আগে আরও ছ'দফায় বন্ড বিক্রি করেছে কেন্দ্র। ভারতে ইতিমধ্যেই সোনা কেনার এই পদ্ধতি সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কারণ, ধাতব সোনায় যা যা সুবিধা পাওয়া যায়, তার সবই মেলে কাগুজে সোনায়। কিছু ক্ষেত্রে নিশ্চিত রিটার্নের মতো বাড়তি সুবিধাও মেলে। তার পাশাপাশি মেলে সুরক্ষা। যারা সোনা কিনতে চান অথচ ভাবেন গয়না কিনলে ৯ মাসে- ৬ মাসে এক বার পরা ছাড়া বারই করা হবে না, উল্টে নিরাপদে রাখার সমস্যা, তাঁদের জন্যই এই কাগুজে সোনা। এই বন্ড বা ঋণপত্র কেনার মাধ্যমে ঘরে আসবে কাগুজে সোনা। ধরা যাক লগ্নির জন্য ২০ গ্রাম সোনা কিনতে চান কেউ। এ ক্ষেত্রে ওই ওজনের দাম দিয়েই বন্ড কেনা যাবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্প শুধু ভারতীয় নাগরিক ও সংস্থার জন্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রথমবার ক্ষমতায় এসেই এই বন্ড চালুর সিদ্ধান্ত নেন। ২০১৫ সালের বাজেট বক্তৃতায় সভেরেন গোল্ড বন্ড বাজারে আনার কথা জানিয়েছিলেন তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রয়াত অরুণ জেটলি। সেই বছরের নভেম্বরে চালু হয় বন্ড। সরকারি এই প্রকল্পে সবচেয়ে কম ১ গ্রাম সোনা কিনতে হয়। বছরে ২.৫০ শতাংশ হারে নিশ্চিত সুদ পাওয়া যায়। বন্ড হয় আট বছরের জন্য। তবে পাঁচ বছর পরে গ্রাহকরা প্রয়োজন হলে তা বিক্রি করে টাকা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## লাইফ স্টাইল

# ঘরে তৈরি স্টিকি হাক্কা নুডলস হবে রেস্তোরাঁর মতো!

### টিপস এন্ড ট্রিকস

যাঁরা চাইনিজ খাবারের ভক্ত, তাঁরা সকলেই বেশ পছন্দ করেন হাক্কা নুডলস। সবজি, চিকেন ও ডিম দিয়ে তৈরি করা নুডলস খেতে যতটা ভালো, একদম সঠিকভাবে বানানো ততটাই কঠিন। নুডলস বেশি বা কম সেদ্ধ হলে, সবজি ঠিক মতো ভাজা না হলে অথবা সস বেশি বা কম হয়ে গেলে পুরো স্বাদটাই নষ্ট হয়ে যায়। তাই অনেকেই বাড়িতে হাক্কা নুডলস তৈরি করতে ভয় পান এবং রেস্তোরাঁ থেকে অর্ডার করতেই বেশি পছন্দ করেন। দেখে নিন বাড়িতেই কীভাবে বানাবেন পারফেক্ট হাক্কা নুডলস।

**সঠিক পাত্র নির্বাচন ঃ** রেস্তোঁরার মতো হাক্কা নুডলস বানানোর জন্য চাই সঠিক পাত্র। রেস্তোরাঁয় বেশি আঁচে তৈরি করা হয় হাক্কা নুডলস। আর সেই আঁচ সহ্য করার জন্য প্রয়োজন কার্বন-স্টিল বা লোহার কড়াই বা ফ্রাইং প্যান। এর ফলে নুডলস একে-অপরের সঙ্গে চিপকে যাবে না।

**সঠিক তেল ঃ** হাক্কা নুডলস বানানোর জন্য সূর্যমুখী, চিনে বাদাম বা এমন তেলের ব্যবহার করা উচিত যা বেশি গরম সহ্য করতে পারে। সঙ্গে এই ধরনের তেল ব্যবহার করলে নুডলস টস করতেও সুবিধে হয়।

**সবজি নির্বাচন ঃ** সাধারণত হাক্কা নুডলসে বাঁধাকপি, গাজর, ব্রোকলি, শিমলা মির্চ, বিনস-র মতো সবজি ব্যবহার করা হয়। সবজি গরম জলে ভিজিয়ে তুলে নিন জলদি। এবং যে সবজি সেদ্ধ হতে বেশি সময় নেয় তা আগে দিন। এতে সবজি সেদ্ধ হবে কিন্তু বেশি সেদ্ধ হয়ে সবজির সাথে মিশে যাবে না।

# এক নজরে

## চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল ট্রেডসম্যান (আসাম রাইফেলস),**
শূন্যপদ ঃ ১২৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর,
শিলচরে নিয়োগ র‍্যালী ১ ডিসেম্বর।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, এটেন্ড্যান্ট, ক্লার্ক ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে),**
শূন্যপদ ঃ ৩২৬১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **পি.ও. (স্টেট ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২০৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কললেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ইন্ডিয়ান অয়েল),**
শূন্যপদ ঃ ৪৬৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **নার্স, ক্লীনার, ওয়ার্কার (জাপান),**
শূন্যপদ ঃ ৭৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
ই-মেইলে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৬-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ফুড সেফটি অফিসার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ পুনরায় ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (আর্মি),**
শূন্যপদ ঃ ১৮৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৭ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর,
লিখিত পরীক্ষা/ ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এম.ও (স্বাস্থ্য মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৫৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এমবিবিএস, বিডিএস পাশ,
বয়স ঃ ২১-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর,
ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৭৮৫৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০ - ২৮ বছর (এসসি, এসটি, ওবিসি, ডিভোর্সি, বিধবা-সংরক্ষিতদের ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলা।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ার (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৮৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২১-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৭০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি নিয়োগের জন্য কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এয়ারপোর্ট),**
শূন্যপদ ঃ ৬৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি নিয়োগের জন্য কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (ওএনজিসি),**
শূন্যপদ ঃ ৩০৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ নভেম্বর,
গেইট পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে নিয়োগের জন্য কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কুক/শেফ, স্টুয়ার্ড, টোপাস/হাইজিনিস্ট (ইন্ডিয়ান নেভি)**
শূন্যপদ ঃ ৩০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৬ বছর ৭ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার স্থান ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০০০--০--০--০

## ব্যাঙ্কে সারা দেশে প্রায় ৮ হাজার ক্লার্ক

# ত্রিপুরায়ও নিয়োগ, আগরতলায় পরীক্ষা

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ত্রিপুরা সহ সারা দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ক্লার্ক পদে চাকরির সুযোগ এসেছে। ব্যাঙ্কে চাকরী পেতে হলে দুটো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রথমটি প্রিলিমিনারি, পরেরটি মেন পরীক্ষা। শুরু হলো আইবিপিএসের কমন পরীক্ষায় ক্লার্ক পদে নিয়োগের দরখাস্ত গ্রহণের কাজ। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে ৭টি ব্যাঙ্কের ৭৮৫৫টি শূন্যপদের সংখ্যা জানানো হয়েছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোর শূন্যপদ নিরূপনের কাজ চলছে। সব ক'টি ব্যাঙ্কের শূন্যপদের সংখ্যা হিসেব করলে তা ১০ হাজার ছাপিয়ে যাবে বলে তথ্যবিদ্‌দের ধারণা। এককথায়, ক্লার্ক পদে কয়েক হাজার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করছে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ১ আগস্টের মধ্যে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, বয়স, নিয়মকানুন, নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি এঁদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। বস্তুত এই পরীক্ষায় সফল হলে ১ বছরের জন্য বৈধ স্কোরকার্ড দেওয়া হবে, অপরদিকে সদস্য ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের নিজ-নিজ প্রয়োজনমতো বিভিন্ন শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন সময়ে-সময়ে। সেই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদির শর্ত মিললে আবেদন করা যাবে এই স্কোরকার্ডের ভিত্তিতে। ব্যাঙ্ক তখন তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকার, গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদির জন্য ডাকবেন আবেদনকারীদের স্কোরকার্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। আরও ভালো স্কোরকার্ড করার জন্য আবার আইবিপিএসের পরীক্ষা দিতে পারেন। স্কোরকার্ড যখন ইস্যু করা হবে তখন থেকে ১ বছর তার মেয়াদ থাকবে। এই পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্যতা দরকার ২৭-১০-২০২১ তারিখের মধ্যে যে-কোনও শাখার সাধারন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্থাৎ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই এবং ০১-০৭-২০২১ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স। এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের এবং বিধবা, ডিভোর্সি, বিবাহ বিচ্ছিন্নরা ৯ বছরের ছাড় পেয়ে যাবেন। ডিসেম্বরে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেওয়া হবে অনলাইনে। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও স্থির করা হয়নি। কার, কবে পরীক্ষা- জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারে। কল লেটার পেয়ে যাবেন পরীক্ষার সাত দিন আগে অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে। কল লেটারের সংকেত পাবেন এসএমএস-এ। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা বা তার সন্নিকটে কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২৭ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৭ অক্টোবর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## অনলাইনে দরখাস্ত পাঠিয়ে

# মাধ্যমিক পাশদের ইন্ডিয়ান নেভিতে চাকরি

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** উচ্চশিক্ষিত নয়, এমন বেকারদের জন্য ইন্ডিয়ান নেভিতে চাকরির সুযোগ রয়েছে। যোগ্যতা কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। এই মুহূর্তে ৩০০ জন কুক/শেফ, স্টুয়ার্ড ও টোপাস/ হাইজিনিস্ট নিয়োগ করা হবে ভারতীয় নৌবাহিনীতে। এগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরি। এককথায়, ইন্ডিয়ান নেভিতে কুক/শেফ, স্টুয়ার্ড, টোপাস/হাইজিনিস্ট ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৩০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৬ বছর ৭ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার স্থান ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইন্ডিয়ান নেভিতে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণরা হিসেবে ১৬ বছর ৭ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে। তবুও জেনে রাখা ভালো, ০১-০৪-২০০২ এর পর এবং ৩১-০৩-২০০৫ এর আগে যাদের জন্ম (উভয় তারিখ সহ), তারাই আবেদন করতে পারবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা - অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ। নিয়োগ হবে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর এমআর - এপ্রিল ২০২২ ব্যাচে। ট্রেনিং শুরু হবে ২০২২ সালের এপ্রিল মাস থেকে। প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও মেডিক্যাল টেস্টের ভিত্তিতে। ৩০ মিনিটের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, ২০টি ওঠ-বস এবং ১০টি পুস আপ। সবশেষে হবে ডাক্তারি পরীক্ষা। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র শিলং অথবা কলকাতায়। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ এখনও জানানো হয়নি। পরীক্ষার স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে কললেটারের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১৫ দিন আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনও চিঠি পাঠানো হবে না। পূর্ব ভারত সহ অন্যান্য পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও কোড নম্বর জানতে পারেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ২ নভেম্বরের মধ্যে । অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ২ নভেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

# টিপিএসসি'র মাধ্যমে ফুড সেফটি অফিসার দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ত্রিপুরা সরকারের অধীনে টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ফুড সেফটি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ পুনরায় বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। পূর্বতন বিজ্ঞপ্তিতে তা ৩০ সেপ্টেম্বরের কথা উল্লেখ থাকলেও এখন শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ফুড সেফটি অফিসার হিসেবে ৮টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হচ্ছে। এককথায়, টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ফুড সেফটি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর — টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ফুড সেফটি অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২১ আগস্ট, ২০২১ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ০৪/২০২১। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও আবশ্যক যোগ্যতা থাকলে আগামী ২৬ অক্টোবর, ২০২১ তারিখের মধ্যে কেবলমাত্র 'অনলাইনে' দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। সংশোধনী এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২৫০ টাকা এবং তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা। বহিঃরাজ্যে বসবাসকারী ইচ্ছুক প্রার্থীরাও নির্ধারিত পরীক্ষার ফি প্রদান করবেন নেট ব্যাঙ্কিং অথবা প্রাসঙ্গিক যে-কোনও উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, ফর্ম ফিলাপের কৌশল, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাসও পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। দুই ধাপের এই টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। এছাড়া অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা দরখাস্তের বয়ান, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

শূণ্যপদগুলো হল — আইটেম নং - ০১ ঃ ফুড সেফটি অফিসার ঃ শূন্যপদ ৮টি। এর মধ্যে ৪টি পদ অসংরক্ষিত, অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি উপযুক্ত যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ১টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থী এবং ৩টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি মোট ৮টি পদের মধ্যে ১টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। উল্লেখ্য, পদগুলো গ্রুপ-বি, গ্যাজেটেড এবং রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে। শিক্ষাগত যোগ্যতা - স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফুড টেকনোলজি , ডেয়ারি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

# সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** * আসাম রাইফেলস-এ **টেকনিক্যাল ট্রেডসম্যান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ অক্টোবর, শিলচরে নিয়োগ র‍্যালী ১ ডিসেম্বর।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আ

আজাদী কা অমৃত মহোৎসব

সত্যমেব জয়তে

ত্রিপুরা সরকার
গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

আজীবিকা AAJEEVIKA
TRLM

# বিশেষ বিজ্ঞপ্তি- "স্বনির্ভর ক্যাম্প"

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র সমূহের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে সহজে ঋণ অনুমোদন করণের জন্য প্রতিমাসের তৃতীয় শনিবার গ্রাম স্তরে 'স্বনির্ভর ক্যাম্প ' অনুষ্ঠিত হবে। এই ক্যাম্প গুলোতে কিষান ক্রেডিট কার্ড (KCC) ঋণ, স্ব-সহায়ক দল সমূহের ঋণ, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা (PMJJBY), প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা (PMSBY), প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা (PMFBY) ইত্যাদির ওপর সচেতনতা এবং উপযুক্ত নথিপত্রের ভিত্তিতে ঋণ মনজুর এবং বীমা করা হবে। তাছাড়াও স্বাস্থ্য শিবির, পশু টিকাকরণ, দিন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল বিকাশ যোজনার (DDUGKY) অধীনে প্রশিক্ষণার্থীর চয়ন, দোকানের লাইসেন্স প্রদান এবং বীমাকরন করা হবে। এই কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্বে আগামী ২৩শে অক্টোবর শনিবার সকাল ১১ (এগার) ঘটিকা থেকে বিকাল ৪ (চার) ঘটিকা পর্যন্ত নিম্নোক্ত স্থান গুলোতে স্বনির্ভর ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বিশেষ স্বনির্ভর ক্যাম্প-এ অংশ গ্রহণ করে এর সুবিধা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

## ১. ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক (Tripura Gramin Bank)

| ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম | ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম |
|---|---|---|---|
| Gandacherra | Dhalajhari | Gangacherra | Simsima |
| Kachucherra | Lalchhari | Silachari | Ghorakappa |
| Jaharnagar | Kathalbari | Kakraban | Hurijala |
| Bamancherra | Chulubari | Chebri uttar | Ramchandraghat |
| Salema | Purba Dalucherra | South pulinpur | Ruprai |
| Avanga | Maharanipur | Champahaor | Sipaihour |
| Ambassa | Gurudhan Para | Padmabil | Kshirode Nagar |
| Kulai | Kulai | Ampura | Akhrabari |
| Chailengta | Demcharra | Hatkata | Uttar Padmabill |
| Taidu | Taidu | Ramsankar bari | Behalabari |
| Maharani | Hirapur | Kalyanpur | Dakshin Durgapur |
| Amarpur | Pashim Sarbong | Mungiakami | Atharamura |
| Karbook | Jenta Twisa | Teliamura | Dakshin Krishnapur |
| Chandrapur | Uttar Chandrapur | Khowai | Radhacharan Nagar |
| Tulamura | Purba Tulamura | Dharmanagar | Mangalkhali |
| Killa | Killa | Jalebassa | Purba Jalabassa |
| Ampinagar | Uttar Chhangang | Damcherra | West Damcherra |
| Bagma | Dakshin Bagma | Huplong | Jubarajnagar |
| ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম | ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম |
| Kadamtala | Satsangam | Bankar | Vivekananda colony |
| Dasda | Dasamani para | Manughat | Manughat |
| Kanchanpur | Kanchanpur | Poangbari | Takka tulsi gp |
| Panisagar | Chandra halam para | Sabroom | Purba ludhua |
| Tilthai | Deocherra | Srinagar | Dakshin srinagar |
| Golaghati | Dayarampara | Harina | Betaga |
| Madhupur | Debipur | Satchand | Dakshin bhuratali |
| Jampuijala | Purba takarjala | Muhuripur | Muhuripur r.f. |
| Durlavnarayan | Taksapara | Barpathari | Trishna |
| Boxanagar | Anandanagar | South sonaichari | Manirampur |
| Dhanpur | Dhanpur | Fatikroy | Krishnanagar |
| Bishramganj | Pathaliaghat | Pecharthal | Solonala |
| Kanthalia | Nirvoypur | Betcherra | Betcherra |
| Sonamura | Kulubari | Dalugaon | Fultali |
| Lalsingmura | Bathanmura | Kailashahar | Deoracharra |
| Manaipathar | Thalibari | Tillabazar | Dhaliarkandi |
| Bishalgarh | Kasba | Kanchanbari | Kanchanbari |
| Nalchar | Taijiling | Pabiacherra | Ambedkar nagar |
| Veluarchar | Putia | Mandai | Dinan kobra |
| Manubazar | Goachand nandigram | Bikramnagar | Bagmara |
| Jolaibari | Madhya pilak | Bankimnagar | purba janmajoynagar |
| Baikhora | Laxmichhara | Khumulwng | Radhapur |
| ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম | ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম |
| Jogendranagar | Nagicherra | Kamalghat | Paschim kamalghat |
| Debinagar | Durganagar | Bamutia | Taltala |
| M.b. tilla | Charipara | Lefunga | Birmohan |
| Belbari | East belbari | Lembucherra | Lembucherra |
| Durgabari | Laxmilunga | Hezamara | Surendranagar |
| Kalacherra | Kalacherra | Panchabati | Brahmakunda |
| Khayerpur | Madhya champamura | Kanchanmala | Kanchanmala |
| Mohanpur | Paschim noagaon | Champaknagar | Purba debendranagar |

## ২. পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (Punjab National Bank)

| ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম | ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম | ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| Salgarah | Salgarah | Bachaibari | Banbazar | Jirania | Jirania Khola |
| Jatanbar | Jatanbari | Halhali | Mahabir chowmohani | Mandwi | Kathirambari |
| Killa | Khilpara | Kamalpur | Harerkhala | Khumlwng | J J Nagar |
| Udaipur | Pashim Khilpara | Sikaribari | Bagmara | Ranirbazar | Krishnanagar |
| Manubazar | Fulchari | Manu | Jarulchara | Anandanagar | Malay Nagar |
| Baikhora | Pashim Charakbai | Chailengta | Gainama | Badarghat | Ishan Chandra Nagar |
| Siddinagar | Gouranga Bazar | Ambassa | Kamalachara | Usha Market | Singerbil |
| Barpathari | Purba Pipariakhola | Sonamura | N C Nagar | Kailashahar | Srirampur |
| Hrishamukh | Krishnanagar | Melaghar | Chandigarh | Machmara | Dakshin Unokoti |
| SDM-Chakmaghat | North Gakulnagar | Bishalgarh | Routh Khola | Kanchanpur | Kanchancharra |
| Teliamura | Howaibari | Jumerdhepa | Laxmandhepa | Dharmanagar | Ichailalcherra |
| Maharanipur | Uttar Krishnapur | Mohanbhog | Uttar Taibandal | | |

## ৩. স্ট্যাট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (State Bank of India)

| ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম | ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম | ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| Sbi- Jirania | Purba barjala | Sbi- Palatana | Palatana | Sbi- Kumarghat | East Ratacherra |
| Sbi-Bishramganj | Ujan pathaliaghat | Sbi- Belonia | Uttar bharatchandranagar | Sbi- Kailashahar | Fulbari Kandhi |
| Sbi-Matinagar | Motinagar | Sbi- Uptakhali | Uttar padmabil | Sbi - Santirbazar | Debipur |
| Sbi- Teliamura | Purba sardukarkari | Sbi- Ganganagar | North ganganagar | | |

## ৪. ত্রিপুরা স্টেট কো -অপারেটিভ ব্যাংক (Tripura State Co–operative Bank)

| ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম | ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম | ব্যাংক শাখার নাম | স্বনির্ভর ক্যাম্প এর স্থান/ পঞ্চায়েত এর নাম |
|---|---|---|---|---|---|
| Santirbazar | Gardang Gp | Khumulung | Belbari | Pecharthal | Pecharthal |
| Amarpur | Rajkang | Tuichindrai | Purba Hawaibari | Dharmanagar | South Hurua |
| Sonamura | Kalapania | Ambassa | Bagmara | | |

**বিশেষ দ্রষ্টব্য: - বিশদ বিবরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিস এবং ব্যাংক ব্রাঞ্চ এ যোগাযোগ করুন**

ICA/D-1101/2021-22

# ৪৪ রানে অল-আউট নেদারল্যান্ডস কম রানে আগেও গুটিয়েছে ডাচরা

**দুবাই, ২২ অক্টোবর।।** প্রথম দু'ম্যাচে হেরে নেদারল্যান্ডস আগেই চলতি টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিশ্চিত করে ফেলেছিল। তবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এ-গ্রুপের শেষ ম্যাচটা তাদের কাছে ছিল সম্মান রক্ষার। যদিও হৃত সম্মান পুনরুদ্ধারের বদলে ডাচরা ডুব দেয় একরাশ লজ্জায়। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে

গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে মাত্র ৪৪ রানে অল-আউট হয়ে যায় নেদারল্যান্ডস। টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় নিম্নতম দলগত ইনিংস। সবথেকে কম রানের ইনিংসের লজ্জাজনক রেকর্ড রয়েছে কাদের নামে, সেটি জানলেও ক্রিকেটপ্রেমীরা অবাক হবেন নিশ্চিত। এখনও পর্যন্ত ছেলেদের টি-২০ বিশ্বকাপে সবথেকে কম ৩৯ রানে অল-আউট হয়েছে নেদারল্যান্ডসই। আরও অবাক করার বিষয় হল, ২০১৪ বিশ্বকাপের চট্টগ্রামের সেই ম্যাচে ডাচদের প্রতিপক্ষ ছিল শ্রীলঙ্কাই। সুতরাং, ফের একবার বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসকে লজ্জায় ফেলল শ্রীলঙ্কা। এই নিয়ে মোট দু'বার তারা ৫০-এর কমে গুটিয়ে দেয় ডাচদের ইনিংস। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ২০১৪ সালে নেদারল্যান্ডস অল-আউট হয় ১০.৩ ওভারে। এবার তারা গুটিয়ে যায় ১০ ওভারে। টি-২০ বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমে ব্যাট করে এটিই সবথেকে কম বলের ইনিংস। আরও চমকপ্রদ বিষয় হল, নেদারল্যান্ডসের ৫ জন ব্যাটসম্যান এলবিডব্লিউ হয়ে সাজঘরে ফেরেন, যা ছেলেদের আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটের ইতিহাসে রেকর্ড। এর আগে কখনও কোনও আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচে একই ইনিংসে ৫ জন ব্যাটসম্যান এলবিডব্লিউ হননি।

## ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ঃ** রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদ্‌যাপন করবে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর। এই উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ, একতা দৌড় ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৫ অক্টোবর ২৩টি মহকুমায় একযোগে অনুষ্ঠিত হবে এক দিনের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। যাতে মহকুমার ক্লাবগুলি অংশগ্রহণ করবে। ২৭ অক্টোবর জম্পুই হিলে হবে ট্র্যাকিং। এছাড়া ৩১ অক্টোবর ২৩টি মহকুমাতে অনুষ্ঠিত হবে একতা দৌড়। সবমিলিয়ে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৮০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য।

## অনূর্ধ্ব ১৯ ও ১৬'র সম্ভাব্য দল

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ঃ** কোচবিহার ট্রফি এবং বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির লক্ষ্যে অনূর্ধ্ব ১৯ এবং ১৬ দলের সম্ভাব্য দল ঘোষণা করা হলো। অনূর্ধ্ব ১৯ দলে রয়েছে ৪৫ জন ক্রিকেটার। দলের চিফ কোচ গৌতম সোম (জুনিয়র)। কোচ তপন কুমার দেব, সহকারী কোচ অনুপম দে, ট্রেনার উত্তম দে, ফিজিও রাজন চৌধুরী, ভিডিও অ্যানালিস্ট শ্যামল সরকার। নির্বাচিত ক্রিকেটার এবং সাপোর্টিং স্টাফদের আগামী ২৪ অক্টোবর এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল ১১টায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। অনূর্ধ্ব ১৬ দলের ৪৪ জন ক্রিকেটারকে বাছাই করা হয়েছে। দলের কোচ ৫ জন। তারা হলেন—সুজিত রায়, জয়ন্ত দেবনাথ, নারায়ণ চন্দ্র দেব, পীযূষ দেব, ধনঞ্জয় দে। এছাড়া ট্রেনার হিসাবে আছেন—সহিদুল হোসেন, অচিন্ত্য চক্রবর্তী, অজয় পাল। নির্বাচিত ক্রিকেটারদের আগামী ২৫ নভেম্বর সকাল ১১টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। টিসিএ-র তরফে ট্রেজারার তাপস ঘোষ এই দল ঘোষণা করেছেন।

## দেরাদুন রওয়ানা হলো মহিলা দল

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ঃ** বিসিসিআই পরিচালিত সিনিয়র মহিলাদের একদিনের ক্রিকেট আগামী ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে। প্রথম দিন ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র। এই লক্ষ্যে শুক্রবার রাজ্য দল দেরাদুন রওয়ানা হলো। দিল্লি হয়ে দেরাদুন পৌঁছাবে রাজ্য দল। এদিন টিসিএ অফিসের সামনে থেকে গোটা দল রওয়ানা হয়। নিয়মমাফিক দেরাদুনে পৌঁছে ছয় দিন নিভৃতবাসে কাটাতে হবে গোটা দলকে। সম্ভবত ২৯ এবং ৩০ অক্টোবর অনুশীলন করবে রাজ্য দল। এরপর ৩১ অক্টোবর প্রথম ম্যাচ। অনূর্ধ্ব ১৯-র মেয়েরা লড়াই করলেও সেরকম ভালো ফলাফল করতে পারেনি। তবে তাদের নিয়ে ক্রিকেট মহলে সেরকম প্রত্যাশাও ছিল না। এক ঝাঁক নবীন ক্রিকেটার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসবে এটাই ছিল প্রত্যাশা। তবে সিনিয়র মহিলা দলকে নিয়ে প্রত্যাশা রয়েছে। মহারাষ্ট্র, কেরালা বা অসমের মতো দল ত্রিপুরার গ্রুপে রয়েছে। মহিলা ক্রিকেটের মানের নিরীখে ত্রিপুরা মোটেই ওই সব দলগুলির চেয়ে পিছিয়ে নেই। একটা সময় সিনিয়র মহিলা দলটি জাতীয় র‍্যাঙ্কিং-এ চার নম্বর স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। যদিও পরবর্তী সময় এই সাফল্য ধরে রাখতে পারেনি। তবে এই বছর দলটি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে যাচ্ছে। ক্রিকেট মহল মনে করছে, ভিন্‌রাজ্যে প্রস্তুতির সুযোগ পেলে এই দলটিকে নিয়ে প্রত্যাশা আরও বাড়তো। তারপরও দলটিকে নিয়ে প্রত্যাশার অভাব নেই। দলের তিন কোচ রাসুদেব দত্ত, সন্দীপ ব্যানার্জি, রুমা দাস প্রত্যেকেই আশাবাদী দলটি লড়াই করবে। দলে অভিজ্ঞদের পাশাপাশি বেশ কয়েক জন জুনিয়র ক্রিকেটার রয়েছে। ব্যাটিং অবশ্যই একটা ফ্যাক্টর বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। একটা সময় ১৫০-র কম রান করেও ম্যাচ জেতা সম্ভব ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে দেশে মহিলা ক্রিকেট এতটাই এগিয়ে গিয়েছে যে, ২০০ রান করেও কেউ নিশ্চিত থাকতে পারে না। রাজ্য দলকে এখানেই কিছুটা সমস্যায় পড়তে হতে পারে। রিজু সাহা, মৌচৈতি দেবনাথ, ইন্দ্ররানি জমাতিয়া, ঝুমকি দেবনাথ-রা যথেষ্ট দক্ষ ব্যাটসম্যান। দায়িত্ব নিতে হবে তাদেরকেই। শুধু তাই নয়, ডট বল খেলার প্রবণতা কমাতে হবে। অতীতে দেখা গিয়েছে, এক জন ব্যাটসম্যান দীর্ঘ সময় উইকেটে থেকে সেট হয়েও রান করতে পারেনি। অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্যাটসম্যানদের স্ট্রোক প্লে-র উপর জোর দিতে হবে। কোচ সন্দীপ ব্যানার্জি জানিয়েছেন, দলে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি জুনিয়র প্রতিভাবানও রয়েছে। আশা করছি, দলটি লড়াই করবে। রাজ্য দলের হয়ে এদিন ২০ জন ক্রিকেটার ছাড়াও ৮ জন সাপোর্টিং স্টাফ দেরাদুন রওয়ানা হয়েছে। রাজ্য দলকে নেতৃত্ব দেবে অন্নপূর্ণা দাস। তার ডেপুটি হিসাবে থাকবে রিজু সাহা।

## ব্যাটিং নিয়ে সমস্যায় সিনিয়র দল

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ঃ** আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটে ব্যাটিং নিয়ে সমস্যায় পড়বে সিনিয়র দল। এমনটাই আশঙ্কা করছে ক্রিকেটপ্রেমীরা। বিশেষ করে প্রস্তুতি ম্যাচগুলিতে ব্যাটসম্যানদের পারফরম্যান্স এই আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এর আগে নিজেদের মধ্যে দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছিল ক্রিকেটাররা। সেখানে ব্যাটসম্যানরা মোটেই ভালো পারফরম্যান্স করতে পারেনি। এদিন ব্যাঙ্গালুরুর জাস্ট ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে স্থানীয় একটি দলের সাথে প্রস্তুতি ম্যাচ খেললো ক্রিকেটাররা। এই ম্যাচেও ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ। বর্তমানে টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেট যে জায়গায় পৌঁছে গেছে সেখানে নিরাপদ স্কোর বলতে কিছুই হয় না। সেখানে ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানরা ১২০ বা ১৩০ রানে আটকে যাচ্ছে। তিন জন পেশাদার ক্রিকেটার দলে রয়েছে। তারপরও দলের ব্যাটিং-র অবস্থা শোচনীয়। স্বভাবতই দলকে নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে। তুলনায় বোলাররা কিছুটা ভালো করছে বলে জানা গেছে। এদিন প্রতিপক্ষ দল ত্রিপুরার রান টপকে যায় ১৯ ওভারে। অর্থাৎ বোলাররা ১৯ ওভার পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেছে। আরও চার দিন জাস্ট ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করবে রাজ্য দল। আরও দুইটি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে। আপাতত টিম ম্যানেজমেন্ট ব্যাটিং নিয়েই চিন্তিত। আর ক্রিকেটপ্রেমীরা বলছে, প্রস্তুতি ম্যাচেই যদি ব্যাটিং-র এই হাল হয় তবে আসল সময়ে কি হবে?

# দল ঘোষণা করলেন ট্রেজারার!

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ঃ** টিসিএ-র ইতিহাসে আরও একটি নজিরবিহীন ঘটনা। অনূর্ধ্ব ১৯ এবং ১৬ দলের সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করলেন ট্রেজারার তাপস ঘোষ। এমন নয় যে, রাজ্য ক্রিকেটে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা কখনও ঘটেনি। অতীতে মাঝে মাঝে হয়তো এই ধরনের কিছু ঘটনা ঘটতো। তবে ২০১৯-র সেপ্টেম্বর থেকে ডাঃ মানিক সাহা-র নেতৃত্বে টিসিএ-র যে কমিটি দায়িত্বে আসে তারা অতীতের সমস্ত ঘটনাকে ছাপিয়ে গেছে। আরও বেশ কিছুদিন এই কমিটির মেয়াদ রয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীরা নিশ্চিত, এই ধরনের আরও নজিরবিহীন ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে তাদের। অনূর্ধ্ব ১৯ কোচবিহার ট্রফি এবং অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির জন্য সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের তালিকা ঘোষণা করা হলো এদিন। সহজ নিয়মে এই দল প্রকাশ করে থাকেন সচিব। সচিবের অবর্তমানে যুগ্মসচিব এই কাজ করেন। কিন্তু এদিন এক অসম্ভব ঘটনা ঘটলো। নজিরবিহীন বললেও যা কম। সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের তালিকা ঘোষণা করলেন ট্রেজারার তাপস ঘোষ। কিভাবে সম্ভব হলো এই অনিয়ম? প্রশ্ন তুলেছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ক্রিকেটিয় উন্নয়নের অঙ্গীকার করে ক্ষমতায় আসা বর্তমান কমিটি ইতিমধ্যেই হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। একের পর এক অনৈতিক কর্মের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলছেন। কখনও ঘরোয়া ক্রিকেট বন্ধের ফরমান, কখনও মাঠে প্রবেশ করে সিনিয়র ক্রিকেটারকে বেরিয়ে যেতে বলা কিংবা নির্বাচিত সচিবকে অপসারণ করার মতো অসংখ্য অনৈতিক কাজ করে ফেলেছে এই কমিটি। প্রতিভা তুলে আনার জন্য ১১০০ স্পটার নিয়োগের মতো হাস্যকর সিদ্ধান্তও নিয়েছে। এবার সেই তালিকায় যোগ হলো আরও একটি ঘটনা। যা সম্ভবত অন্য সবগুলিকে ছাপিয়ে গেছে। সভাপতি রাজনৈতিক কাজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। তবে এতদিন যুগ্মসচিবই দল ঘোষণা করে এসেছেন। যদিও ইদানিং তিনিও নাকি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সর্বসাকুল্যে চার জনের কমিটিতে বাকি রইলো মাত্র দুই জন। এদেরই এক জন অর্থাৎ ট্রেজারার তাপস ঘোষ সম্ভাব্য তালিকা ঘোষণা করলেন। সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমী থেকে শুরু করে আজীবন সদস্য, ক্লাব কর্তা প্রত্যেকেই এক প্রকার হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। এই ধরনের অসম্ভব ঘটনা ঘটানোর আগে তারা একবারও কি টিসিএ-র সংবিধান খতিয়ে দেখেনি। এই প্রশ্ন তুলেছেন প্রত্যেকে। শুধু ত্রিপুরা নয়, ভারতবর্ষের কোথাও এই ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি। এক জন ট্রেজারার চেকে সই করাই যার কাজ তিনি আজ দল ঘোষণা করছেন। ক্রিকেটপ্রেমীরা একটা ব্যাপারে নিশ্চিত যে, নজিরবিহীন ঘটনার নিরীখে এই কমিটি ইতিমধ্যেই রেকর্ড করেছে। আগামী বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যদি তারা দায়িত্বে থাকে তাহলে এই ধরনের আরও নজিরবিহীন ঘটনা সামনে আসবে। এই ব্যাপারে নিশ্চিত প্রত্যেকেই।

## উদয়পুরে জুডো সেন্টার পরিদর্শনে অধিকর্তা

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ঃ** বিভিন্ন খেলাধুলায় রাজ্যের অন্যতম মহকুমা উদয়পুরের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। ক্রিকেট, ফুটবল, সাঁতার, অ্যাথলেটিক্স, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল ইত্যাদি গেমে অসংখ্য খেলোয়াড় উপহার দিয়েছে। তবে অবাক করার মতো বিষয় হলো, কয়েক বছর আগেও উদয়পুরে কোন জুডোর সেন্টারই ছিল না। মহকুমার অনেকেই মার্শাল আর্টের প্রতি আগ্রহ দেখালেও তাদের এসব শেখার কোন সুযোগ ছিল না। শেষ পর্যন্ত উৎসাহী ক্রীড়াপ্রেমী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং গোমতী জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের ঐকান্তিক চেষ্টায় উদয়পুরে গড়ে উঠে একটি জুডো সেন্টার। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই সেন্টার রম রম করে চলতে শুরু করেছে। ৪০-র বেশি

শিক্ষার্থী প্রতিদিন জুডোর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা শুক্রবার এই জুডো সেন্টার পরিদর্শন করলেন। উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয়ে এই জুডো সেন্টার পরিদর্শন করে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। খেলোয়াড় এবং এই সেন্টারের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি এদিন গোমতী জেলা অফিসও পরিদর্শনে যান।

# কমিটি গঠনের সাথে সাথে অর্থ মঞ্জুর

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ঃ** শেষ পর্যন্ত ব্লক এবং জেলা পর্যায়ে স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের কমিটি গঠিত হয়েছে। পাশাপাশি স্কুল ক্রীড়ার জন্য মোট ২২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। কমিটি গঠনে বিলম্ব হওয়ায় স্বভাবতই ক্রীড়া মহলের প্রশ্ন ছিল, অর্থ মঞ্জুর করা হলেও ব্লক বা জেলা পর্যায়ে স্কুল ক্রীড়ার আসর আয়োজন করবে কে? এই অর্থ কাদের হাত দিয়ে খরচ করা হবে? এককথায় হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত আশঙ্কা দূর হলো। আগামী ১ নভেম্বর থেকে স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের রাজ্যভিত্তিক আসর শুরু হবে। এক পিআই জানিয়েছেন—ব্লক বা জেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হলেও কি চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ব্লক, মহকুমা এবং জেলা স্তরের আসর সম্পন্ন করা সম্ভব হবে? এমনিতেই স্কুল ক্রীড়ার আসর দীর্ঘদিন ধরেই এক বিশ্রামহীন আসরে পরিণত হয়েছে। সোমবার ব্লক আসর, মঙ্গলবার মহকুমা আসর এরপরই বুধবার জেলা আসরে খেলতে নেমে পড়তে হয় খেলোয়াড়দের। ভাগ্য ভালো থাকলে রাজ্য আসরের আগে হয়তো এক দিন বিশ্রাম পাওয়া যায়। এই বছর পরিস্থিতি যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে পিআই-রা আশঙ্কা করছেন যে, হয়তো সকালে দুই ঘণ্টার মধ্যে ব্লক আসর শেষ করে দুপুরেই মহকুমা আসর করতে হবে। করোনা পরিস্থিতি সেপ্টেম্বর মাস থেকেই স্বাভাবিক হয়েছে। এত দেরিতে স্কুল ক্রীড়া আসর কখনই অনুষ্ঠিত হয় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন যে, সেপ্টেম্বর মাসেও যদি স্কুল ক্রীড়া শুরু করা হতো তবে পূজার আগে শেষ করা সম্ভব হতো। এখন পরিস্থিতি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছে তাতে এটা নিশ্চিত যে, ঠিকভাবে স্কুল ক্রীড়া সংগঠিত করাই কঠিন। সম্ভবত চার কিংবা পাঁচ দিনের মধ্যে ব্লক, মহকুমা এবং জেলা আসর সম্পন্ন করতে হবে। এই অবস্থায় খেলাটা প্রহসনে পরিণত হবে। গোটা নভেম্বর মাস জুড়েই রাজ্য আসর চলবে। ওই সময় বিভিন্ন স্কুলে শুরু হবে বার্ষিক পরীক্ষা। পর্যাপ্ত সংখ্যক খেলোয়াড়কে পাওয়া যাবে না। পাশাপাশি নভেম্বরের শেষের দিকে পুর ভোট। এই ভোট উপলক্ষ্যে চার থেকে পাঁচ দিন কিংবা হয়তো আরও বেশি দিন সমস্ত খেলাধুলা বন্ধ রাখতে হবে। ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের কমিটি গঠিত হওয়ার পরই যদি দ্রুতগতিতে ব্লক এবং জেলা স্তরে কমিটি গঠনের কাজ শেষ করা হতো তবে এরকম পরিস্থিতির মুখে পড়তে হতো না। দক্ষিণ জেলার এক পিআই ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, আসলে অর্থ মঞ্জুর করলেই প্রতিযোগিতা অর্ধেক শেষ করা হয়ে যায়। এমনটাই মনে করছে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। সচিবের আড়ালে দাঁড়িয়ে অন্য কেউ পুরো বিষয়টাকে ঘোরালো করে তুলেছে। এভাবে খেলাধুলা হয় না। বেসরকারি স্তরে রাজ্যে খেলাধুলা প্রায় বন্ধ। সরকারি স্তরে স্কুল ক্রীড়ার দিকেই তাকিয়ে থাকে খেলোয়াড়রা। শুধুমাত্র সময় মতো কমিটি গঠন না হওয়ায় এই বছর বিপাকে পড়তে হয়েছে স্কুল ক্রীড়া আসরকে। এদিকে, বিভিন্ন জেলার জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে তা নিয়েও ক্ষোভ দানা বাঁধছে বলে খবর। অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে নাকি কোন কোন জেলাকে বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছে। যদিও এই বিষয়টা নিয়ে এখনও কেউ সোচ্চার হয়নি। কারণ একটাই, অর্থ মঞ্জুর হয়ে গেছে অথচ ব্লক স্তরে কোন কমিটি হয়নি। এই অবস্থায় স্কুল ক্রীড়া আসর পরিচালনা নিয়েই ঘোর সমস্যা তৈরি হয়েছে। এরই মাঝে স্কুলে স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা এবং পুর ভোট। সবমিলিয়ে শুরুর আগেই রীতিমত সমস্যায় স্কুল ক্রীড়া আসর। এদিন রাতের দিকে সমস্ত জেলা এবং মহকুমা অফিসগুলিতে ব্লক এবং জেলা পর্যায়ের কমিটি গঠনের কথা জানিয়ে দিয়েছে ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। যদিও ব্লক এবং জেলা স্তর থেকে মনোনীত নামের তালিকা অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছিল দফতরে। তারপরও কমিটি গঠনে অহেতুক বিলম্ব হওয়ায় বিপাকে স্কুল ক্রীড়া।

### ৩৮-৩৯ মাসেও যখন কাজ হয়নি

# ক্রীড়া নীতি বদল নয় বাতিলের দাবিই উঠছে

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ঃ** রাজ্যে সরকার বদলের পর ক্রীড়া প্রশাসন রাজ্যের ক্রীড়া উন্নয়ন বা খেলাধুলার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি তৎপর হয়েছিল তা হলো ক্রীড়া নীতি। বিধানসভায় গৃহীত রাজ্যের নয়া ক্রীড়া নীতি আজ প্রায় ৩৯ মাস। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, ৩৯ মাস আগে রাজ্য সরকার ক্রীড়া নীতি গ্রহণ করলেও আজ পর্যন্ত একটি স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাও কিন্তু সরকারি ক্রীড়া নীতি গ্রহণ করেনি। তবে ঘটনা হলো, ৩৮-৩৯ মাস হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত নাকি প্রাইমারি স্পোর্টস বডিই গঠন করা হয়নি। এছাড়া যাদের জন্য কমিটি সেই রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলিই কিন্তু এই ব্যাপারে উৎসাহহীন। এছাড়া রাজ্যে ক্রীড়া পর্ষদের অনুমোদিত স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থার সংখ্যা ৩২ হলেও অনেক ছোট ছোট রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া সংস্থা আছে যারা জাতীয় ফেডারেশন বা ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক অনুমোদিত কিন্তু ক্রীড়া পর্ষদে নেই। রাজ্য সরকারের ক্রীড়া নীতির আওতায় তারা কেউ আসছে না বা আসবে না। এছাড়া ক্রীড়া পর্ষদের অধীনে থাকা ৩২টি ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে অন্যতম ২টি বড় ক্রীড়া সংস্থা টিসিএ এবং টিএফএ কিন্তু ক্রীড়া নীতিতে যাচ্ছে না। ফলে বিধানসভায় বা সরকারিভাবে ক্রীড়া নীতি গ্রহণ করা হলেও এই ক্রীড়া নীতি কিন্তু বাস্তবে কোন পরিণতি পাচ্ছে না। এটা স্পষ্ট। মনোজ কান্তি দেব দীর্ঘ সময় ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী ছিলেন এখন এই দায়িত্বে সুশান্ত চৌধুরী। সুশান্ত চৌধুরী কিন্তু এতদিন বেশ কয়েকটি স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থায় ছিলেন। এখনও হয়তো তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক সহ বেশ কিছু ক্রীড়া সংস্থায় কাগজপত্রে আছেন। সুতরাং ক্রীড়া নীতি এবং রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা নিয়ে তার নিশ্চয় অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। ক্রীড়া নীতিতে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন নেওয়ার কথা বলা আছে। কিন্তু আইওএ-র অনুমোদন ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকের। এছাড়া সুশান্ত চৌধুরী এক সময় রাজ্য অলিম্পিকে ছিলেন। ফলে ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে তিনি নিশ্চয় চাইবেন অলিম্পিক নিয়ে একটা সমাধানের রাস্তা খুঁজতে। তবে ঘটনা হচ্ছে, আইওএ কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে অনুমোদন দিয়ে রেখেছে। ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কিন্তু আইওএ-র অনুমোদন নেই। এছাড়া আইওএ-র যাবতীয় টাকা-পয়সাও পাচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিক। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্রীড়া নীতিতে ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিকের কথা বলা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কি রাজ্যে সরকারিভাবে ত্রিপুরা রাজ্য অলিম্পিককে কোন গুরুত্ব দেওয়া যাবে? ক্রীড়ামন্ত্রী বদল হওয়ার পর এখন নাকি ক্রীড়া নীতি নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে বর্তমান যে ক্রীড়া নীতি তা যদি পুরোপুরি বদল করা না হয় তাহলে এতে কোন কাজ হবে না। ক্রীড়া নীতি পুরোপুরি বদল করা না হলে সমস্যা আগের মতোই থেকে যাবে। আর টিসিএ, টিএফএ সহ বড় বড় ক্রীড়া সংস্থাগুলি যদি ক্রীড়া নীতি না মানে তাহলে এই ক্রীড়া নীতির কি গুরুত্ব আছে? আর কাগজপত্রে ক্রীড়া নীতি রেখে যদি সবাইকে ছেড়ে রাখা হয় তাহলে এটা তো প্রহসন ছাড়া কিছু নয়। প্রাইমারি স্পোর্টস বডি হলো বা জেলা কমিটি হলো। রাজ্য কমিটি গঠনে যদি এর কোন প্রভাব না থাকে তাহলে ক্রীড়া নীতির কি দরকার? ক্রীড়া নীতি তৈরি করেও যদি দুইটি অলিম্পিক বা এক ইভেন্টে একাধিক ক্রীড়া সংস্থা থাকে তাহলে কি দরকার এই ক্রীড়া নীতির? দাবি ক্রীড়া মহলের।

### দুই আদালতের নির্দেশের পর

# টিসিএ-র উচিত এখন শুধু ক্রিকেটমুখী হওয়া

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ঃ** নিম্ন আদালতের পর উচ্চ আদালত। টিসিএ নিয়ে দুই আদালতের রায় সামনে আসার পর রাজ্যের ক্রিকেট মহল চাইছে, টিসিএ এবার রাজনীতি এবং গোষ্ঠীকোন্দল দূরে সরিয়ে ক্রিকেটে ফিরুক। সভাপতি, যুগ্মসচিব ক্রিকেটের টাকায় মরুদেশে গিয়ে আইপিএল দেখে এসেছেন। ইতিমধ্যে আদালতের রায়ে সচিব পদে আপাতত ফিরেছেন তিমির চন্দ। ক্রিকেট মহল চাইছে, এবার আজীবন সদস্য, ক্লাব এবং মহকুমাগুলি ময়দানে নামুক। গত ২৫-২৬ মাসে টিসিএ-তে শুধু অনৈতিক কাজই হয়েছে। ২৫-২৬ মাসে টিসিএ-র বর্তমান কমিটির ক্ষমতা হয়নি একটিও ক্রিকেট সিজন শুরু করা। এদের ক্ষমতা হয়নি একটিও ক্রিকেটের দলবদল করা, এদের ক্ষমতা হয়নি একটিও রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট করা। হাতে আর ১০-১১ মাস। তারপরই অবশ্য বিদায় নিশ্চিত বর্তমান কমিটির। তবে ১৪টি ক্লাব, ১৮টি মহকুমা এবং আজীবন সদস্যরা থাকবে। ফলে ১৪টি ক্লাব এবং ১৮টি ক্রিকেট মহকুমাকে এখন ক্রিকেটের কথা ভাবতে হবে। বর্তমান কমিটি তো মাত্র ১০-১১ মাসের অতিথি। ১০-১১ মাস পর টিসিএ-তে তারা আদৌ আসবেন কি না বা আসতে পারবেন কি না তা বলা যাবে না। তবে ১৪টি ক্লাব, ১৮টি মহকুমা এবং আজীবন সদস্যরা থাকবে। এখন তাদেরই দায়িত্ব ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে তোলা। ১৪টি ক্লাব ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের কথা ভেবে অবিলম্বে টিসিএ-তে চাপ বাড়াক। ১৮টি মহকুমাও টিসিএ-তে চাপ বাড়াক। টিসিএ-কে বাধ্য করা হউক যাতে আগামী নভেম্বর মাসেই রাজ্যে ক্রিকেট শুরু হয়। মহকুমাগুলিকে বলা হউক ক্রিকেট শুরু করার। যুগ্মসচিবের নির্দেশ বাতিল করে মহকুমাগুলিকে নিজেদের মতো করে ক্রিকেট শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হউক। দুই আদালতের নির্দেশ মেনে টিসিএ-র উচিত এখন ক্রিকেটমুখী হওয়া। আর একাজে টিসিএ-র চাপ বাড়াতেই হবে। কয়েক জন ক্লাব কর্তা বলেন, গত ২৫-২৬ মাসে ক্রিকেটকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। আর যেন সময় নষ্ট না করা হয়। এখন সবাই মিলে ক্রিকেটের জন্য কাজ করুক। প্রয়োজনে ১ নভেম্বর থেকে রাজ্যে ক্রিকেট সিজন ঘোষণা হউক। ১ নভেম্বর থেকে ক্রিকেট সিজন শুরু হলে ক্রিকেটের দলবদল প্রথমে হতে পারে। সঙ্গে জুনিয়র ক্রিকেটের প্রস্তুতি। পাশাপাশি মহকুমাগুলিতে শুরু হবে ক্রিকেট। ক্লাব ও মহকুমাগুলিকে অবিলম্বে নিজেদের উদ্যোগে বসা উচিত। যারা রাজনীতিতে বেশি সক্রিয় তাদের বলুন টিসিএ থেকে দূরে থাকতে। এখন ১৪টি ক্লাব, ১৮টি মহকুমা এবং আজীবন সদস্যদের উচিত ক্রিকেটকে বাঁচিয়ে তোলা। টিসিএ-কে বাধ্য করা যাতে ১ নভেম্বর থেকেই রাজ্যে ক্রিকেট সিজন শুরু করার ঘোষণা দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক ও সম্পাদক **অনল রায় চৌধুরী** কর্তৃক চৌধুরী ভবন, হরিগঙ্গা বসাক রোড, মেলারমাঠ, আগরতলা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১ থেকে প্রকাশিত এবং প্রতিবাদী কলম প্রিন্টার্স, চৌধুরী ভবন, মেলারমাঠ

# আক্রান্ত সুস্মিতা, আহত নেতৃত্ব

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** যে জনসম্পর্ক অভিযান দিয়ে রাজ্যে উত্থান হয়েছিলো দিল্লিবাসী রাজ্যের এক ভূমিপুত্রের — তিনি এখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপি জনসম্পর্ক অভিযান দিয়েই রাজ্য দলের বীজমন্ত্র কানে দিয়ে ২০১৫ সালে রাজ্যে পাঠিয়েছিলো বিপ্লব কুমার দেবকে। এবার বিজেপির ক্ষমতা দখলের প্রায় ৪৩ মাস শেষে তৃণমূলের জনসম্পর্ক অভিযানের দায়িত্ব নিয়ে ময়দানে এলেন আরেক 'দেব'। তিনি এ রাজ্যের প্রাক্তন সাংসদ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রয়াত সন্তোষ মোহন দেবের কন্যা সুস্মিতা দেব। ২০১৫ সালে জনসম্পর্ক মহা অভিযানের দায়িত্ব নিয়ে বিজেপি'র বিপ্লব কুমার দেব চরকি কেটেছেন রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। সঙ্গী দু'চারজনকে নিয়ে অজ্ঞাত ও অপরিচিত মানুষজনদের বাড়িতে গিয়েও পাতপিঁড়ি পেতে খেতে বসে গিয়েছেন। এভাবেই ধীরে ধীরে দুই শতাংশ ভোটের ঊর্ধ্বগতি বাড়িয়েছেন তিনি। কিন্তু এবার তৃণমূলের জনসম্পর্ক অভিযানে

নেমে প্রথমেই আক্রমণের শিকার হলেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব। শুক্রবার বিকালে আমতলি বাজারে জনসম্পর্ক অভিযান চলার সময় দুষ্কৃতিকারীরা ভেঙে দিয়েছে তৃণমূলের তিনটি প্রচার গাড়ি। লাঞ্ছিত হয়েছেন খোদ সুস্মিতা দেব। তার ব্যাগ এবং মোবাইল ছিনতাইয়ের চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ। আহত হয়েছেন মামন মিঞা, অমিত কুমার সাহা সহ আরও বেশ কয়েকজন। সুস্মিতা দেব অভিযোগ করেছেন, তাদের উপর যখন দুষ্কৃতিকারীরা আক্রমণ করছিলেন তখন কয়েক হাত দূরে

দাঁড়িয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করছিলেন সিআরপিএফ জওয়ান এবং ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। তারা সবকিছু দেখেও উদ্ধারে এগিয়ে আসেননি। বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে আমতলি থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন সুস্মিতাদেবী। একই সঙ্গে বিপ্লব দেবের সরকারকে কড়া ভাষায়ও আক্রমণ করেছেন তিনি। তার বক্তব্য, রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়েই বিজেপি কর্মীরা তাদের উপর আক্রমণ করেছে। যদিও বিজেপির মুখপাত্র বলেছেন, এই ঘটনা নাকি তৃণমূলের অন্তর্কোন্দলের ফল। কলকাতায় তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ অভিযোগ করে বলেছেন, ত্রিপুরায় জঙ্গলরাজ চলছে। সেই কারণেই যখনই প্রচারে নেমেছে তৃণমূল, তখনই আক্রমণ করেছে বিজেপি। বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়েই এমনটা করছে বলেও কুণালবাবুর অভিযোগ। এদিকে, আগরতলায় জিবিপি হাসপাতালে গিয়ে দলের আহত কর্মীদের দেখে এসেছেন তৃণমূল সাংসদ ডাক্তার শান্তনু সেন এবং পশ্চিমবঙ্গের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক সহ সুবল ভৌমিকেরা। মাত্র একদিন আগেই বিজেপি নেতৃত্ব তৃণমূলের অস্তিত্ব প্রায় অস্বীকার করেই জানিয়েছিলো, এ রাজ্যে তাদের প্রধান প্রতিপক্ষ সিপিএম। আসন্ন পুর ভোটে সিপিএমের সঙ্গেই তাদের মূল লড়াইয়ের কথাও জানিয়েছিলো। এই বক্তব্যের মাত্র একদিন পরেই জনসম্পর্ক অভিযান করতে নামা তৃণমূল নেতৃত্বের উপর হামলা করেছে দুর্বৃত্তরা। আক্রান্ত তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা দেব এই বিষয়টাকেও উল্লেখ করতে ছাড়েননি। তিনি এদিন বলেছেন, সিপিএম যদি বিজেপির প্রধান প্রতিপক্ষ হয় তাহলে তো সিপিএমের উপরই তাদের আক্রমণ হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু তৃণমূলকে আক্রমণ করা হচ্ছে কেন? নাকি সিপিএমের সঙ্গে তাদের তলায় তলায় কোনও ধরনের জোট তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে সুস্মিতাদেবী এও বলেছেন, তাদের উপর যত বেশি আক্রমণ করা হবে বিজেপির জনভিত্তি তত বেশি আলগা হবে এবং তত বেশি করে মানুষ তাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন। বিজেপির এই রাজনীতি তাদের কবর খোড়ার শামিল বলেও সুস্মিতাদেবী এদিন অভিযোগ করে জানিয়েছেন। রাজ্যে সাংসদ সুস্মিতাদেবীর উপর আক্রমণের ঘটনায় টুইট করে নিন্দা জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, ত্রিপুরায় রাজনৈতিক হিংসা চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এখানে শাসক বিজেপি বিরোধী কোনও কথা বললেই বিরোধীদেরকে আক্রান্ত হতে হচ্ছে। এই জাতীয় ঘটনা স্বৈরতন্ত্রের প্রকাশ বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, বিজেপি যেভাবে প্রকাশ্যে পুলিশের সামনেই আক্রমণ শুরু করেছে, এতে করে পুর ভোটে তৃণমূলকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে দেবে কিনা তাই এখন প্রশ্নের মুখে এসে পড়েছে। তবে মানুষ ভোট দিতে পারলে বিজেপি তার জনভিত্তি পুরভোটেই প্রমাণ পেয়ে যাবে বলেও তৃণমূল নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ। বিজেপির নেতৃত্বের দিকে তির ছুঁড়ে তৃণমূল নেতারা বলছেন, যদি সাহস থাকে এবং বিজেপির যদি এতই জনপ্রিয়তা হয়ে থাকে তাহলে পুর ও নগর ভোট অবাধ করে দিক। যেখানে সর্বস্তরের ভোটাররা অবাধে এবং নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন। বিজেপি নেতৃত্বের সেই মুরোদ নেই বলেই জনসম্পর্ক অভিযানে নামা তৃণমূলের গাড়ি ভাঙচুর করে নেতা-নেত্রীদের উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণ করেছে।

## মহিলাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ অক্টোবর।।** এক মহিলাকে কেন্দ্র করে এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বিলোনিয়ায় কলেজ স্কোয়ার এলাকায় অনুপম মজুমদারের বাড়িতে ওই মহিলাকে অপর এক ব্যক্তির সাথে অসংলগ্ন অবস্থায় ধরে ফেলে এলাকাবাসী। পরবর্তী সময় মহিলা এবং তার সাথে থাকা ওই ব্যক্তিকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গেছে, অনুপম মজুমদারের বাড়িতে ঠিকেদারি সংস্থার

কর্মচারীরা ভাড়া থাকেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই বাড়িতে নানা অসামাজিক কাজকর্ম চলে। পাড়ার লোকজন সবকিছু জেনেও এতদিন চুপচাপ ছিল। শুক্রবার দুপুরে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা ঠিকেদারি সংস্থার এক কর্মকর্তাকে তাদের এক সহকর্মীর স্ত্রী'র সাথে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের অভিযোগ ওই মহিলার সাথে দুর্গেশ নামের ওই ব্যক্তির অবৈধ সম্পর্ক চলছে। প্রতিবেশীরা অসংলগ্ন অবস্থায় তাদেরকে ধরে ফেলে উত্তম-মধ্যম দেয়। জানা গেছে, ওই মহিলার স্বামীও এই সংস্থারই কর্মচারী। তবে তিনি অন্যত্র বদলি হয়েছেন। অনেকেই অভিযোগ করছেন স্বামীর বদলির পেছনে তার স্ত্রীর হাত থাকতে পারে। যাতে করে স্বামীর অবর্তমানে তিনি নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পারেন। তবে কারণ যাই হোক এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হোক এমনটাই দাবি এলাকাবাসীর

## ট্রমা সেন্টারে বেআইনি ব্যবসা

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ অক্টোবর ।।** জিবিপির ট্রমা সেন্টারে রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। শুক্রবার ট্রমা সেন্টারে কর্মরত এক স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে রোগীর পরিজনরা অভিযোগ করে। এই ঘটনায় ছুটে আসে জিবি ফাঁড়ির পুলিশও। তবে অভিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে পুলিশ আটক করেনি। হাসপাতাল চত্বরে অনেক রোগী এবং তাদের পরিজনদের অভিযোগ, ট্রমা সেন্টারে কয়েকজন স্বাস্থ্যকর্মী বেআইনিভাবে টাকা আদায় করে। সরকারি জিনিস ব্যবহার করে টাকা চেয়ে বসে। টাকা না দিলে খারাপ ব্যবহার করা হয়। এক অভিযুক্তর নাম শঙ্কর দেবনাথ। অভিযোগ, শুক্রবার এক মহিলার পায়ে ব্যান্ডেজ এবং সেলাই করতে ৬০০ টাকা দাবি করে শঙ্কর। রোগীর পরিজনরা টাকা দিতে অস্বীকার করে। এনিয়েই শুরু হয় শঙ্করের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা। ঝগড়া চলার মধ্যেই শঙ্কর নাকি ওই মহিলাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। তাতেই পরিস্থিতি আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় জিবি ফাঁড়ির পুলিশও। তবে শঙ্করকে আর জিজ্ঞাসা করার জন্য থানায় নেওয়া হয়নি। উল্টো আক্রান্ত মহিলাকেই পুলিশ সরিয়ে দেয়। রোগীর পরিজনদের বক্তব্য, জিবির ট্রমা সেন্টারে বেশ কয়েকদিন ধরেই এই ধরনের জোর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ভাইয়ের হাতে ভাই রক্তাক্ত

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২২ অক্টোবর।।** বড় ভাইয়ের হাতে রক্তাক্ত হলেন ছোট ভাই। ঘটনা কমলপুর থাধানী ধনচন্দ্রপাড়ায়। লক্ষ্মীপূজার রাতে বড় ভাইয়ের মুরগি উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়। বড় ভাই উপানন্দ দেববর্মার সন্দেহ, তার ছোট ভাই পরেশ দেববর্মা মুরগি চুরি করেছে। লক্ষ্মীপূজার পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে উপানন্দ দেববর্মা পার্শ্ববর্তী ছোট ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে হইচই করেন। অভিযোগ, তখনই উপানন্দ দেববর্মা টাক্কাল হাতে নিয়ে ছোট ভাই পরেশ দেববর্মার উপর একের পর এক আঘাত করে। এতে তার শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাত লাগে। রক্তাক্ত অবস্থায় পরেশ দেববর্মাকে প্রথমে কমলপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পরবর্তী

সময় তাকে রেফার করা হয় ধলাই জেলা হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টা নাগাদ এই ঘটনা। দুই ভাইয়ের ঝগড়ায় এলাকার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। তবে মুরগির জন্য ছোট ভাইকে টাক্কাল দিয়ে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হবে তা কেউই আগে বুঝতে পারেননি। রাগের বশে ছোট ভাইয়ের উপর এই ধরনের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ অক্টোবর।।** শুক্রবার সন্ধ্যায় কৈলাসহর বিলাসপুর গ্রামের ১নং ওয়ার্ডে মনু নদীর পাড়ে পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না ওই মৃত ব্যক্তির পরিচয় কি। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি বিলাসপুর এলাকার নিখোঁজ স্কুল ছাত্র সবুজ দেবনাথ (১৫)। কারণ গত ১৮ অক্টোবর থেকে নিখোঁজ ওই ছাত্র। কার্তিক দেবনাথ নামে জনৈক ব্যক্তি গত ১৯ অক্টোবর কৈলাসহর থানায় তার ছেলের মিসিং ডায়েরি করেছিলেন। এদিন সন্ধ্যায় পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ওই পরিবারের লোকজনও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তারা এসে ঘটনাস্থলে একটি গামছা খুঁজে পান। তা দেখেই সন্দেহ করা হচ্ছে মৃতদেহটি হয়তো সবুজের। যেহেতু, এখনও পর্যন্ত পুলিশ এবং তার পরিবারের সদস্যরা কিছুই বলেননি তাই বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। জানা গেছে, গত ১৭ অক্টোবর সবুজ দেবনাথ তার বাবার কাছে গৃহশিক্ষকের ফি বাবদ ৩০০ টাকা চেয়েছিল। কিন্তু বাবা টাকা দিতে পারেননি। পরদিন ভোরে পুনরায় গৃহশিক্ষকের বাড়ি যাওয়ার সময় সবুজ তার বাবার কাছে টাকা চেয়েছিল। কিন্তু বাবা টাকা দেননি। তাই বাবা ও ছেলের মধ্যে কিছুটা টকঝক হয়েছিল। একটা সময় তার বাবা ছেলেকে শাসন করেন। এরপরই গৃহ শিক্ষকের বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে যায় সবুজ। ওই দিনের পর থেকে সবুজের হদিশ নেই। মৃতদেহ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## বাইক উদ্ধার, আটক যুবক

**প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ২২ অক্টোবর।।** চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার করেছে কুমারঘাট থানার পুলিশ। সেই সাথে আটক করা হয়েছে এক যুবককে। কিছুদিন আগে কুমারঘাট থানা এলাকা থেকে টিআর০২জি৯৬৭৪ নম্বরের বাইক চুরি হয়েছিল। ঘটনার পর বাইক মালিক কুমারঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। শুক্রবার চুরি যাওয়া সেই বাইকটি উদ্ধার হয় কুমারঘাট শহর এলাকায়। বাইকের সাথে থাকা যুবককেও আটক করা হয়েছে। তাকে এখন জেরা করে চুরি কান্ডের সাথে জড়িতদের নাম জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।


শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় বিজন ধর

সুধি,
গত ১১ অক্টোবর ২০২১ আমরা হারিয়েছি আমাদের পরমপ্রিয় অভিভাবক বিজন ধর-কে। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পরিবারবর্গের উদ্যোগে আগামী ২৪ অক্টোবর ২০২১ বিকেল ২টা ৩০মিনিটে আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২ নম্বর মিলনায়তনে একটি 'স্মরণসভা'-র আয়োজন করা হয়েছে। বিজন ধরের কাছের-দূরের আত্মীয়- পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, সাথী-সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী ও গুণমুগ্ধদের এই স্মরণসভায় উপস্থিত থাকতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানাতে না পারার ত্রুটি মার্জনা করবেন।

ইতি, বিনীত-

ইলা ধর (স্ত্রী), পূর্বাশা (কন্যা), গৌতম দাস(জামাতা), স্বপ্ননীল(নাতি)। বোনেরা: মিনতি , কৃষ্ণা, বন্যা, অসীমা। ভাইয়েরা: সমীর, মলয়। মানসী দেবরায় (প্রয়াত ভাই প্রলয়-এর স্ত্রী), নারায়ণ চন্দ (প্রয়াত বোন প্রণতি-র স্বামী)।



**সোনার বাজার দর**
১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৫০০
ভরি ঃ ৫৫,৪১৬

**রিদম অর্কেস্ট্রা**
সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন — আগরতলা
Mob - 9774692325

**SALESMAN REQUIRED**
সুধী ত্রিপুরাবাসী আগরতলা শহরে ভারতের একটি নামী প্রতিষ্ঠিত FMCG Company র জন্য 3 জন বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিক্রয়কর্মী আবশ্যক। বেতন আলোচনা-ক্রমে স্থির করা হবে। 'CV' নিম্নলিখিত Email.Id তে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হল।
daspartha203@gmail.com

**লোক চাই**
আগরতলা শহরে থেকেখেয়ে নামী রেস্টুরেন্টে কাজ করার জন্য Dishwash এবং Fast Food কারিগর চাই।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
শিবশক্তি কেরিং সেন্টার
Mob - 8413987741
9051811933
বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন দরজা, জানালা, ইট ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

**Loknath Bricks**
Champaknagar, (West Tripura)
সঠিক দাম ও নির্ভরযোগ্য ইট পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন।
Mob : 9436123391
9612534623

**জয়গুরু জ্যোতিষালয়**
দেবপ্রসাদ ঘোষ
অ্যাস্ট্রোলজার, টেরোট কার্ড রিডার, সংখ্যাতত্ত্ববিদ, রেইকি, এঞ্জেল হিলার।
যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য, যোগাযোগ করুন
9862645061, 8258959692
সময়
সকাল 11 টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত
বিকেল 5 টা থেকে রাত 8 টা পর্যন্ত
কৃষ্ণনগর ঠাকুর পল্লীরোড, আগরতলা, ত্রিপুরা
সাক্ষাতের এর পূর্বে বুকিং একান্ত প্রয়োজন।

**Ram Bricks Industrics**
Jirania
ইটের জন্য কোম্পানীর একমাত্র নিজস্ব এই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন।
Mob - 7640085418

**টাকের সমস্যার সমাধান**

টাকের সমস্যা সমাধানের স্থায়ী ঠিকানা Daleswar, Agartala.
R&R Smart Look
বিনা অস্ত্রোপচারে পুরনো চুল ফিরে পান মাত্র ১০ দিনের মধ্যে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। যোগাযোগ —
9836675471
9163928399

**পাইলস চিকিৎসা সংবাদ**
আপনি কি পাইলস এর সমস্যায় ভুগছেন ? আপনার কি রক্তপাত হয় ,পুঁজ পড়ে, মলত্যাগের সময় ব্যাথা,জ্বালা ইত্যাদি হয়,মলদ্বারে কিছু একটা মাংসের টুকরোর মতন বেড়িয়ে আসে নাকি আপনার ফিষ্টুলা বা ভগন্দর হয়েছে? মলদ্বার সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যায় আপনি আমাদের ক্লিনিকে যোগাযোগ করুন যেখানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আয়ুর্বেদিক ক্ষারসূত্র পদ্ধতিতে চিকিৎসা করবেন। ক্ষারসূত্র একটি নিরাপদ শল্য চিকিৎসা যেখানে শুধুমাত্র একটি সুতো দিয়ে পাইলস এর সার্জারি করা হয়,ব্যাথা হয় না এবং অপারেশনের জটিলতাও হয় না।পাইলস এর যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পেতে আজই নাম নথিভুক্ত করুন।
HEARTBEAT MULTISPECIALTY CLINIC
RAMNAGAR ROAD NO.2, AGARTALA
7640947799, 9774241220

**VISION CONSULTANCY**
Admission Point
We Provide Admission Guidance for
MBBS / BDS / BAMS
TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana , Bihar, Orissa & Other)
LOW PACKAGE 45 LAKH
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : Officelane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)



**বিজ্ঞপ্তি**
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (গভর্মেন্ট) এবং নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (গভর্মেন্ট)
M.A/M.SC
(Distance)
B.Ed/ DL.Ed and Madhyamik, H.S (+2) BBOSE (Open)
100% passing in 60 Day.
যোগাযোগ
9330622287
9862523625

**বিক্রয়**
একটি কালো Scorpi গাড়ি 2010 মডেল বিক্রি হবে।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
শিবশক্তি কেরিং সেন্টার
Mob - 8413987741
9051811933
বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন দরজা, জানালা, ইট, কাঠ ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

**বিক্রয়**
এখানে পুরাতন দরজা, জানালা, ইট, কাঠ, চিপস্, রাবিশ বিক্রয় হয়।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
শিবশক্তি কেরিং সেন্টার
Mob - 8413987741
9051811933
বিঃদ্রঃ পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙ্গে নিয়ে যাই।

## জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রীমতী সুমি চৌধুরী, পিতা-শ্রী শ্রীমন্ত চৌধুরী, সাকিন- ধলেশ্বর বর্তমানে সাকিন- রামনগর, রোড নং-৭, থানা- পশ্চিম আগরতলা। খয়েরপুর মৌজাস্থিত পূর্ব আগরতলা তহশীলাধীন আমার নিজ নামীয় ৩৯৬৭ নং খতিয়ানের ভূমি মোঃ ০.০৩ একর ( তিন শতক) ভূমির খরিদা অরিজিন্যাল দলিল আমি ধলেশ্বর হইতে আগরতলা বটতলাতে অটোতে যাওয়ার সময় আমার অরিজিন্যাল দলিল সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হারিয়ে যায়। তৎপর আমি শ্রীমতী সুমি চৌধুরী বিগত ১২.০৩.২০১৩ ইং তারিখে পূর্ব আগরতলা থানায় একটি জি.ডি নথিভুক্ত করি যাহার নম্বর ৭৩৩। তৎপরবর্তী সময়ে আমি আগরতলা সদর সাব রেজিস্ট্রি অফিস হইতে উক্ত মূল দলিলের সার্টিফাইড কপি সংগ্রহ করি। আমি উক্ত ভূমি শ্রী মনোজ দেব, পিতা- শ্রী মরণ চন্দ্র দেব, সাকিন- মিশন রোড, কাশীপুর, থানা- বোধজংনগরস্থিত উক্ত ব্যক্তির নিকট উক্ত ভূমি বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। আমি ইতিপূর্বে আমার নিজ নামীয় খয়েরপুর মৌজাস্থিত ৩৯৬৭ নং খতিয়ানের সাবেক- পিবি- ২৭৯-১৯৯২ অং, নং দাগের হালে ২৭৩৭/১০২০২ নং দাগের ভূমি মোঃ ০.০৩ একর (তিন শতক) ভূমি অন্য কোথাও দায়াবদ্ধ বা হস্তান্তর করি নাই কিংবা ত্রিপুরা রাজ্যের কোনও অর্থলগ্নিকারী সংস্থা বা কোনও সরকারি ব্যাঙ্ক/বেসরকারি ব্যাঙ্ক হইতে উক্ত ভূমির দলিল বন্ধক রাখিয়া কোনও প্রকার ঋণ গ্রহণ করি নাই। যদি উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনও প্রকার আপত্তি থাকে তাহলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিবসের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানানোর জন্য অনুরোধ রইল। অন্যথায় ৭ দিন পরে উক্ত ভূমির দলিল আমি শ্রী মনোজ দেবের নামে রেজিস্ট্রি করিয়া দিব। উক্ত দিবসের পর আর কোনও প্রকার আপত্তি আইনত গ্রহণযোগ্য হইবে না।

ইতি
শ্রীমতী সুমি চৌধুরী,
পিতা- শ্রী শ্রীমন্ত চৌধুরী, সাকিন- রামনগর, রোড নং-৭
মোবাইল নম্বর ঃ ৭০০৫০০১৩৫৩